আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সুনির্দিষ্ট তথ্য ছাড়াই কর্মকর্তাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

ঢাকা ডেস্ক: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, সুনির্দিষ্ট তথ্য ছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা**(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ৪৮ || সোমবার || ভাদ্র ১৪ || ১৪২৯ || সফর ২ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 48 || 29 August || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086



নিহত আফ্রিদ হায়দারের সাথে বাবা ও মা। ছবি-পারিবারিক এলবাম

নিউইয়র্কে মমর্ন্তদ ঘটনায় সর্বত্র শোকের ছাঁয়া ঃ লাইফ সাপোর্টে ১জন

পানিতে ডুবে ২ বাংলাদেশীর অকাল মৃত্যু

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়ার বাসিন্দা প্রবাসী আর্জু হায়দারের আর কিছুই নেই। একমাত্র সন্তান আফ্রিদ হায়দার (৩৫) তলিয়ে গেছে গভীর পানিতে। একই সাথে পানিতে তলিয়ে মারা গেছে আফ্রিদের শ্যালক বাশির আমিন (১৮)। আর জীবন মৃত্যুর সাথে পাল্লা লড়ছেন শ্যালিকা নাসরিন আমিন (২১)। রোববার (২৮ আগষ্ট) বিকেলে নিউইয়র্কের আপস্টেটে ক্যাটসকিলে এই ঘটনা ঘটে। ঘটনার আকস্মিকতায় কমিউনিটিতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। নিজ সন্তানের এমন মর্মন্তদ মৃত্যুতে তিনি, পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনদের গোমর কান্নায় এস্টোরিয়ার বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। সন্তানের হাতে শেষ বিদায় নেয়ার পরিবর্তে এখন নিজেই চির বিদায় জানাবেন একমাত্র সন্তানকে। রোববার সন্ধ্যায় আর্জু হায়দারের অস্পুর্ট বাকফাঁটা আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছিল পরিবেশ। অনেকেই ছুটে গেছেন তার বাড়িতে সমবেদনা জানাতে। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে সবাই ছিলেন বাকরুদ্ধ। জানা গেছে, এস্টোরিয়ার বাসিন্দা আফ্রিদ হায়দার স্ত্রী, শাশুড়ী, শ্যালক, শালিকাকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন নিউইয়র্কের (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

প্রধানমন্ত্রীর দিল্লি সফর

পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে দোটানায় সরকার

ঢাকা ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আসন্ন দিল্লি সফরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

বন্দুক হামলায় নিহত ৬

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট ও হিউস্টনে পৃথক পৃথক বন্দুক হামলার ঘটনায় ৬ জন নিহত হয়েছে। মিশিগান রাজ্যের ডেট্রয়েট শহরের পুলিশ প্রধান জেমস হোয়াইট জানান, স্থানীয় সময় রোববার সকালের দিকে বন্দুকধারী এলোপাতাড়ি গুলি চালালে অন্তত ৩জনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। এদের মধ্যে দুজন নারী ও একজন পুরুষ নিহত হয়েছেন। গুলিবিদ্ধ চতুর্থ ব্যক্তি এখনো বেঁচে আছেন। অপরদিকে হিউস্টনের টেক্সান সিটি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, একজন বন্দুকধারী বাড়িঘর লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে এতে গুলিবিদ্ধ ৩ জনের মৃত্যু **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ডেপুটি স্পিকার হলেন শামসুল হক টুকু



ঢাকা ডেস্ক: জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার হলেন সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল হক টুকু। রোববার (২৮ আগস্ট) জাতীয় সংসদ সচিবালয় সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। এদিন সন্ধ্যা ৭ টায় সংসদ ভবনের সপ্তম তলায় রাষ্ট্রপতির চেম্বারে তাকে শপথ পাঠ করাবেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ।রোববার একাদশ জাতীয় সংসদের উনবিংশতম অধিবেশনের শুরুতে সভাপতিমন্ডলী **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ট্রাম্পের বাড়িতে অভিযানের সার্চ ওয়ারেন্ট প্রকাশ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফ্লোরিডার মার-এ-লাগো বাড়িতে চালানো তল্লাশির হুকুমনামার (সার্চ ওয়ারেন্ট) প্রকাশ **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

ফুলেল শ্রদ্ধায় জাতীয় কবিকে স্মরণ



ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৬তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তার সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ। রোববার সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে কবির সমাধিতে বিভিন্ন শিক্ষা, **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি

কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave
Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave
Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street
Long Island City, NY 11101

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল
$৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public
- Bookkeeping - Business Formation
- Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372



Looking to start a cannabis-related business in NYC?

The NYC Department of Small Business Services (SBS) is here to help:



ASSESS BUSINESS NEEDS



CONNECT TO NO-COST RESOURCES



EXPLAIN GOVERNMENT RULES



CONNECT YOU TO FUNDING

Visit

nyc.gov/cannabis

or 888-SBS-4NYC
(888-727-4692)

NYC Small Business Services | careers businesses neighborhoods

Get the facts on New York State's cannabis law and licenses at **cannabis.ny.gov.**

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday // August 29 // 2022

৩-এর পৃষ্ঠা

নিউজার্সীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর মৃত্যু



বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী রাজ্যে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রবাসী বাংলাদেশী মেধাবী দুই তরুণ শিক্ষার্থী মৃত্যুবরণ করেছেন। এদের একজন ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের বস্টনের এমআইটিতে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দ্বিতীয় বর্ষের এবং অন্যজন ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ক্যালিফোর্নিয়ার কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র। গত শুক্রবার (১৯ আগষ্ট) রাতে বাংলাদেশি অধ্যুষিত নিউজার্সী রাজ্যেও প্যাটারসন শহরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় তাদের আরও তিন বন্ধু আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এই হতাহতের ঘটনায় কমিউনিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। (বাকি অংশ ৯ পাতায়)

সমাবেশে শামীম ওসমান

নারায়ণগঞ্জ শেখ হাসিনার ঘাঁটি ছিল, থাকবে

ঢাকা ডেস্ক: নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সংসদ সদস্য এ কে এম শামীম ওসমান বলেছেন, 'যাঁরা অশুভ খেলা খেলার চেষ্টা করছেন তাঁরা জেনে রাখুন, নারায়ণগঞ্জের মাটি আওয়ামী লীগের ঘাঁটি, শেখ হাসিনার ঘাঁটি ছিল এবং থাকবে।' শনিবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জ শহরের ২ নম্বর রেলগেট এলাকায় জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে নিজের উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশে শামীম ওসমান এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, 'নারায়ণগঞ্জে যাঁরা আওয়ামী লীগ করেন, শেখ হাসিনার বদৌলতে বড় বড় পদ পেয়েছেন। আসুন, মাঠে নামুন। ২০২৪ সালে জাতির পিতার কন্যা ক্ষমতায় এলে আমাকে বলবেন, আমি সরে যাব। পদ-পদবি আপনারা নিয়েন।'

সমাবেশে শামীম ওসমান বলেন, 'জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান দেশে এলেন। ২২টি সংগঠন গেল, গিয়ে বলল, র‍্যাব এটা করেছে, সেনাবাহিনী এটা করেছে। এটা কেন বলতে ভুলে গেল যে আমাদের দেশে ১৫ লাখ রোহিঙ্গা এসে বসে আছে? এ পুলিশ, রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী আমাদের গর্ব। এই র‍্যাবের ভূমিকা আপনারা অস্বীকার করতে চান? রোহিঙ্গা ইস্যু তো সবচেয়ে বড় বিষয়। বার্মায় গিয়ে কেন বলেন না রোহিঙ্গা ফেরত নাও, নয়তো স্যাংশন দেওয়া হবে।'

সামনে কঠিন সময় আসছে মন্তব্য করে শামীম ওসমান বলেন, 'ওরা বাংলাদেশকে ধ্বংস করতে চায়। ওরা ওদের জায়গায় ঠিক আছে। আমরা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বিভক্ত। বলেছিলাম, আমি স্লোগান দেব, আপনারা বক্তৃতা দিয়েন। সবাই তো বুঝল না। অনেকেই বুঝে না বোঝার ভান করেন। তাঁরা আমাদের হুমকি দেন। শেখ হাসিনাকে ২১ বার মারার চেষ্টা করা হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী কত মানুষকে হত্যা-রেপ করা হয়েছে, পত্রিকায় পাবেন। তখন কোথায় ছিল মানবাধিকার?'

আওয়ামী লীগ নেতা শামীম ওসমান বলেন, 'আমি জানি, জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। মানুষের কষ্ট হচ্ছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে। প্রথমে রোহিঙ্গা সমস্যা এলো। তারপর এলো কভিড।' তিনি বলেন, 'খালেদা জিয়া অসুস্থ হয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে সুস্থ রাখুক। তাঁদের সময় আমার বাড়িঘরে আগুন দেওয়া হয়েছিল, আমার বহু লোককে হত্যা করা হয়েছিল। লন্ডন থেকে যিনি হুকুম দিচ্ছেন, ছেলে হয়ে তো এলেন না বাংলাদেশে।'

সমাবেশে শামীম ওসমান বিএনপির প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'লন্ডন থেকে নির্দেশ আসছে, আপনারা বাংলাদেশে বসে লাফাচ্ছেন। আপনারা সুযোগ নিতে চান, খেলতে চান। আপনারা ধ্বংসের পক্ষে আমরা খেলব ধ্বংসের বিপক্ষে। আপনারা খেলবেন সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে আমরা খেলব অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে। লন্ডন থেকে নির্দেশ পেয়ে বাংলাদেশে লাফাবেন না।'

সমাবেশ ৪টায় শুরুর কথা থাকলেও সমাবেশস্থলে দুপুর ২টা থেকেই জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা ও শামীম ওসমানের ছবিসংবলিত ব্যানার, ফেস্টুন নিয়ে নেতাকর্মীরা আসতে থাকেন।

মহানগর আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি চন্দন শীলের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক খোকন সাহা, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু হাসনাত শহীদ মোহাম্মদ বাদল, মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক শাহ নিজাম, বন্দর থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজিম উদ্দিন প্রধান, মহানগর যুবলীগের সভাপতি শাহাদাৎ হোসেন সাজনু, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এহসানুল হক নিপু প্রমুখ।









আব্দুল আউয়াল চৌধুরী জুবেরের জানাজা অনুষ্ঠিত

মরদেহ দাফন হবে গ্রামের বাড়ীতে



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল বাসিত চৌধুরীর বড় ছেলে মরহুম আব্দুল আউয়াল চৌধুরী জুবের নামাজে জানাজা রোববার (২১ আগষ্ট) বাদ জোহর এস্টোরিয়ার আল আমীন জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্ট্রোকের শিকার হয়ে দু'দিন হাস-পাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি গত ২০ আগষ্ট শনিবার তিনি ইন্তেকাল করেন। তার বয়স হয়েছিলে ৪৬ বছর। মৃত্যুকালে তিনি মা-বাবা, এক ভাই ও এক বোন এবং স্ত্রী, ২ ও ৫ বছরের দুই পুত্র সহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। মরহুমের গ্রামের বাড়ী সিলেট জেলার ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলার করিমপুর। তিনি তার পরিবারের সাথে নিউইয়র্ক সিটির এস্টোরিয়ায় বসবাস করছিলেন। খবর ইউএনএ'র।

মরহুম জুবেরের নামাজে জানাজায় ইমামতি করেন হাফেজ ডা. নাসিব। এর আগে উপস্থিত মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন মরহুমের মামা জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র সাবেক সভাপতি এম এ কাইয়্যুম ও আল আমীন জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি জয়নাল আবেদীন। জান-াজায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিউজার্সী রাজ্যের পেটারর্সন সিটির কাউন্সিলম্যান শাহীন খালিক, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার নির্বাচিত সভাপতি বদরুল হোসেন খান ও সাধারণ সম্পাদক মঈনুল ইসলাম, কমিউনিটি নেতা আব্দুল হাসিম হাসনু, জুনেদ চৌধুরী, জুয়েল চৌধুরী, আহবাব চৌধুরী খোকন, মোহাম্মদ কাওসারুজ্জামান, হারুনর শহীদ দলা মিয়া, কুলাউড়া বাংলাদেশী এসোসিয়েশন অব ইউএসএ'র সভাপতি শাহ আলাউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ আহমেদ, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন।

এদিকে পরিবারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মরহুম আব্দুল আউয়াল চৌধুরী জুবেরের মরদেহ বাংলাদেশে গ্রামের বাড়ীতে দাফন করা হবে বলে জানা গেছে। সোমবার (২২ আগষ্ট) রাতের আমিরাত এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তার মরদেহ ঢাকায় পাঠানো হবে। তার মরদেহের সাথে ছোট ভাই দেশে যাচ্ছেন।





আকস্মিক সফরে জ্যাকসন হাইটসে গভর্নর ক্যাথি হোকুল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক রাজ্যের গভর্নর ক্যাথি হোকুল আকস্মিকভাবে বাংলাদেশী ব্যবসায়ী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস এলাকা পরিদর্শন করেছেন। গত ১১ আগস্ট বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি প্রথমবারের মতো এই এলাকায় ঝটিকা সফরে আসেন। এসময় তিনি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময় করেন। গভর্নর ৭৩ স্ট্রিটে পৌঁছার পর ফুটপাথ ধরেও হাঁটেন। স্থানীয় কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান, অ্যাসেম্বলিওম্যান ক্যাটলিনা ক্রুজ তার সাথে ছিলেন। জেবিবিএ নেতা ফাহাদ সোলায়মান ও মোহাম্মদ আলম নমি সহ বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরা গভর্নরকে স্বাগত জানান।

জ্যাকসন হাইটস সফরকারে গভর্নর ক্যাথি হোকুল বেশ কয়েকজন ডেমোক্রেট সমর্থক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলাপকালে অর্থনৈতিক মহামন্দার সময় ব্যবসা-বাণিজ্য কেমন চলছে তা জানতে চান। এসময় বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরা পার্কিং সুবিধা বাড়ানো এবং ময়লা আবর্জনা পরিষ্কারে আরো পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়ে গভর্নরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারা বাড়ি মালিকদের ভাড়া বৃদ্ধির প্রবণতার কথা তুলে ধরে এর প্রতিকারও চান। বিষয়টি মেয়রের দায়িত্ব বলে ব্যবসায়ীদের অভিহিত করেন গভর্নর।

গভর্নর হোকুল হেঁটে থার্টি সেভেন রোড হয়ে রুজভেল্ট অ্যাভিনিউর একটি নেপালি রেস্টুরেন্টেও যান এবং খোঁজ-খবর নেন। এরপর তিনি ওই রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে ৭৪ স্ট্রিট হয়ে ৭৩ স্ট্রিটে বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রিমিয়াম রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করেন। এই রেষ্টুরেন্টে তিনি জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন (জেবিবিএ)'র কর্মকর্তাদের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় করেন। এসময় গভর্নরকে মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়িত করানো হয়। এর আগে জেবিবিএ কর্মকর্তারা গভর্নরকে একটি ক্রেস্ট উপহার দেন। পরবর্তীতে গভর্নর প্রিমিয়াম রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে পথচারীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

ডিএফসি'র অর্থায়নের মাধ্যমে আরও বিনিয়োগ কামনা বাংলাদেশের



ওয়াশিংটন, ডিসি: যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি তাদের ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের (ডিএফসি) মাধ্যমে বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে আরও বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম। গত ১৮ আগস্ট বৃহস্পতিবার ওয়াশিংটন ডিসিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে তিনি আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেট ফর ইকোনমিক গ্রোথ, এনার্জি অ্যান্ড দ্য এনভায়রনমেন্ট জোসে ডবিউ ফার্নান্দেজের কাছে এই অনুরোধ করেন।

ড. চৌধুরী এবং আন্ডার সেক্রেটারি ফার্নান্দেজ বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক জ্বালানি সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন এবং এটিকে আরও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। জ্বালানি উপদেষ্টা বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতকে স্বনির্ভর করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের গৃহীত নীতির বিষয়ে আন্ডার সেক্রেটারিকে অবহিত করেন।

বাংলাদেশ সরকার কিভাবে গ্যাস, তেল ও কয়লা, পারমাণবিক এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির মতো বিভিন্ন উৎস থেকে জ্বালানি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনছে এই বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেন ।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট বর্তমান বৈশ্বিক জ্বালানি ঘাটতি বাংলাদেশসহ অনেক দেশকে তাদের জ্বালানি নিরাপত্তা টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে উল্লেখ করে উপদেষ্টা পরিস্থিতির উন্নতিতে ভূমিকা রাখার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

ড. চৌধুরী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রকে ডিএফসি'র অর্থায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের মতো দেশে আরও বিনিয়োগে এগিয়ে আসা উচিত। তিনি বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য এবং বাংলাদেশে পারমাণবিক শক্তি মডুলার চুল্লির সম্ভাবনা দেখার জন্য আমেরিকান কোম্পানিগুলিকে উৎ-সাহিত করেন।

আন্ডার সেক্রেটারি বাংলাদেশের চমৎকার আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য নিরসনে অগ্রগতির প্রশংসা করেন। ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বের দেশগুলিকে প্রভাবিত করছে তা স্বীকার করে জনাব ফার্নান্দেজ উপদেষ্টাকে বলেন যে যুক্তরাষ্ট্র খাদ্য, জ্বালানি বা সারের মতো প্রয়োজনীয় পণ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি।

আন্ডার সেক্রেটারি নতুন নতুন সুযোগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করার জন্য শ্রম অধিকার এবং কারখানার নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও উন্নত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে বাংলাদেশকে উৎসাহিত করেন। তিনি 'ক্লিন এনার্জিকে' একটি সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে অভিহিত করেন এবং বাংলাদেশ এ ধরনের সম্ভাবনা উন্মোচন করতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। আন্ডার সেক্রেটারি ফার্নান্দেজ ২০২১ সালের নভেম্বরে ঈজচ-২৬ এ চালু হওয়া 'গোবাল মিথেন প্লেজে' যোগ দেওয়ার জন্য বাংলাদেশকে আহ্বান জানান।

উপদেষ্টা চৌধুরী এবং আন্ডার সেক্রেটারি ফার্নান্দেজ বলেন যে বাংলাদেশ-মার্কিন সম্পর্ক আরও সম্প্রসারিত ও গভীর হচ্ছে এবং উভয় সরকারের উচিত তাদের অভিন্ন স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

এদিকে উপদেষ্টা ড. চৌধুরী এদিন বিকেলে যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি শিল্পের সিনিয়র নেতৃবৃন্দের সাথে একটি উচ্চ-পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেন। ইউএস-বাংলাদেশ বিজনেস কাউন্সিল "Current State of Play : U.S.-Bangladesh Energy Cooperation" থিমের অধীনে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে।

২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধন করা কাউন্সিলের ইউএস-বাংলাদেশ এনার্জি টাস্কফোর্স, এলএনজি আমদানি ক্ষমতা সম্প্রসারণ, দেশের উচ্চাভিলাষী গ্রিন এনার্জি ট্রানজিশন এবং অভ্যন্তরীণ জ্বালানি অনুসন্ধান বিষয়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সুপারিশের অগ্রগতির সর্ম্পকে জ্বালানি উপদেষ্টাকে অবহিত করেন।

ড. চৌধুরী বর্তমান জ্বালানি সংকট মোকাবেলায় এবং বাংলাদেশের মতো দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির জ্বালানি চাহিদা মেটাতে স্বল্প থেকে দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের জন্য সরকার যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা তুলে ধরেন।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি শিল্প জ্বালানি স্থানান্তরের ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আরও বাড়াতে কি সহায়তা করতে পারে এই বিষয়টি আলোচ-নায় স্থান পায়।

ভাসমান সৌরবিদ্যুৎসহ স্টোরেজ সমস্যার সমাধান, বায়ু এবং সৌরশক্তি কিভাবে জ্বালানি মিশ্রনে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে সে বিষয়টিও গোলটেবিল বৈঠকে আলোচিত হয়। -খবর বাংলাদেশ দূতাবাস প্রেরীত প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে গুরুত্ব দিন

রোহিঙ্গা সংকট ক্রমেই জটিল হচ্ছে। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো যাচ্ছে না। রোহিঙ্গাদের ফিরে যাওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টিতে মিয়ানমার প্রকৃতপক্ষে কোনো কাজ করছে না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও মিয়ানমারের ওপর জোরালো কোনো চাপ সৃষ্টি করতে পারছে না।

রোহিঙ্গাদের ফেরার পরিবেশ তৈরি করতে মিয়ানমারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ প্রকাশ্যেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছে। ভারত, চীন, জাপানসহ এশিয়ার দেশগুলোরও সহযোগিতা চেয়েছে বাংলাদেশ। চীনের মধ্যস্থতায় বাংলাদেশ ও মিয়ানমারকে নিয়ে কয়েক দফা ত্রিপক্ষীয় বৈঠকও হয়েছে।

মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নিধনযজ্ঞ থেকে রেহাই পেতে ২০১৭ সালে নতুন করে ১১ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে আসে এবং মূলত কক্সবাজারে আশ্রয় নেয়। এর ফলে কক্সবাজারের প্রাকৃতিক পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় জনজীবনে নেমে এসেছে এক দুর্বিষহ অবস্থা। কঠিন প্রহরা সত্ত্বেও তাদের ক্যাম্পে রাখা যাচ্ছে না। রোহিঙ্গাদের একটি বড় অংশ ক্যাম্প ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। রোহিঙ্গারা মাদক, অস্ত্র চোরাচালানসহ নানা ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। তাদের নিজেদের মধ্যেও হানাহানি, খুনাখুনির ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে মাঝেমধ্যেই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে। কোনোটাই বাংলাদেশের জন্য ভালো সংবাদ নয়। এ অবস্থায় রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবাসনই হচ্ছে একমাত্র সমাধান।

বিশ্বব্যাপী সংকট বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ (আইসিজি) বলছে, অদূর ভবিষ্যতে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের সম্ভাবনা ক্ষীণ। রোহিঙ্গারা যদি অনির্দিষ্টকালের জন্য বাংলাদেশে অবস্থান করে, তাহলে বাংলাদেশের জন্য কী কী নিরাপত্তার সংকট সৃষ্টি হতে পারে, তার স্বরূপ ও বিস্তৃতি কেমন হবে এবং তার পেছনে দেশি-বিদেশি কোনো পক্ষ ও শক্তির কোনো হাত থাকতে পারে কি না ইত্যাদি বিষয় এখন বিশদভাবে বিবেচনা করতে হবে। বিবেচনা করতে হবে, গত পাঁচ বছরে মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে কেন যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করা গেল না। মিয়ানমার ও বাংলাদেশকে ঘিরে বৈশ্বিক, আঞ্চলিক এবং অন্যান্য কট্টরবাদী গোষ্ঠীর কোনো বৃহৎ স্বার্থ রয়েছে কি না–এ প্রশ্নটাও এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ১৯৭৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত রোহিঙ্গা ইস্যু বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের বিষফোড়া হয়ে আছে।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে কালের কণ্ঠে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার বৃদ্ধির জন্য সরকারের ওপর চাপ বাড়ছে। বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলো রোহিঙ্গাদের শিক্ষা, জীবিকা ও চলাফেরার সুযোগ বৃদ্ধির বিষয়টি সরকারের সঙ্গে আলোচনায় তুলছে। আবার এ দেশে রোহিঙ্গা শিবিরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখাও সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষা করতে হলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের কোনো বিকল্প নেই। কক্সবাজার বাংলাদেশের অত্যন্ত সংবেদনশীল ভূখণ্ড। এই এলাকায় রোহিঙ্গাসহ অন্য সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং স্থানীয় জননিরাপত্তা ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন জরুরি।

সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা কেন গুরুত্বপূর্ণ

ইশতিয়াক আহমাদ

সাংহাই ফাইভের সূত্র ধরে ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও)। এটি ইউরেশিয়ার বৃহত্তম আঞ্চলিক জোট, যার জনসংখ্যা বিশ্বের প্রায় ৪০ শতাংশ এবং অর্থনৈতিক উৎপাদন বিশ্বের ৩০ শতাংশ। নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে অসাধারণ ভাবমূর্তি থাকার কারণে সংস্থাটি এশিয়াজুড়েই বিশাল নজর কেড়েছে। ফলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত উল্লেখযোগ্যসংখ্যক দেশ যেভাবে সংস্থাটির সদস্য, ডায়ালগ পার্টনার ও পর্যবেক্ষক হওয়ার লাইনে দাঁড়াচ্ছে, তাতে বিস্ময় প্রকাশের কিছু নেই।

এসসিও বর্তমানে আটটি সদস্য রাষ্ট্র (চীন, ভারত, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, পাকিস্তান, রাশিয়া, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান), চারটি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র (আফগানিস্তান, বেলারুশ, ইরান ও মঙ্গোলিয়া) এবং ছয়টি ডায়ালগ পার্টনার (আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, কম্বোডিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও তুরস্ক) নিয়ে গঠিত। আগামী ১৫-১৬ সেপ্টেম্বর উজবেকিস্তানের সমরখন্দে অনুষ্ঠেয় এসসিওর রাষ্ট্রপ্রধানদের বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে ইরান সংস্থাটির পূর্ণ সদস্য হবে। একই সময় সৌদি আরব, কাতার ও মিসর ডায়ালগ পার্টনার হতে যাচ্ছে।

এর বাইরে বেলারুশ সংস্থাটির সদস্য পদ পাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছে। একইভাবে পর্যবেক্ষক হিসেবে আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, কম্বোডিয়া ও নেপাল এবং ডায়ালগ পার্টনার হিসেবে বাহরাইন ও মালদ্বীপ ডায়ালগ সংস্থাটিতে যোগদানের প্রক্রিয়া শুরু করছে। কিছু শর্ত উপেক্ষা করে সংযুক্ত আরব আমিরাতও এসসিওর সদস্য হিসেবে যোগ দিতে চায় বলে জানা গেছে। আর বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, সিরিয়া, ইরাক ও ইসরায়েল ডায়ালগ পার্টনার অথবা পর্যবেক্ষক হিসেবে যোগ দেওয়ার আশা করছে।

যাত্রা শুরুর পর থেকেই সংস্থাটি বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও আঞ্চলিক সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এর মধ্যে জাতিসংঘের এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়ক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর জোট–আসিয়ান ও রুশ নেতৃত্বাধীন ইউরেশীয় প্রতিরক্ষা জোট কালেকটিভ সিকিউরিটি ট্রিটি অর্গানাইজেশন–সিএসটিও রয়েছে। সর্বশেষ গত বছর তাজিকিস্তানের দুশানবেতে এসসিও শীর্ষ সম্মেলনের সময় এসসিও সচিবালয় ও আরব লীগ সচিবালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারকও সম্পন্ন হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকে প্রাথমিকভাবে এসসিও একটি প্রতিপক্ষ ব্লক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল, এ কারণে যে চীন-রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন সংস্থাটি শীতলযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে আমেরিকার বৈশ্বিক আধিপত্যের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের এ প্রচারের বিপরীতে সংস্থাটি নিজের বিকাশ অব্যাহত রাখে এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের সুপরিচিত 'নতুন আঞ্চলিকতাবাদ' কাঠামোর সঙ্গে সংগতি রেখে জিসিসি ও আসিয়ানের মতোই নিজেকে কার্যকর আঞ্চলিক সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলেছে।

আত্মপ্রকাশ ও ক্রমোন্নতির দিক থেকে পারস্য উপসাগরীয় জোট জিসিসি এবং আসিয়ানের সঙ্গে এসসিওর উল্লেখযোগ্য মিল রয়েছে। সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের মতো তিনটি অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এটি গঠন করা হয়েছিল। জিসিসি ও আসিয়ানও যথাক্রমে ইরান এবং কমিউনিজমের দিক থেকে নিরাপত্তা হুমকি মোকাবেলার জন্য গঠিত হয়েছিল। যদিও উভয় সংস্থার জন্যই আঞ্চলিক নিরাপত্তা একটি অভিন্ন উদ্বেগের বিষয়, তবু তাদের প্রকৃত সাফল্য অর্থনৈতিক বন্ধনের মধ্যেই পাওয়া গেছে। এর পরও এসসিওর তুলনামূলক যে বৈশিষ্ট্যটি চোখে পড়ে, সেটি হলো নিবিড় নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এর দ্রুত অগ্রগতি। উল্লিখিত তিনটি অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সংস্থাটির মূল হাতিয়ার হচ্ছে আঞ্চলিক সন্ত্রাসবিরোধী কাঠামো (রিজিওনাল অ্যান্টিটেররিজম স্ট্রাকচার)। এর বাস্তবিক অর্জন অনেক।

এসসিওর অর্থনৈতিক মূল্য কতটা বিশাল, তা এই বাস্তবতা থেকে বোঝা যায় যে এটি বিশ্বের অর্থনৈতিক পাওয়ার হাউস চীন দ্বারা পরিচালিত এবং রাশিয়া ও ভারত এর প্রধান আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়। এর বাইরে সংস্থাটির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে মধ্য এশিয়া ও ককেশাস অঞ্চলের এমন কিছু দেশ, যাদের প্রকৃত তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ এখনো অব্যবহৃতই রয়ে গেছে। যদিও এসসিও নিজেকে এখন পর্যন্ত একটি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি,

এর বাইরে বেলারুশ সংস্থাটির সদস্য পদ পাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছে। একইভাবে পর্যবেক্ষক হিসেবে আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, কম্বোডিয়া ও নেপাল এবং ডায়ালগ পার্টনার হিসেবে বাহরাইন ও মালদ্বীপ ডায়ালগ সংস্থাটিতে যোগদানের প্রক্রিয়া শুরু করছে। কিছু শর্ত উপেক্ষা করে সংযুক্ত আরব আমিরাতও এসসিওর সদস্য হিসেবে যোগ দিতে চায় বলে জানা গেছে।

তবু এটি আন্ত আঞ্চলিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যে এই অঞ্চলের শেয়ার সম্প্রসারণে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে।

এসসিওর বাণিজ্য ও বিনিয়োগ কার্যক্রমে চীনের আধিপত্য রয়েছে–এ কথা ঠিক। সাম্প্রতিক সময়ের একটি প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০০১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত অন্যান্য সদস্য দেশের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য ২০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর পরিমাণটি ২০০১ সালের ১২ বিলিয়ন ডলার থেকে ২০২০ সালে ২৪৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। গত বছর পর্যন্ত চীন অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রে ৮৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে এবং ২৮০ বিলিয়ন ডলারের অতিরিক্ত উন্নয়ন প্রকল্পে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এর বিপরীতে এসসিও সদস্য দেশগুলোর মোট বাণিজ্যের পরিমাণও ২০০১ সালের ৬৬৮.০৯ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০২০ সালে ৬.০৬ ট্রিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্যে সংস্থাটির শেয়ারও ২০০১ সালের ৫.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২০ সালে ১৭.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

এসসিওতে চীন ও রাশিয়ার প্রতিযোগিতামূলক স্বার্থ রয়েছে। এটি হচ্ছে যথাক্রমে বাণিজ্য ও উন্নয়ন বনাম শক্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থ। তবে সব কিছু ছাপিয়ে দুই দেশের মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে চীনের সিল্ক রোড ইকোনমিক বেল্ট এবং রাশিয়ার ইউরেশীয় অর্থনৈতিক ইউনিয়নসহ (ইইইউ) ইউরেশিয়ায় বহুপক্ষীয় সংযোগ প্রকল্পের সঙ্গে এসসিওর উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে সংযুক্ত করা। অর্থাৎ সিল্ক রোড উদ্যোগ ও ইইইউর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করার মাধ্যমে এসসিওকে একটি বৃহত্তর ইউরেশীয় অংশীদারি হিসেবে গড়ে তুলতে চায় চীন ও রাশিয়া।

এসসিওর এই কৌশলগত মিশনটি উপসাগরীয় দেশগুলোর জোট জিসিসির জন্য সর্বোত্তম বিকল্প। কারণ এটি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভূ-রাজনৈতিক অংশীদারিকে ঝুঁকির মধ্যে না ফেলে এশিয়ার ভূ-অর্থনৈতিক সংযোগগুলোকে বৈচিত্র্যময় করে তুলতে চায়। এই দুটি পথ পরস্পরবিরোধী নয়, কারণ এর একটি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে এবং অন্যটি নিরাপত্তার গ্যারান্টি সরবরাহ করে। এখন পর্যন্ত উপসাগরীয় দেশগুলো বলতে এখন পর্যন্ত চীন, ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির চেষ্টার মধ্যে আটকে আছে। এ ছাড়া হাইড্রোকার্বন সম্পদের সঙ্গে মিল থাকা সত্ত্বেও মধ্য এশীয় ও ককেশাস দেশগুলোর সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক এখনো ন্যূনতম পর্যায়ে। আসিয়ানের সঙ্গেও একই অবস্থা।

এই অবস্থায় সৌদি আরব ও কাতার এসসিওর ডায়ালগ পার্টনার হতে যাচ্ছে। এটি একটি উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি। বাহরাইন এক বছরেরও বেশি সময় পর ক্লাবটিতে প্রবেশ করবে। আরো চমৎকার বিষয় হবে, যদি সংযুক্ত আরব আমিরাতও এতে যোগ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় যোগ দেয়। আর মিসর, তুরস্ক ও এসসিও পার্টনারশিপ প্রার্থী দেশগুলোকে সঙ্গে নিয়ে তেলসমৃদ্ধ উপসাগরীয় দেশগুলো যদি চীন, রাশিয়া এবং সম্পদশালী মধ্য এশীয় ও ককেশাস দেশগুলোর সঙ্গে মিলে যেতে পারে, তাহলে তারা ইউরেশীয় আঞ্চলিকতাবাদ সম্প্রসারণে বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারবে। এই কারণেই ইরানকে নিয়ে উপসাগরীয় দেশগুলোর চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। কারণ ১৯৭৯ সালের পর ইরান প্রথমবারের মতো পূর্ণ সদস্য হিসেবে এত বড় আঞ্চলিক সংস্থায় যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। সর্বোপরি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তান ২০১৭ সাল থেকে এসসিওর সদস্য হওয়ার পরও এর প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতায় কোনো সমস্যা সৃষ্টি করছে না। কোনো সন্দেহ নেই যে জিসিসি সদস্যরা এই গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্থায় বিলম্বে প্রবেশ করছে। তবে একেবারে না করার চেয়ে বিলম্ব ভালো।

প্রকৃতপক্ষে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের অধীনে চীনের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার ও চীনা বিনিয়োগের বড় গ্রহীতা হিসেবে সৌদি আরব এসসিওর প্রগতিশীল এজেন্ডাকে নিজস্ব উপায়ে আকার দিতে তার শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রভাবকে কাজে লাগাতে পারে। আশার কথা, সৌদি আরবের ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানকে সমরখন্দ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এখন এই বিষয়ে তিনি এসসিওর সঙ্গে নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে তাঁর দেশের ব্যতিক্রমী দক্ষতা ভাগাভাগি করার মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

লেখক : সাবেক সাংবাদিক, পাকিস্তানের সারগোধা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কায়েদ-ই-আজম ফেলো

সূত্র : আরব নিউজ

ভাষান্তর : আফছার আহমেদ

নামাজের সময়-সূচী

আগস্ট/সেপ্ট	২৯	৩০	৩১	১	২	৩	৪
ফজর	৫.০০	৫.০২	৫.০৩	৫.০৪	৫.০৫	৫.০৭	৫.০৮
সূর্যোদয়	৬.১৯	৬.২০	৬.২০১	৬.২২	৬.২৩	৬.২৪	৬.২৫
জোহর	১২.৫৭	১২.৫৬	১২.৫৬	১২.৫৬	১২.৫৫	১২.৫৫	১২.৫৫
আসর	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫	৫.৩৩	৫.৩২	৫.৩১	৫.২৯
মাগরিব	৭.৩৩	৭.৩২	৭.৩১	৭.২৮	৭.২৭	৭.২৫	৭.২৪
এশা	৮.৫১	৮.৫০	৮.৪৮	৮.৪৬	৮.৪৪	৮.৪২	৮.৪০

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

সৈরকারি কলেজ সম্পর্কিত নির্দেশনা বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা কেন?

বিমল সরকার

প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন তৃতীয়বারের মতো টানা প্রায় ১৪ বছরের সরকার চলছে এখন। নূরুল ইসলাম নাহিদ দুই মেয়াদে টানা ১০ বছর (২০০৯-২০১৮) শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। অধ্যাপক ড. হারুন-অর রশিদ দুই মেয়াদে টানা ৮ বছর (২০১৩-২০২১) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক টানা প্রায় ৯ বছর (২০০৯-২০১৭) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। এমন দীর্ঘস্থায়ী সরকার, তথা দেশ শাসনের ধারাবাহিকতা, দীর্ঘদিনের শিক্ষামন্ত্রী ও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদাধিকারী ব্যক্তিদের ভবিষ্যতে কবে দেখা যাবে কিংবা আদৌ দেখা যাবে কি না জানি না। সংগত কারণেই প্রায় দেড় যুগের বিশেষ এ সময়টিতে শিক্ষাক্ষেত্রে জাতির অনেক প্রত্যাশা ছিল; কিন্তু প্রকৃত অর্থে লাগামহীনভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধি, নতুন নতুন বিভাগ ও কোর্স খোলা এবং ক্ষেত্রবিশেষে বাগাড়ম্বর ছাড়া বাস্তব উপযোগী ও সুদূরপ্রসারী কাজ কতটুকু হয়েছে তা ভেবে দেখার বিষয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. আবুবকর সিদ্দিক মে মাসে সাংবাদিকদের জানান, এখন কলেজগুলোর তালিকা সংগ্রহ করে কোন কলেজ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হবে সেই কাজ শুরু হয়েছে।

বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশে কলেজ আছে প্রায় আড়াই হাজার। এর মধ্যে ৮৮১টি কলেজে স্নাতক (সম্মান) পড়ানো হয়। আর মাস্টার্স পড়ানো হয় ১৭০টি কলেজে। কলেজগুলোর মধ্যে আনুমানিক সাড়ে ছয়শ সরকারি আর বাকিগুলো বেসরকারি।

মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মে। পদ-পদবিধারীদের ক্ষেত্রেও একই কথা। খোদ সরকারও কাজের মধ্য দিয়ে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। ২০১৪ সালের ৩১ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ কমাতে নির্দেশনা দেন। ওই নির্দেশনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা সরকারি কলেজগুলোকে সংশ্লিষ্ট এলাকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করার কথা রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনার পর একই বছরের (২০১৪) ডিসেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যদের নিয়ে সভা হয়। সভায় উপাচার্যরা কলেজগুলোকে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিতে একমত হন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক (সম্মান) পড়ানো হয়-এমন সরকারি কলেজগুলোকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু নানারকম জটিলতার কথা তুলে অধিভুক্ত করার কাজটি সময়মতো বাস্তবায়ন করা হয়নি। এরপর আবার এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে তাগিদ দেওয়া হয়।

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা রাজধানীর সাতটি সরকারি কলেজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়। কলেজগুলো হলো- ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ। শুরু থেকেই সরকারি কলেজগুলোকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনতা থেকে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে হস্তান্তরের বিষয় নিয়ে সৃষ্টি হয় নানা মতভেদ। এমনকি উল্লিখিত ঢাকার সাতটি কলেজ নিয়েও উপাচার্য ড. আরেফিন সিদ্দিক ও ড. হারুন অর রশিদের মাঝে দেখা দেয় একধরনের টানাপোড়েন। বিষয়টি খুবই হতাশাজনক যে, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া একটি নির্দেশনা দীর্ঘ আট বছরেও বাস্তবায়ন করা গেল না!

২.

১৮৫৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয় কলকাতায়। একই বছর (১৮৫৭) কলকাতার মতোই মাদ্রাজ (বর্তমান চেন্নাই) ও বোম্বেতেও (মুম্বাই) পৃথক দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এর ২৪ বছর পর ১৮৮২ সালে লাহোরে স্থাপিত হয় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় (টহরাবৎংরঃু ড়ভ ঃযব চঁহলধন)। প্রতিষ্ঠাকাল বিবেচনায় লাহোরে অবস্থিত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় উপমহাদেশের চতুর্থ বিশ্ববিদ্যালয়। আর পঞ্চমটি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, স্থাপিত ১৮৮৭ সালে। এভাবেই ঢিমেতালে বাড়তে থাকে উপমহাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৪ বছর পর ১৯২১ সালে স্থাপিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় বাংলা, পাঞ্জাব, আসাম প্রভৃতি এলাকার জনসাধারণের ভাগ্য নতুন করে নির্ধারিত হয়। রেডক্লিফের দেওয়া দাগ অনুযায়ী এসব এলাকার জনগণ ভারতীয় অথবা পাকিস্তানি পরিচয়ে পরিচিত হন (অবশ্য আসামের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় গণভোট)। পাঞ্জাব বিভক্তির ফলে এর পাকিস্তানি অংশের (পশ্চিম পাঞ্জাব) প্রাণকেন্দ্র লাহোর আর ভারতীয় অংশ (পূর্ব পাঞ্জাব) চণ্ডীগড়কেন্দ্রিক গড়ে উঠতে শুরু করে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৪ বছর পর ১৯২১ সালে স্থাপিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় বাংলা, পাঞ্জাব, আসাম প্রভৃতি এলাকার জনসাধারণের ভাগ্য নতুন করে নির্ধারিত হয়। রেডক্লিফের দেওয়া দাগ অনুযায়ী এসব এলাকার জনগণ ভারতীয় অথবা পাকিস্তানি পরিচয়ে পরিচিত হন (অবশ্য আসামের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় গণভোট)। পাঞ্জাব বিভক্তির ফলে এর পাকিস্তানি অংশের (পশ্চিম পাঞ্জাব) প্রাণকেন্দ্র লাহোর আর ভারতীয় অংশ (পূর্ব পাঞ্জাব) চণ্ডীগড়কেন্দ্রিক গড়ে উঠতে শুরু করে।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় শিক্ষাক্ষেত্রে বড় সমস্যা দেখা দেয় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে। ঐতিহ্যবাহী এ বিশ্ববিদ্যালয়টির ভৌগোলিক অবস্থান ও মূল স্থাপনা পাকিস্তানের অংশে পড়লেও এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে এর আওতাধীন অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পড়ে যায় ভারতীয় অংশে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের (টহরাবৎংরঃু ড়ভ ঃযব চঁহলধন) একাডেমিক পরিধি ছিল খুবই বিস্তৃত। প্রতিষ্ঠার সময়ই শিক্ষার মানোন্নয়ন ও বিস্তৃতি এবং চাপ কমানোর জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনতা থেকে বেশকিছু প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত করে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। এছাড়া উত্তর ভারতের বেশির ভাগ অংশ, এমনকি মিয়ানমারের কিছু অংশও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন ছিল। কিন্তু দেশবিভাগের ফলে পাকিস্তানি এ বিশ্ববিদ্যালয়টি এর ভারতীয় অংশে অবস্থিত কলেজগুলোর অন্তর্ভুক্তি বাতিল করে দেয়। অথচ আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বাস্তবতায় এ নিয়ে কারও বলা বা করারও কিছু ছিল না। ভারত-পাকিস্তান দুটিই পৃথক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। রাতারাতি অধিভুক্ত ভারতীয় ওইসব কলেজের হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কেউ প্রথমবর্ষ, কেউ দ্বিতীয়বর্ষ, কেউ আবার শেষবর্ষের শিক্ষার্থী। একইভাবে কেউ হয়তো মিডটার্ম, কেউ আবার ফাইনাল পরীক্ষার্থী। অনেকে পরীক্ষা দিয়ে ফল প্রকাশের আশা নিয়ে প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে। কেউ হয়তো রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেছে। এমনই এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সঙ্গে এ নিয়ে তাদের অভিভাবকদেরও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। অস্থিরতা দেখা দেয়, এমনকি গান্ধী-নেহরু-আজাদের মতো রাজনীতিকদের মাঝেও। এ অবস্থায় ভারত সরকার তাদের পাঞ্জাবের চণ্ডীগড়ে তড়িঘড়ি একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে খুব দ্রুত তা বাস্তবায়ন করতে উঠেপড়ে লেগে যায়। এভাবে স্বাধীনতার বছরই, ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠা পায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় নামে উপমহাদেশে আরও একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিবেশী দুটি স্বাধীন দেশ। দুই দেশের সীমান্তবর্তী একই নামে দুটি প্রদেশ বা জনপদ। আবার একই নামে দুটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়ও। তবে একই নামে পরিচিত হলেও ইংরেজি ভাষায় ভারতীয় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানটিতে শুরুতেই কিছুটা ভিন্নতা দেওয়া হয়। ১৮৮২ সালে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানটি টহরাবৎংরঃু ড়ভ ঃযব চঁহলধন (লাহোর) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও ১৯৪৭ সালেরটি চধহলধন টহরাবৎংরঃু (চণ্ডীগড়) নামে পরিচিতি পায়।

এদিকে একই সময় পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে বাংলা (বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি) বিভাগের ফলে কলকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক আওতা এবং কর্মপরিধিতেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। অবশ্য এ নিয়ে কিছু বিপত্তিরও সৃষ্টি হয়। শুরুতে (১৯২১) আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ছিল শহরের ঢাকা কলেজ ও জগন্নাথ কলেজ এমন গুটিকয় প্রতিষ্ঠান। ঢাকা শহরের বাইরে পূর্ববঙ্গব্যাপী বিভিন্ন জায়গায় স্থাপিত কলেজগুলোর সবকটি ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। আরেকটি বাস্তবতা-অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আদল অনুসরণে যাত্রার শুরুতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স কোর্স চালু করে তিন বছর মেয়াদি। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনার্স কোর্স ছিল দুই বছর মেয়াদি। এমন প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গের সবকটি কলেজ নতুন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। তবে বাংলাভাগের ফলে উল্লিখিত কলেজগুলো, হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য পাঞ্জাব ভাগের মতো এমন কোনো অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন এনে আবাসিকের পাশাপাশি এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবেও দায়িত্ব পালন করে যায় নবোদ্দমে।

বাংলা ও পাঞ্জাবভাগের পাশাপাশি আসামে হয় গণভোট। গণভোটের ভিত্তিতে সিলেট ও কুমিল্লা জেলা পূর্ববঙ্গ তথা পাকিস্তানের অধীনে আসে আর করিমগঞ্জ জেলা আসাম তথা ভারতের অন্তর্ভুক্ত থেকে যায়। এসব এলাকায় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় না থাকায় কলেজগুলো নিয়ে নতুন আর কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়নি।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪) ও প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মওলানা আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮) দুজনই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। উভয়েই আমৃত্যু যার যার দায়িত্ব পালন করে গেছেন। নেহরু চার মেয়াদে টানা ১৭ বছর (১৯৪৭-১৯৬৪) আর আজাদ তিন মেয়াদে টানা ১১ বছর (১৯৪৭-১৯৫৮)। শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে টানা ১১ বছর এমন দৃষ্টান্ত উপমহাদেশে আর দ্বিতীয়টি নেই। উপমহাদেশ বিভক্তির অব্যবহিত পর সদ্যস্বাধীন একটি দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এ দুজন নেতা যে প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন, তা উভয় নেতাকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে।

বিমল সরকার : অবসরপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক



Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549	718-406-5549

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য, কিছু কথা

আবুল কালাম মানিক

গত ১৮ আগস্ট চট্টগ্রাম শহরের জেএন হলে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্মাষ্টমী উৎসবের অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন বলেছেন, তিনি ভারতে গিয়ে বর্তমান সরকারকে টিকিয়ে রাখতে যা যা করার দরকার তাই করার অনুরোধ করেছেন। মন্ত্রীর এই বক্তব্য দেশব্যাপী তোলপাড় ও কূটনীতিক মহলে বিস্ময় সৃষ্টি করলেও, তা একবারেই আঁতকে ওঠার মতো নয়। এমনকি তা অভিনব কিংবা নজিরবিহীনও নয়। কারণ, এটি মোটেও অজানা বিষয় নয় যে, শুধু একটি গ্রহণযোগ্য, অবাধ ও নিরপেক্ষ সংসদ নির্বাচনের আশায় বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলো অতীতে বহুবার শক্তিশালী রাষ্ট্র কিংবা আন্তর্জাতিক সংস্থা- বিশেষ করে জাতিসংঘের কাছে ধরনা দিয়েছে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য। তবে সাবেক কূটনীতিক ও বিশ্লেষকদের অভিযোগ, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বচন কেবল দুই দেশের কূটনীতিকদের জন্য বিব্রতকর নয়, তা দেশের জন্য মর্যাদাহানিকর। সরকারি দলের দায়িত্বশীল কিছু নেতা মন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, আবদুল মোমেন আওয়ামী লীগের কেউ নন। তাকে এমন বক্তব্য রাখার অনুমতি দেয়া হয়নি। অথচ তিনি দলের একজন এমপি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জনজীবনে তোলপাড় সৃষ্টিকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। যদিও দলগুলো এ ধরনের অযাচিত বক্তব্য আগে কখনো শোনেনি এমন নয়, বরং বহুবার শুনেছে।

বাংলাদেশের বিবদমান বিভাজিত রাজনীতিতে এটি নতুন কোনো অভিজ্ঞতাও নয়। কখনো কখনো বাস্তবতা কূটনীতির সীমারেখা পর্যুদস্ত করে দেয়। কূটনীতিক সেই মুহূর্তে সত্য চেপে রাখতে অসমর্থ হয়ে পড়েন। জনাব আবদুল মোমেন বর্তমানে এমন এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন। কারণ, তিনি হয়তো সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন। এ ধরনের বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ঢাকায় ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিংয়ের এক অযাচিত ঝটিকা সফরে। বেশির ভাগ বিরোধী দলের বর্জনের মুখে যখন বাংলাদেশের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন একবারেই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল তখন কোনো পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই ঢাকায় পৌঁছান সুজাতা সিং। তিনি ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ৪-৫ তারিখ ঢাকায় অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সাথে একান্ত বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শেষে জাতীয় পার্টিপ্রধান সাংবাদিকদের সামনে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সফররত ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব তার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ একতরফা সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত চাপের মুখে তিনি সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হন।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ভারতের পররাষ্ট্র সচিব একই পদমর্যাদার ব্যক্তি নন। সুজাতা সিং ভারত সরকারের একজন কর্মচারী ছাড়া আর কিছুই নন। তার সফরের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে সাবেক এক রাষ্ট্রদূত বলেছিলেন, দেশের বিবদমান দলগুলোর মধ্যে নির্বাচন বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসেননি ভারতের পররাষ্ট্র সচিব। ঢাকাকে নয়াদিল্লির একটি স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দেয়াই ছিল সফরের মূল লক্ষ্য। সে সময়ে বিরোধী দলগুলো চাপ সৃষ্টির ওই ঘটনার প্রতিবাদ করলেও, সরকারি দল আওয়ামী লীগ ছিল সম্পূর্ণ চুপ। এ কে আবদুল মোমেন বর্তমান সরকারের একজন মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য। কোনো কোনো আওয়ামী লীগ নেতা ভারত সরকারের কাছে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কথিত অনুরোধের ব্যাপারে ক্ষোভ ও উষ্মা প্রকাশ করেছেন। দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত গুরুতর হস্তক্ষেপের ঘটনায় একজন ভিনদেশী সরকারি কর্মচারীকে ছাড় দিয়ে আওয়ামী লীগ যে উদারতার নজির স্থাপন করেছে, তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু এ কে আবদুল মোমেন সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও প্রায় একই ধরনের ঘটনায় নিজ দলের কাছ থেকে কোনো ধরনের অনুকম্পা লাভে সমর্থ হননি। তার জন্য বিষয়টি অবশ্যই দুর্ভাগ্যের।

এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিদেশে আমাদের বন্ধু আছে, কোনো প্রভু নেই। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, অন্যের আনুকূল্যে টিকে থাকলে সরকারে থাকার অধিকার নেই। একধাপ এগিয়ে, জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় উপনেতা জিএম কাদের বলেছেন, সরকারকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে ভারতকে অনুরোধ করার বিষয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেনের বক্তব্য দেশের সার্বভৌমত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের দায় সরকার এড়াতে পারে না।

বিদেশীদের হস্তক্ষেপে কিংবা আনুকূল্যে সরকার গঠন অথবা টিকে থাকার প্রয়াস বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা। রাজনৈতিক নেতারা এ বাস্তবতা অনেক আগেই মেনে নিয়েছেন। গত চার দশকে কোনো দলীয় সরকারের অধীনে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের নজির বাংলাদেশে নেই। ক্ষমতার বাইরের দলগুলো বিগত আড়াই দশক যাবত সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের দাবিতে প্রাণান্ত সংগ্রাম করেও বিন্দুমাত্র সফলতার মুখ দেখেনি। তাদের রাজপথ কাঁপানো প্রাণঘাতী রক্তাক্ত আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রের দ্বার উন্মোচন করতে ব্যর্থ হলেও, বিদেশী হস্তক্ষেপের পথ রুদ্ধ করতে পারেনি। কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার পালাবদলে বাংলাদেশকে সহায়তা করার ভিনদেশী প্রয়াস বেশির ভাগই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় ক্ষমতাসীন দলের এক চুল পরিমাণ ছাড় না দেয়ার নীতির কারণে।

বাংলাদেশের বিবদমান বিভাজিত রাজনীতিতে এটি নতুন কোনো অভিজ্ঞতাও নয়। কখনো কখনো বাস্তবতা কূটনীতির সীমারেখা পর্যুদস্ত করে দেয়। কূটনীতিক সেই মুহূর্তে সত্য চেপে রাখতে অসমর্থ হয়ে পড়েন। জনাব আবদুল মোমেন বর্তমানে এমন এক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন। কারণ, তিনি হয়তো সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

দেশের মানুষ এটি মোটেও ভুলে যায়নি, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর ভুলে যাওয়ার কথা নয় যে, নির্বাচনকেন্দ্রিক বিবাদ মেটাতে তদানীন্তন কমনওয়েলথ মহাসচিবের বিশেষ দূত স্যার স্টেফান নিনিয়ান ১৯৯৫ সালে দীর্ঘ ৪২ দিন বাংলাদেশে অবস্থান করেন। তার সমঝোতা প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল সরকার ও বিরোধী দলের সঙ্ঘাতমুখী অবস্থানের কারণে। একইভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কলহ মেটাতে বিশেষ করে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ও জাতিসঙ্ঘ মহাসচিবের বিশেষ দূত অস্কার ফার্নান্দেজ তারানকোও তাদের প্রভাব খাটাতে ঢাকায় এসেছিলেন। তারানকো ঢাকায় তার তৃতীয় সফরে একটানা ছয়দিন অবস্থান করেছিলেন। এমনকি ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে ভারতের মনোভাব বুঝতে বাংলাদেশে তদানীন্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডেন মজিনা নয়াদিল্লি সফর করেছিলেন। তা ছাড়া অন্যান্যের মধ্যে সাবেক জাতিসঙ্ঘ মহাসচিব বান কি মুন, সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি ও ব্রিটিশ সিনিয়র মিনিস্টার সৈয়দা হোসাইন ওয়ার্সিও সমঝোতা প্রয়াসে নিজস্ব প্রভাব খাটিয়েছিলেন। তাদের সবার সমবেত প্রচেষ্টা বিন্দুমাত্র সফলতার মুখ দেখেনি।

এ ক্ষেত্রে সাবেক ভারতীয় পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং ছিলেন একমাত্র ব্যতিক্রম। নয়াদিল্লির বিশেষ বার্তা বহন করে তিনি ঢাকায় ঝটিকা সফরে এলে পরিস্থিতির মোড় ঘুরে যায়। তার কার্যকর হস্তক্ষেপে অনিশ্চিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তা এক দৃষ্টান্ত পরিবর্তনকারী উদাহরণে পরিণত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দল বিশেষ করে সংসদে যাদের ইতোপূর্বে প্রতিনিধিত্ব ছিল, তাদের সবাই দফায় দফায় ভারত সফর করেছিল। সফরকারী দলীয় নেতাদের সবাই ভারতের প্রকাশ্য সহায়তা কামনা করেছিলেন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও সফলভাবে অনুষ্ঠানের জন্য। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভিনদেশী সহায়তা কিংবা হস্তক্ষেপের ব্যাপারে ন্যূনতম নীতিগত ঐকমত্যে বিশ্বাসী নয়। দলগুলোর প্রত্যেকটি বিগত কয়েক দশক ধরে তাদের পক্ষের শক্তিশালী ভিনদেশী রাষ্ট্র কিংবা সংস্থার প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছে। এ ক্ষেত্রে তারা দেশের স্বার্থের চেয়ে দলীয় স্বার্থকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

পরিতাপের বিষয় এই- এসব রাজনৈতিক দলের নেতারাই বর্তমানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেনের বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছে, মন্ত্রিসভা থেকে তার বহিষ্কার দাবি করছে। তবে নীতিগত দুর্বলতার কারণে, মন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাদের এই হৈহুল্লোড় অচিরেই থিতিয়ে যাবে। কারণ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী অবাস্তব কিছু বলেননি। সঙ্গত কারণে দেশের উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক মাঠও অতীতের ধারাবাহিকতায় ক্রমেই শীতল হয়ে আসবে এবং নেতারা নতুন কোনো ইস্যুর আশায় প্রহর গুনবেন।

লেখক: সাবেক বার্তা সম্পাদক, বাসস

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৫ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউজার্সীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ২ বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর মৃত্যু

(৩ পাতার পর)



বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা যায়, শুক্রবার রাতে নিউজার্সীর প্যাটারসন শহরের একটি সড়কে হতাহতরা একটি জিপে ছিলেন। হঠাৎ করে তাদের গাড়ির সঙ্গে একটি মার্সিডিজ গাড়ির সংঘর্ষ ঘটে। দুর্ঘটনাস্থলেই এমআইটিতে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শাহরিয়ার উদ্দিন আহমেদের (১৯) মৃত্যু ঘটে। পাশের সেন্ট জোসেফ ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ক্যালিফোর্নিয়ার কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র শাকিল আলী (১৯। বাকি তিনজন ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আহতরা হলেন তাহমিদুর চৌধুরী (১৯), সুব্রত চৌধুরী (১৯) এবং যসোয়া রিভারা (১৮)।

নিউজার্সীর প্যাসেইক কাউন্টি প্রসিকিউটর অফিস জানায়, দুর্ঘটনার কারণ উদঘাটনে তদন্ত চলছে। নিহত দুই বন্ধুর মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের পর তা স্বজনের কাছে হস্তান্তর করার কথা।

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Purchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কুইন্স থেকে এম, আই চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি একজন সিটিজেন হিসেবে আমার স্ত্রী এবং ১৮ বয়সের সন্তানের জন্য আবেদন করেছিলাম, আমার আবেদনে তারা এদেশে এসেছে। আমার এখন জানার বিষয় হচ্ছে তারাতো সবাই এখন গ্রিনকার্ডধারী। কিন্তু কখন তারা তাদের সিটিজেনশীপ লাভ করার জন্যে আবেদন করতে পারবে?

আমার প্রশ্নের মতো প্রায় একই ধরনের প্রশ্ন এই বিভাগে পড়েছিলাম কিন্তু আমার প্রয়োজনে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করলাম। আশা করছি আমার প্রশ্নের জবাব এবং এ বিষয়ে পরামর্শ পাব।

এম আই চৌধুরীর প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি একন ইউএস সিটিজেন। আপনার করা আবেদনে আপনার স্ত্রী ১৮ নিম্ন বয়সের সনবত্ব এদেশের এসেছে গিন্রকার্ডধারী হিসেবে। এখন আপনার জানার বিষয় হচ্ছে তারা কখন তাদের সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারবে? আর হ্যা আপনি ঠিকই লিখেছেন প্রায়ই এই একই ধরনের আপনার প্রশ্নের মতো প্রশ্ন আমরা প্রায়শই পেয়ে থাকি। এ কারণে আমাদের প্রথম পরামর্শ হচ্ছে আপনাদের নিয়মিত আমাদের এই বিভাগ পড়ুন এবং আপনার প্রশ্নের প্রাথমিক উত্তর জেনে নিন।

আপনি একজন ইউএস সিটিজেন আর আপনার সন্তান ১৮ নিম্ন বয়সের হলে তাদের আর ৫ বছর অপেক্ষা করতে হবে না। তারা এখনই সিটিজেনশীপের জন্যে অপেক্ষা করতে পারবে। এই আবেদনের জন্যে ফর্ম পূরণ করতে নিম্নে উল্লেখিত তথ্যপত্র সযোগ করে দিতে হবেঃ

গ্রিনকার্ডের কপি, ২) পাসপোর্টের কপি, ৩) সন্তানদের বার্থ সার্টিফিকেটের কপি, ৪) মা-বাবার বার্থ সার্টিফিকেটের কপি, ৫ মা-বাবার ম্যারেজ সার্টিফিকেটটের কপি, ৬) ২ কপি ছবি।

ইউএস সিটিজেনের ১৮ নিম্ন বয়সের সন্তানদের তাদের গ্রিনকার্ড পাবার পর যে কোন সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারে।

আপনার স্ত্রী একজন ইউএস সিটিজেন। আপনার আবেদনের প্রেক্ষিতে আপনার স্ত্রী গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছেন। একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস তার গ্রিনকার্ড পাবার ৩ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন।

তবে এক্ষেত্রে একটি নিয়ম হচ্ছে বিয়ের ২ বছরের মধ্যে গ্রিনকার্ড পেলে তাকে কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ড বলে। এই কন্ডিশনাল গ্রিনকার্ডধারী তাদের গ্রিনকার্ড পাবার ৩ বছরের পরিবর্তে ৫ বছর পর সিটিজেনশীপের জন্যে আবেদন করতে পারবেন।

আপনার স্ত্রী সন্তানেরা যেহেতু এই নিয়মে পড়েন না তাই তারা এখনই তাদের সিটিজেনমীপের জন্যে আবেদন করতে পারবেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনবোধে বিশেষ পরামর্শের জন্যে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।

নিউইয়র্ক থেকে আনোয়ারা খানমের প্রশ্নঃ



আমার ছেলে ইউএস সিটিজেন। আমার ছেলের করা আবেদনে আমরা স্বামী-স্ত্রী গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছি। আমাদের অন্যান্য সন্তানেরা বাংলাদেশে থাকে। তাদের দেকতে আমরা স্বামী-স্ত্রী অল্পদিনের জন্যে বাংলাদেশে বেড়াতে যাই।

আমার স্বামী বাংলাদেশে বসবাসকারী সন্তানদের জন্যে আবেদন করেছেন। আমার স্বামী কিছুদিন আগে তার মা-বাবাকে দেখার জন্যে বাংলাদেশে গিয়েছি কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর একপর্যায়ে তাকে আর বাচানো যায় নাই। এমন দুঃখজনক ঘটনার পর আমি বিশেষ প্রয়োজনে আপনা পরামর্শের জন্যে আজ লিখছি।

আপনার কাছে আমার জানার বিষয় হচ্ছে আমার স্বামী বাংরাদেশে বসবাসকারী আমাদের সন্তানদের জন্যে আবেদন কেরছিলেন/ কিন্তু তিনিতো আর জীবিত নেই। তার মৃত্যুর পর আমার সন্তানদের কেসের অবস্থার কি হবে?

তাদের করা আবেদন বলবৎ থাকবে কিনা? আর তাদের জন্যে করণীয় কী?

বাংরাদেশে বসবাসকারী অন্য অন্যান্য সন্তানেরা জন্যে আবেদন করেছিলেন। কিন্তু আপনার স্বামী আর বেঁচে নেই। তিনি আপনার সন্তানদের আবেদনকারী এ ব্যাপারে নির্মম সত্য হচ্ছে আবেদনকারীর মৃত্যু হলে আবেদনরও ইতি হয়েছে যায়। তবে আমার কাত হচ্ছে আপনি মা হিসেবে আবার তাদের জন্যে আবেদন করতে পারেন। তবে আপনার করা আবেদনে আপনার এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

আনোয়ার খানের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনাদের ইউএস সিটিজেন সন্তানের করা আবেদনে আপনার এদেশে এসেছেন। এখানে আমার পরে আপনার স্বামী স্বামীর করা াাবেদনের প্রায়োরিটি তারিখ পাওয়া যাবে না।

আপনার সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে আপনাদের ব্যাপারো আরো কিচু তথ্য জানা দরকার। এ ব্যাপারে একজন এটর্নীর সাথে প্রয়োজনে আলোচনা করতে পারেন।

নিউইয়র্ক থেকে এনাম হকে প্রশ্নঃ

আমার স্ত্রী এদেশে আসার পরে আামি তার ওয়ার্ক পারমিট ও সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বরের জন্যে আবেদন করেছিলাম। তারপর সে ওয়ার্ক পারমিট ও সোস্যাল সিকিউরিটি নম্বর পেয়েছে। উল্লেখ্য আমার আগেই সিটিজেনশীপ পাবার কথা ছিলোআমার স্ত্রীর ওযার্ক পারমিটের মেয়াদ শেখ হয়ে যাবে। আমার স্ত্রী কাল কাজ করেনা। তার ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ বাড়াতে হবে কিনা?

এনাম হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

ওয়ার্ক অথরাইজেন কার্ড বৈধ বা অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত করেনা। সে কারণে ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবর অথব অবৈধ হয়ে যাওয়অ নয়। কেস যদি ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে তবে তিনি বৈধ বলে বিবেচিত হবেন- তার ওয়ার্ক পারমিট থাকুক বা না থাকুক। আর কেস যদি অস্বীকৃত হয়ে যায় তাহেল ওয়ার্ক পার-মিটও বন্ধ হয়ে যাবে। তবে ওয়ার্ক পারমিট রাখা ভালো কারণ এটা এক ধরনের আইডি।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

মানসিক বিকার ও সামাজিক প্রতিকার

রাজীব সরকার

মানসিক বিকারগ্রস্ত এসব ব্যক্তি যদি অশিক্ষিত হতেন, তবে এত দুশ্চিন্তা হতো না। দুশ্চিন্তার বিষয় হচ্ছে, তাঁদের প্রায় সবাই একাডেমিক ডিগ্রিধারী। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছেন। তাঁরা ডিগ্রি লাভ করছেন ঠিকই, কিন্তু শিক্ষিত, মার্জিত বা পরিশীলিত হতে পারেননি।

কিছু দিন আগে চল্লিশোর্ধ্ব এক কলেজশিক্ষিকা তাঁর ছাত্রের সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিষয়টি সারাদেশে আলোচিত হয়। বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যমে নেতিবাচক মন্তব্যের ঝড় বয়ে যায়। এতে অনিবার্যভাবেই সেই শিক্ষিকা মানসিক যন্ত্রণার শিকার হন। আমরা জানি না, আরও কী কী লাঞ্ছনার মুখোমুখি তিনি হয়েছিলেন। আর জানা সম্ভবও নয়। আত্মহত্যা করে তিনি সব প্রশ্নের ঊর্ধ্বে চলে গেছেন। কয়েক দিন আগে উত্তরায় গার্ডারের নিচে চাপা পড়ে এক প্রাইভেটকারের পাঁচ যাত্রী নিহত হন। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও মর্মান্তিক এই মৃত্যুর খবরে সারাদেশে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। পরদিন জানা গেল, নিহত ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী রয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে শোক চাপা পড়ে সামাজিক মাধ্যমে তাঁর স্ত্রীর সংখ্যা নিয়ে বিদ্রুপ ও রুচিহীন মন্তব্য এমনভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকল, যে সেই ব্যক্তির প্রাণহানি যেন জায়েজ হয়ে গেল।

নব্বইয়ের দশকের এক জনপ্রিয় টিভি অভিনেত্রী কয়েক মাস আগে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তিকে বিয়ে করেন। এ ক্ষেত্রেও সামাজিক মাধ্যম ভরে গিয়েছিল নানা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যে।

ওপরের তিনটি ভিন্ন ঘটনায় যে অভিন্ন প্রবণতা কাজ করছে তা হলো, সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারী একাংশের মানসিক বিকার। একাংশ না বলে বৃহদাংশ বলাই সমীচীন। তারকা থেকে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন সময়ে নির্বিচারে যেসব অবমাননাকর মন্তব্যের শিকার হন, তাতে একেঙভার্চুয়াল গণপিটুনি আখ্যা দেওয়াই সংগত। বোঝা যায়, অক্ষম ক্রোধ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে এক শ্রেণির ব্যক্তি বিকারগ্রস্ত মানসিকতার পরিচয় দিয়ে যান। সংক্রামক ব্যাধির মতো তা ছড়িয়ে পড়ছে ভার্চুয়াল ও অ্যাকচুয়াল জগতে।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের সমাজে মানসিক বিকৃতিসম্পন্ন এত ব্যক্তির আগমন কোথা থেকে? এই সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কী? সমাজে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অঘটন বিশ্লেষণের সময় প্রায়ই বলা হয়, আগে এত অপরাধ বা দুর্ঘটনা ঘটত না; এখন বেশি ঘটছে। কথাটির সত্যতা আংশিক। সমাজ কখনোই অপরাধমুক্ত বা অঘটনমুক্ত ছিল না। সংখ্যার সামান্য তারতম্য হতে পারে। পার্থক্য এখানে যে, এসব দুঃসংবাদ এখন সহজেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, যা আগে কালেভদ্রে চোখে পড়ত। দেশে সংবাদমাধ্যম ও অনলাইন পোর্টালের সংখ্যা অগণিত। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছে সামাজিক মাধ্যমের সরব উপস্থিতি। মানসিক বিকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি সমাজে আগেও ছিল। কিন্তু তখন সামাজিক মাধ্যম না থাকায় তাদের অস্তিত্ব সহজে চোখে পড়ত না।

মানসিক বিকারগ্রস্ত এসব ব্যক্তি যদি অশিক্ষিত হতেন, তবে এত দুশ্চিন্তা হতো না। দুশ্চিন্তার বিষয় হচ্ছে, তাঁদের প্রায় সবাই একাডেমিক ডিগ্রিধারী। তাঁদের মধ্যে অনেকেই সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছেন। তাঁরা ডিগ্রি লাভ করছেন ঠিকই, কিন্তু শিক্ষিত, মার্জিত বা পরিশীলিত হতে পারেননি।

যেমন দাম্পত্য বা প্রেমের সম্পর্কে ভাঙন নতুন কিছু নয়। কিন্তু সাবেক প্রেমিক-প্রেমিকা বা স্বামী-স্ত্রীর একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার মতো নির্লজ্জ ঘটনা আজকাল প্রায়ই ঘটছে। এটিও রুচি-বিকৃতির জঘন্য উদাহরণ। নারী নির্যাতন আগেও ঘটেছে। এখন নির্যাতনের ছবি তুলে বা ভিডিও করে ভাইরাল করা হচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়ায় কেউ কেউ আত্মহত্যা করেন। এই অপকর্মের হোতারা শুধু মানসিক বিকৃতি নয়; নিজেদের কুশিক্ষারও পরিচয় দিচ্ছেন।

মনের বিকৃতি রোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে শিক্ষা। এ শিক্ষা পরিবার থেকেও হতে পারে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেও হতে পারে। আমাদের দুর্ভাগ্য, অধিকাংশ পরিবার সন্তানকে এই শিক্ষা দিতে অক্ষম। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের মধ্যে অনেকেই কূপমণ্ডূকতা, কুসংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতার মতো সামাজিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। তাঁদের প্রভাবে সন্তানদের মধ্যে শৈশবেই বিভেদ ও হিংসার বীজ রোপিত হয়। শিশুদের মধ্যে সুস্থ মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচির ভূমিকা অনস্বীকার্য। অধিকাংশ অভিভাবক সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষা নামে বৈতরণী পার হওয়া ছাড়া সন্তানদের কাছে আর কিছু প্রত্যাশা করেন না। জিপিএ ৫ নামের সোনার হরিণের পেছনে তাঁরা ধাবমান।

পরিবারের তুলনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিকতর ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে না। ভালোবাসা, সহমর্মিতা, অসাম্প্রদায়িকতার পাঠ কজন শিক্ষক দিচ্ছেন? দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, শিক্ষার্থীরাও আর আগের মতো শিক্ষকদের অনুগত থাকছে না। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছেন; কেউ কেউ প্রাণ হারিয়েছেন। সমাজ কাঠামোর মধ্যে এক ধরনের নৈরাজ্য তৈরি হয়েছে। ফলে প্রতিষ্ঠান নিজের শিক্ষার্থীদের সুরুচি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাঠ দেবে- এটি ধীরে ধীরে দুরাশায় পরিণত হচ্ছে।

প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেনও ব্যাধিই সংক্রামক, স্বাস্থ্য নয়ও রুচিহীনতা ও মানসিক বিকার সংক্রামক ব্যাধির মতোই চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। শুধু আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই দুর্যোগ মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতিমনস্ক করে তুলতে সব প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত দেয়ালিকা, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজনের মাধ্যমে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ত করতে হবে। শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতি প্রতিষ্ঠানে কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে শুধু মানসিক বিকৃতি নয়; অপরাধ ও আত্মহত্যার প্রবণতা এবং বিষণ্ণতাও কমে আসবে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে মানসিক রোগ ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির একান্ত অভাব এবং অজ্ঞতা মানসিক রোগের প্রতিকার আর মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। এই সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে মানসিক বিকারের প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। পরবর্তীকালে সেগুলোই কঠিন মানসিক ব্যাধির আকার ধারণ করে। এসব প্রাথমিক লক্ষণ সাধারণের দৃষ্টিতে চোখে না পড়লেও উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষকের চোখে পড়ে। মানসিক বিকার প্রবল হয়ে ওঠার আগেই যদি ধরা পড়ে, তবে প্রতিকার সহজেই পাওয়া যায়। এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে মনোবিকারের লক্ষণ দেখা যায়, তা প্রতিরোধ করা গেলে ভবিষ্যতে বহু সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সময়ের দাবি।

রাজীব সরকার: প্রাবন্ধিক ও গবেষক



ব্যাচেলেটের সফর ও প্রাসঙ্গিক কথা

ডা. জাহেদ উর রহমান

'জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের উচিত বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে ফিলিস্তিন, মিয়ানমারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের দিকে লক্ষ্য করা, কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া।' 'জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার আমেরিকার মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে কথা বলে না কেন?'

এ ধরনের বক্তব্য আওয়ামী লীগের খুবই উচ্চপর্যায়ের নেতাদের মুখ থেকে সম্প্রতি শুনেছি আমরা। বলা বাহুল্য, এর প্রেক্ষাপট হচ্ছে জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক হাইকমিশনার মিশেল ব্যাচেলেটের বাংলাদেশ সফর। অবিশ্বাস্যভাবে তারা এমন মন্তব্য করতে শুরু করেন, এমনকি তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়ার আগেই। প্রশ্ন হচ্ছে, সরকারি দলের লোকজন যেভাবে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন, সেটা পাওয়ার মতো এতটা গুরুত্বহীন মানুষ কি তিনি? যদি তা না হয়ে থাকেন, তাহলে সরকারি দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা কেন এমন আচরণ করেছিলেন?

ব্যাচেলেটের সফরের প্রেক্ষাপটে দেশের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে আলাপ আরও কয়েকদিন চলার কথা ছিল। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে বোমা ফাটিয়েছেন (বিস্ফোরণের তীব্রতা বিবেচনায় যেটাকে পারমাণবিক বোমাই বলা যায়), সেটার তীব্রতায় মানবাধিকার নিয়ে আলাপ চাপা পড়ে গেছে অনেকটাই। কিন্তু আমরা মনে করি, সবকিছুর পরও এই আলাপটা আমাদের সমাজে আরও চলা উচিত।

দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশে সফর করতে চাইছিলেন জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনের কর্মকর্তারা, বিশেষ করে গুমসংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ; বাংলাদেশ সরকার সেটার অনুমতি দেয়নি।

কিন্তু এবার রীতিমতো হাইকমিশনারকে দাওয়াত করে বাংলাদেশে এনেছিল সরকার। নানা সূত্রের বরাত দিয়ে পত্রিকার খবরে আমরা যা জানতে পারি, তাতে বোঝা গেল সরকার আসলে তাকে এনেছিল রোহিঙ্গা সংকটের ব্যাপারে কোনো শক্ত বিবৃতি দেওয়ায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সেই ব্যাপারে তিনি খুব শক্ত বিবৃতি তো দেনইনি, বরং বাংলাদেশে থাকা রোহিঙ্গারা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন, সেসব নিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন তিনি।

আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে মিশেল ব্যাচেলেটের দিক থেকে সরকারের দেওয়া বক্তব্য এবং ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট না হয়ে সেটা খারিজ করে দেওয়া বক্তব্য সরকারকে ক্ষুব্ধ করে। তিনি খুব কঠোর ভাষায় সরকারকে নিন্দা না জানালেও কূটনৈতিক ভাষায়ই বেশ শক্তভাবে বাংলাদেশের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে সরকারের উদ্দেশে সতর্কবাণী দিয়েছেন। এর মধ্যে এবার তিনি এমন একটি কথা বলেছেন, যেটা জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন থেকে আগে কখনো এতটা স্পষ্টভাবে বলা হয়নি।

আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, গত কয়েক বছরের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ বিশ্ববিখ্যাত নয়-দশটি মানবাধিকার সংগঠন জাতিসংঘের কাছে আহ্বান জানায় তারা যেন বাংলাদেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে জড়িত বাহিনীগুলো থেকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে সদস্য না নেয়। এবারকার সফরে মিশেল ব্যাচেলেট কূটনৈতিক ভাষায় হলেও এ ব্যাপারে একটি সতর্ক বার্তা দিয়েছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে বাংলাদেশ যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় সেনা পাঠায়, সেকথা উল্লেখ করে বলেছেন, নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যদের মানবাধিকারের রেকর্ড যেন সতর্কতার সঙ্গে যাচাই করে দেখা হয়, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মিশেল ব্যাচেলেট সরকারকে যে পরামর্শ দিয়েছেন সেটি নিয়ে আলাপ করা গুরুত্বপূর্ণ। মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্নে যেহেতু তিনি সরকারের জবাবে সন্তুষ্ট হননি, তাই তিনি সরকারকে একটি স্বাধীন এবং বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বলেছেন যাতে এ ধরনের ঘটনার শিকার ব্যক্তি, পরিবার এবং সিভিল সোসাইটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং গুমের ঘটনাগুলো তদন্ত করা যায়। কীভাবে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে এরকম একটি সংস্থা গড়ে তোলা যায়, সেজন্য তার দপ্তর বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে প্রস্তুত বলেও জানান তিনি। তার এ সাহায্য করতে চাওয়া সরকারের কাছে একেবারেই অর্থহীন। কেন সেটা, সেই প্রসঙ্গে আসছি পরে।

> **মিশেল ব্যাচেলেটের এ সফর দেশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সূত্রে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, ব্যাচেলেট তার মেয়াদ শেষ করার আগে আগামী মাসে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের সভায় যে বক্তৃতা দেবেন, তাতে বাংলাদেশের কথা থাকবে এবং সে বক্তব্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সরকার যেভাবে তার সঙ্গে আলাপ করেছে এবং নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে, সেটাকে কোনোভাবেই মনে হয়নি সঠিক পথ।**

মিশেল ব্যাচেলেটের এ সফর দেশের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সূত্রে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদে জানা যায়, ব্যাচেলেট তার মেয়াদ শেষ করার আগে আগামী মাসে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের সভায় যে বক্তৃতা দেবেন, তাতে বাংলাদেশের কথা থাকবে এবং সে বক্তব্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সরকার যেভাবে তার সঙ্গে আলাপ করেছে এবং নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছে, সেটাকে কোনোভাবেই মনে হয়নি সঠিক পথ।

গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডসহ প্রতিটি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা সরকারের দিক থেকে বলার চেষ্টা করা হয়েছিল-দেশে এ ধরনের কোনো সমস্যা নেই। বিরোধী দল এবং কিছু এনজিও এসব মিথ্যা প্রচারণার জন্য দায়ী। সরকারি দলের কেউ কেউ আবার এর পেছনে আমেরিকায় বিএনপির লবিস্ট নিয়োগকে দায়ী করে বক্তব্য দেন। কিন্তু এ দেশে বাস করে আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা কত আকসার ঘটে।

দেশে বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন থাকার সময়ে ৬০০-এর বেশি মানুষের গুম হওয়ার অভিযোগ আছে। যেহেতু গুম হওয়া মানুষদের কেউ কেউ দীর্ঘসময় পরেও ফিরে এসেছেন, তাই গুম হওয়া মানুষের স্বজনরা আশায় দিন কাটান কোনোদিন তাদের স্বজন ফিরে আসবে। তাই তারা সংগঠিত হয়েছেন 'মায়ের ডাক' নামের একটি সংগঠনের অধীনে। নিয়মিতভাবে তারা ইনডোর-আউটডোর সভা করেন। গুম হওয়া মানুষের স্বজনরা এরকম কর্মসূচি পালন করে যখন তাদের স্বজনদের ফেরত চান, তখন মিডিয়া যদি সরকারের দায়িত্বশীলদের কাছে যায়, তখন স্পষ্টভাবে তারা বলেন, বাংলাদেশে সাদা পোশাকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কাউকে তুলে নিয়ে যায় না। কেউ যদি নিখোঁজ থাকে, তবে সেটা তারা পালিয়ে যায় নানা রকম ব্যক্তিগত কারণে। যেমন পাওনাদারের হাত থেকে বাঁচতে, প্রেম বা একাধিক বিয়েজনিত কারণে ইত্যাদি। অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্য যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাইকমিশনারকে ঠিক এ কারণগুলোই বলেছেন সঙ্গে যুক্ত করেছেন আরেকটি কারণ-মামলার গ্রেফতারি পরোয়ানা থেকে বাঁচতে। অথচ জাতিসংঘের গুমবিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের পক্ষ থেকে সরকারকে তালিকা দেওয়া হয়েছিল কিছু সুনির্দিষ্ট মানুষের খোঁজখবর চেয়ে। সেই তালিকা পাওয়ার পর সেটা নিয়ে আন্তরিকভাবে তদন্ত করা দূরেই থাকুক, সেই মানুষদের স্বজনদের নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে সরকার তার ইচ্ছামতো বক্তব্য দিতে বাধ্য করার অভিযোগ করেছিলেন স্বজনরা। গুম বন্ধ করা নিয়ে সরকারের আন্তরিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে এ তথ্যটি।

গুম থেকে সুরক্ষাদানের আন্তর্জাতিক কনভেনশনে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করেনি। আমরা প্রশ্ন করতেই পারি, নিখোঁজ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সরকার যে ব্যাখ্যা দিচ্ছে সেটাই যদি সত্যি হয়, এর সঙ্গে যদি রাষ্ট্রীয় বাহিনী জড়িত নাই থাকে, তাহলে কেন এ কনভেনশনে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করেনি?

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন আরেকটি ক্ষেত্রে সরকারের ওপর দীর্ঘদিন থেকে চাপ প্রয়োগ করে আসছিল। সেটি হচ্ছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সংস্কার করা। তারা বলেছেন, আইনটির বেশকিছু ধারা পুরো বাতিল, নিদেনপক্ষে সংস্কার করতে।

শুধু এই একটি ক্ষেত্রে সরকার কিছুটা সাড়া দিয়েছে এবং সেটা কয়েক মাস আগেই। গত এপ্রিলে আইনমন্ত্রী স্বীকার করেছিলেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগ হচ্ছে এবং এটি সংস্কারের জন্য তারা জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সঙ্গে কাজ করছেন। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও সরকার গড়িমসি করছে। তাই এ সফরেও মিশেল ব্যাচেলেট বাংলাদেশের ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট নিয়েও তার উদ্বেগের কথা বলেছেন এবং তিনি জানান এই আইনের কিছু বিষয় সংশোধন এবং পরিমার্জনের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ পেশ করেছেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার দেশত্যাগের পর অনেকেই সরকারকে মানবাধিকার সুরক্ষা করার ব্যাপারে রাজি করানোর চেষ্টা করছেন। বলার চেষ্টা করছেন, এসব পদক্ষেপ নিলে সরকারের ভাবমূর্তি বিদেশে ভালো হবে। এমনকি কেউ কেউ বলতে চাইছেন, যেহেতু বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি বাজারটি পশ্চিমা বিশ্বে, তাই মানবাধিকারের প্রশ্নে পশ্চিমাদের সঙ্গে সংঘাতে নামা দেশের অর্থনীতির জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

শুরুতেই বলেছিলাম, সরকার মিশেল ব্যাচেলেটের সফরের সময়ই যে ধরনের মন্তব্য ছুড়ে দিয়েছে তার প্রতি, সেটা আপাতদৃষ্টিতে খুব অবিশ্বাস্য। নিজেরা জাতিসংঘের এত উঁচু পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে যখন ডেকে এনেছেন, তখন এমন আচরণ খুবই অনভিপ্রেত। তবে এ আচরণ প্রমাণ করে এই প্রশ্নগুলোতে সরকারের কাছে সঠিক জবাব নেই। সঠিক জবাব থাকলে জাতিসংঘ আর কোথায় কী করেছে কিংবা কী করছে না, সেই নসিহত করার প্রয়োজন ছিল না। এটা আরও প্রমাণ করে, এসব ক্ষেত্রে সরকারের সত্যিকারভাবে কিছু করার ইচ্ছা নেই।

লেখক: শিক্ষক, অ্যাক্টিভিস্ট

চা-শ্রমিকরা ভালো থাকলে চা-শিল্প ভালো থাকবে

পরিমল সিং বাড়াইক

আমার লেখাটি যখন প্রকাশিত হবে, তখন চা-শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির চলমান আন্দোলন হয়তো বা থেমে যাবে, নতুবা বেগবান হবে; হয়তো বা দেখা যাবে সরকারের মধ্যস্থতায় চা-বাগান মালিক ও আন্দোলনকারী শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা হয়ে মজুরি নির্ধারণ হয়ে যাবে। চা-শ্রমিকরা রাজপথ ছেড়ে ফিরে যাবেন চা কারখানায় ও চা সেকশনে। কিন্তু তাদের দীর্ঘদিনের যে অভাব-অভিযোগগুলো রয়েছে, তার কতটা সুরাহা হবে বা আদৌ হবে কি না, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। আজকের এ লেখায় চলমান মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন ও প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ের অবতারণা করছি।

চা-শ্রমিকদের বাসস্থান সমস্যা দীর্ঘদিনের। বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন আকার-প্রকারের বাসস্থান নির্মাণ করে দেয়। এই বাসস্থানে একজন শ্রমিক তার পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনি, গরু-ছাগল নিয়ে বসবাস করে। অনেক শ্রমিকের ভাগ্যে ঘর জোটে না, থাকতে হয় অন্যের চালায়। এ নিয়ে প্রায়ই শ্রমিক ও ম্যানেজারের সঙ্গে দেনদরবার চলে আসছে। চা-শ্রমিকদের চিকিৎসাব্যবস্থা খুবই নাজুক। ফিনলে ও ডানকান চা কোম্পানির দুটি হাসপাতাল থাকলেও অন্যান্য চা কোম্পানির কোনো হাসপাতাল নেই।

অনেক বাগানে ডিসপেনসারি থাকলেও ওইসব ডিসপেনসারিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ওষুধপত্র ও চিকিৎসাসামগ্রী থাকে না; যদিও থাকে তা নিম্নমানের। শ্রমিক পোষ্যদের চিকিৎসা দেওয়া হয় না। শ্রম আইনে ডাক্তার, কম্পাউন্ডার, ড্রেসার, মিডওয়াইফ থাকার কথা থাকলেও 'কাজির গরু কাগজে আছে গোয়ালে নেই।' পাকিস্তান আমলে ন্যায্যমূল্যে চাল, আটা, চিনি, লবণ ও ভোগ্যপণ্য রেশনে দেওয়া হলেও বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একজন শ্রমিককে সপ্তাহে সাড়ে তিন সের বর্তমান হিসাবে তিন কেজি ২৭০ গ্রাম আটা/চাল দেওয়া হয়। আজও রেশনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়নি।

চা-শ্রমিকরা কৃষিজমিতে ফসলাদি ফলিয়ে নিজেদের পরিবারে খাদ্যের জোগান দিত। ওইসব জমি নানা কৌশলে মালিকরা কেড়ে নিয়ে তাতে ফিশারিজ, টিম্বার, রাবারসহ বিভিন্ন অর্থকরী ফসল ফলিয়ে নিজেরা লাভবান হচ্ছেন। অপরদিকে চা-শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যরা খাদ্যের ঝুঁকি নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন।

বর্তমানে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেও কিছুসংখ্যক বাগান ছাড়া অন্য বাগানগুলোয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। বাগান মালিক পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় আসন সংখ্যা ও শিক্ষক সংখ্যা



অত্যন্ত সীমিত। ওই বিদ্যালয়গুলোয় শিশুদের দুপুরের টিফিনের ব্যবস্থা নেই ও পোশাক নেই।

চা-শ্রমিক কল্যাণ ফান্ড ও চা-শ্রমিক শিক্ষা ট্রাস্ট নামে দুটি প্রতিষ্ঠান থাকলেও এদের কার্যক্রম আজকাল নজরে পড়ে না। অনেক চা-বাগানে স্যানিটেশন ও পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। যেসব বাগানে আছে, তাও পর্যাপ্ত নয়। এতে শ্রমিকরা স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত। চা-বাগানে শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ থাকায় কর্মক্ষম বেকারের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে। একজন কর্মক্ষম যুবক/যুবতির কাজে নিয়োগ পেতে হলে তাকে তার পিতা/মাতার অবসর/মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়।

চা-শ্রমিকের শিক্ষিত সন্তানরা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী অনিয়মিতভাবে দিনমজুরের কাজ করে পরিবারের বাড়তি আয়ের জোগান দিলেও ভবিষ্যৎ সঞ্চয় করতে পারে না। শিক্ষিত শ্রমিক সন্তানরা তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি না পাওয়ায় পিতামাতার বোঝা হয়ে পড়েছে। বেকারত্ব আজ চা-শ্রমিকদের জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। মালিক ও সরকারের সঙ্গে চা-শ্রমিকদের অধিকার প্রশ্নে দেনদরবারের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের ৩ জুন শ্রীহট্ট জেলা চা-শ্রমিক ইউনিয়ন নামে একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৭০ সালের ৩০ এপ্রিল চা-শ্রমিকরা শ্রীমঙ্গলে স্মরণাতীতকালের বিশাল সমাবেশ করে হিংগাজিয়া চা-বাগানের কৃতীসন্তান মো. ইসরাইল আলী বিএ এবং ফুলছড়া চা-বাগানের কৃতীসন্তান শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদ বুনারজি বিএ এলএলবিকে (ঢাবি) যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে ৪০ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ গঠন করে ইউনিয়ন পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৪৮ থেকে ২০০৬ সালের মে পর্যন্ত ইউনিয়নটি নিজস্ব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী শ্রম আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছিল। এ অবস্থায় তৎকালীন চারদলীয় জোট সরকারের স্থানীয় নেতাদের সরাসরি হস্তক্ষেপে বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়নকে দলীয়করণের লক্ষ্যে তাদের মদদপুষ্ট কিছু শ্রমিক দ্বারা লেবার হাউজ দখল করে নেওয়ার কারণে এ স্বাধীন ও ঐতিহ্যবাহী ট্রেড ইউনিয়নের অপমৃত্যু ঘটে।

পরবর্তীকালে মালিকপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত যোগসাজশে বিভিন্ন সময়ে প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের মনোনীত পছন্দের লোকদের ইউনিয়নের কার্যকরী পরিষদে বসানোর কারণে চা-শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের মাঝে বিভক্তি দেখা দেয়। তথাকথিত নেতারা মালিক ও আমলাদের পছন্দের লোক হওয়ায় চা-শ্রমিকদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ দিনকে দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এ কারণে চা-শ্রমিকরা তাদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে।

চা-শ্রমিকরা আজ আর ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের ছত্রছায়ায় নেই বা সাধারণ শ্রমিকদের ওপর নেতাদের কোনো প্রভাব নেই। বর্তমান মজুরি বৃদ্ধির চলমান আন্দোলন এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ। চা-শিল্প ও চা-শ্রমিকদের স্বার্থে সাধারণ শ্রমিকদের পক্ষ থেকে মজুরি বৃদ্ধিসহ সাত দফা সুপারিশ ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর শ্রম মহাপরিচালককে প্রদান করা সত্ত্বেও কোনো উদ্যোগ না নেওয়ায় আজ চা-শিল্পে এ বিপর্যয় নেমে এসেছে, যা মোটেই কাম্য নয়।

লেখক: সভাপতি, মৌলভীবাজার চা জনগোষ্ঠী আদিবাসী ফ্রন্ট

লাগাম টেনে ধরা জরুরি

ড. নিয়াজ আহম্মেদ

টানা তৃতীয় মেয়াদে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সম্প্রতি পদ্মা সেতু চালু এবং আসন্ন ডিসেম্বরে মেট্রো রেল চালুর মাধ্যমে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। মেগাপ্রকল্প কর্ণফুলী টানেল, যা আগামী বছর উদ্বোধনের অপেক্ষায়। অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূলের ঊর্ধ্বগতি সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর দারুণ প্রভাব ফেলছে।

স্বল্পমূল্যে চাল ও অন্যান্য নিত্যপণ্য সরকারের পক্ষ থেকে সরবরাহ সাধারণ মানুষকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দেবে বলে আশা করি। সরকার তার মতো করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা এর বিপরীত চিত্রও লক্ষ করছি। সাম্প্রতিক সময়ে দলীয় নেতাকর্মী, বিশেষ করে ছাত্রলীগের কর্মকান্ডে সরকারের যাবতীয় অর্জন ম্লান হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়। এখনই তাদের লাগাম টানতে না পারলে আগামী দিনে সরকারের ওপর সাধারণ মানুষের বিরূপ মনোভাব তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল অতীত। কিন্তু আমরা সেই অতীতকে আজ পুরোপুরি হারাতে বসেছি। জাতির পিতার হাতে গড়া সংগঠন আজ নানাভাবে বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে, যা ভাবাই যায় না। বর্তমান ও অতীতের আওয়ামী লীগ সরকারের বড় বড় মন্ত্রী, এমপি ও নেতাকর্মী সরাসরি ছাত্রলীগের নেতা ও কর্মী ছিলেন। কিন্তু আমাদের নতুন প্রজন্ম ছাত্রলীগের তাদের সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা আছে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদি তা-ই থাকত, তাহলে তাদের কাছ থেকে আমরা আরো দায়িত্বশীল আচরণ পেতাম। আমাদের দায়িত্বের ভেতর পড়ে তাদের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতাসংগ্রাম এবং পরবর্তী সময়ে ছাত্রলীগের অবদান সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত করা। তারা যদি তা জানত, তাহলে নিজেদের অন্য জায়গায় স্থান দিত। তাদের কর্মকান্ড বিতর্কের জন্ম দিত না।

ছাত্রলীগের সাম্প্রতিক কর্মকান্ডের দিকে তাকালে আমাদের কষ্ট লাগে। তারা অতীত থেকে কোনোভাবেই শিক্ষা নিচ্ছে না। ইডেন কলেজের ছাত্রলীগ নেত্রীর ফোলালাপ ফাঁস এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে বুয়েটের আবরারের মতো পরিণতির হুমকি প্রদানের অভিযোগ আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আমরা অতীত থেকে কোনো শিক্ষা নিচ্ছি না। ইডেন নেত্রী দায় স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করার পর সম্প্রতি আবারও হুমকি দিয়েছেন। আর দলবদ্ধ হয়ে টোল না দেওয়া এবং টোল আদায়কারীদের মারধর করা আমাদের জানান দেয় আমরা কোনো নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা করছি না। বরগুনায় নিজেদের মধ্যে মারামারি প্রমাণ করে সংগঠনের মধ্যে শৃঙ্খলার দারুণ অভাব। এমন বহু ঘটনা আমরা লক্ষ করে আসছি। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণে আজকের এই অবস্থা। তাদের বিভিন্ন নেতিবাচক কর্মকান্ড সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছে। ছাত্রলীগ যে নিজেদের শোধরাচ্ছে না তার প্রমাণ একই ঘটনা বারবার ঘটা। এখনই যদি তাদের লাগাম টেনে না ধরতে পারি, তাহলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অরাজক পরিস্থিতি আরো বেড়ে যাবে। শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হতে বাধ্য। মোটাদাগে বলা যায়, বর্তমানে ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনের একচ্ছত্র আধিপত্য দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিরাজমান। ফলে একজন শিক্ষার্থী ছাত্রলীগের মনোভাবাপন্ন হোক বা না হোক, সে ছাত্রলীগের পতাকাতলে শামিল হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে এ প্রক্রিয়ায় অন্য সংগঠনের ছেলেমেয়েরা ঢুকে যাচ্ছে। বিষয়টিকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বলয় ও উপদলীয় কোন্দল। বলয় ভারী করার জন্য কোনো ধরনের বাছবিচার না করে গ্রুপে নিচ্ছে নবাগতদের। ফলে যেকোনো মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষার্থী নিজের সুযোগ-সুবিধা আদায় এবং অন্যায় আচরণের লাইসেন্স পাওয়ার জন্য সংগঠনে যুক্ত হচ্ছে। এতে ক্ষতি হচ্ছে সংগঠনের, যার বড় প্রভাব পড়ছে সরকারের ওপর। অনেককে বলতে শোনা যায়, সরকারের যাবতীয় অর্জন এদের কারণে নষ্ট হচ্ছে। কথাটি কোনোভাবেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কেননা দেশে এত এত উন্নয়ন হচ্ছে, কিন্তু কিছু মানুষের কারণে আমাদের অস্বস্তিতে থাকতে হচ্ছে।

বড়দের রাজনীতি পরিশীলিত না হলে ছোটদের রাজনীতি ভালো হওয়া দুষ্কর। কাজেই আমরা যারা বড় তাদেরকে আগে নিজেদের পরিবর্তন করতে হবে। রাজনীতিচর্চা ও অনুশীলনের জায়গাটি আজ হারিয়ে গেছে। একজন রাজনীতিবিদ কিংবা নেতাকর্মীর দায়িত্ব অনেকে জেনেও না জানার ভান করি কিংবা অনেকে জানিই না। না জানার কারণে আমার দায়িত্ব হয়ে যাচ্ছে অযাচিত হস্তক্ষেপ থেকে শুরু করে অনেক অন্যায় আচরণে নিজেকে যুক্ত করা। প্রভাব বিস্তার করা এবং দলের পদ-পদবিকে ব্যবহার করে অর্থবিত্তের মালিক হওয়া। ঠিক একজন ছাত্রনেতা যাঁর দায়িত্ব একজন শিক্ষার্থীর ভালোমন্দ দেখা, উল্টো সে শিক্ষার্থীদের কষ্ট ও হয়রানির কারণ হয়ে দেখা দিচ্ছে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে ছাত্রলীগের অবদান কী ছিল তা বর্তমান ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের জানা দরকার। শুধু তা-ই নয়, বর্তমানে দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডে এ দেশের খেটে খাওয়া মানুষের অবদান তাদের জানা দরকার। বড়দের উচিত তাদের জানানো। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব প্রতিটি ঘটনা কঠোর হস্তে দমন করা। আমরা চেষ্টা করলে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারি। ছাত্রলীগের অতীতের মতো অবদান বর্তমান সংগঠনের কাছে না পেলেও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার মতো নেতৃত্ব যেন ছাত্রলীগ তৈরি করতে পারে, এমনটি আমরা আশা করতে পারি।

লেখক: অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল গুয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

বিএনপি কি আবারো পরাজিত হবে?



গোলাম মাওলা রনি

বিএনপির রাজনীতিতে আমি নবাগত হলেও একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে দলটিকে দেখছি সেই ১৯৮৬ সাল থেকে। আমার বিএনপি দর্শন অন্যসব সাধারণ মানুষের মতো নয়। প্রথমে সাংবাদিক হিসেবে দেখেছি। তারপর বিএনপির রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে এবং সর্বশেষ দলটির একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে। আমি যখন বিএনপি‡ত যোগ দিই তখন দলটি ইতিহাসের এক গুরুতর সন্ধিক্ষণ পার করছিল। অন্য দিকে, আমার সাবেক দল তখন ক্ষমতার বলবীর্য এবং অন্যসব রসায়নে রীতিমতো অপরাজেয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বিএনপিতে যোগ দিই এবং আমার ত্রিমাত্রিক অভিজ্ঞতার আলোকে দলের জন্য কাজ শুরু করি।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রথম থেকেই দুটো ধারা ছিল। একটি ধারার রাজনৈতিক কর্মীরা মাঠে ময়দানে দিন-রাত পরিশ্রম করতেন। অন্য ধারায় ছিলেন লেখক-বুদ্ধিজীবী, বক্তা, চিন্তক, ধর্মবেত্তা এবং কূটনীতিতে পারঙ্গম ব্যক্তিরা। এরশাদের পতনের আগ পর্যন্ত রাজনৈতিক অঙ্গনে দ্বিতীয় ধারাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত এবং নেতৃত্বের নিউক্লিয়াসরূপে প্রথম ধারাকে পরিচালনা করত। কিন্তু ১৯৯১ সালের পর থেকে রাজনীতিতে আমলা-ব্যবসায়ী এবং বিদেশী বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর মনোনীত এজেন্টরা ক্রমশ শক্তিশালী হতে হতে ২০২২ সালে এসে এতটা মহীরুহ আকার ধারণ করেছে যে, প্রতিটি রাজনৈতিক দলে রাজনৈতিক কর্মীর দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে এবং রাজনৈতিক কর্মীদের নেতৃত্বদানকারী বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিতে মহামারি লেগে গেছে। ফলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে সে শূন্যতা বিরাজ করছে তার অব্যবহিত পরিণতি হলো শূন্যতা পূরণের প্রাকৃতিক সূত্র।

বায়ুমন্ডল, ভূ-মন্ডল, নভোমন্ডল কিংবা গভীর সমুদ্রের অতলান্তে যদি শূন্যতা সৃষ্টি হয় তাহলে ঝড়, ভূমিকম্প, উল্কাপাত কিংবা সুনামি যেমন অনিবার্য হয়ে পড়ে তদ্রুপ আমাদের দেশের রাজনীতির ময়দানের শূন্যতা পূরণের জন্য প্রকৃতি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা বর্তমান সময়ে বসে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বুদ্ধিজীবীর দল কল্পনাও করতে পারছেন না। ফলে 'ঝড়ে বক মরে হুজুরের কেরামতি বাড়ে'র মতো প্রবাদ প্রবচনের ঢঙে আমাদের দেশীয় রাজনীতিতে অনেক কিছু ঘটছে, যার কার্যকারণ নির্ণয়ে ব্যর্থতার কারণে আমরা এমন অনেক কিছুকেই ভয় পাচ্ছি যা মূলত ভয়ানক নয়। আবার অনেক কিছু নিয়ে হরদম ঠাট্টা মশকারা করছি যা কো‡না অবস্থাতেই তুচ্ছতাচ্ছিল্যের বস্তু নয়।

বাংলাদেশের চলমান রাজনীতির নির্মম বাস্তবতা হচ্ছে- সরকারি দল আওয়ামী লীগকে সবাই ভয় পায়। এ ক্ষেত্রে সরকারবিরোধী লোকজন আওয়ামী লীগকে যতটা না ভয় পায় তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি ভয় পায় আওয়ামী লীগের লোকজন। সরকারি দলের মধ্যে নানান বিভক্তি দল ও উপদল সৃষ্টি এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের ক্ষেত্রে যারা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন তারা নিজ দলের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে এমন অপতৎপরতা চালান যার কারণে আওয়ামী লীগের বিরাট অংশ যেভাবে হাহাকার করে যাচ্ছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।

অন্য দিকে, আওয়ামী লীগে একটি সুপার নিউমারারি গ্রুপ তৈরি হয়ে গেছে যারা কোনো ক্রমেই রাজনীতির মাঠের লোক নন। তারা মনে করেন, আওয়ামী লীগের বর্তমান উত্থান এবং ক্ষমতালাভ তাদের সক্রিয় কর্মকান্ড, চিন্তাচেতনা ও দয়া-দাক্ষিণ্যের জন্যই হয়েছে। সুতরাং তারা দলটির রাজনৈতিক ভান্ডার শূন্য করে সেখানে অরাজনৈতিক চিন্তাচেতনা সারবস্তু প্রবিষ্ট করার যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যার ফলে দেশের প্রাচীনতম দলটিকে রাজনীতির ময়দানে নেতৃত্ব দেবার মতো জনবল এখন সঙ্কটাপন্ন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এই দলটি আজকে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে প্রায় একই পর্যায়ে বিএনপি পৌঁছে গিয়েছিল সেই ২০০৬ সালে, যার বৃত্ত ও বলয় থেকে বের হয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য অবিরত চেষ্টার পরও কাংখিত সাফল্যের দেখা মিলছে না।

তো দূরের কথা প্রাসাদের সদর দরজাটিও অতিক্রম করতে পারলেন না।

আলোচনার এই পর্যায়ে আমরা আজকের শিরোনাম নিয়ে বিস্তারিত লিখব। কিন্তু তার আগে পরিষ্কার করে নেয়া ভালো যে, মানুষ কেন সব আলোচনায় কেবল বারবার বিএনপিকে নিয়েই কথা বলছে। কেন তাদের মাথায় একটিবারের জন্য আওয়ামী লীগের কথা আসছে না যেখানে পুরো জাতির মাথার ওপর দলটি চে‡প বসে আছে। এই প্রশ্নের উত্তরে খুব সহজ করে বলা যায় যে, যেহেতু আওয়ামী লীগ মানুষের হৃদয়-কণ্ঠনালী-জিহ্বা এবং মস্তিষ্ক ভেদ করে উর্ধ্বগামী হতে গিয়ে মানুষের মাথার বোঝায় পরিণত হয়েছে সেহেতু সেই বোঝা নামিয়ে ফেলা অথবা বোঝার ভার থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশা ছাড়া এই রাজনৈতিক দল নিয়ে মানুষের অন্য কোনো চিন্তা মাথায় আসে না।

অন্য দিকে মুক্তিকামী মানুষের হৃদয়ের সব আবেগ উচ্ছ্বাস, নির্যাতন, মানুষের আহাজারি, প্রতিবাদ অথবা কণ্ঠস্বর কিংবা আকুতি বিএনপির কণ্ঠে ধ্বনিত হোক এমন আশা নিয়ে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন ঘুমাতে যায় অথবা ঘুম থেকে জাগ্রত হয়। আওয়ামী লীগকে নিয়ে মানুষের হতাশা আছে। আছে রাগ ক্ষোভ ঘৃণা ও আতঙ্ক। অন্য দিকে বিএনপিকে নিয়ে মানুষের রয়েছে বহু আবেগ-আশা-আকাঙ্ক্ষা ও একরাশ স্বপ্ন। ফলে ক্ষমতাধররা বিএনপিকে যতই আঘাত করে ততই দলটির উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং দলের নেতাকর্মীরা বহুমুখী তাপ-চাপ মোকাবেলা করতে করতে রাজনীতির ময়দানে লড়াই করার সংগ্রামে কতটা পারঙ্গম হয়ে উঠেছে তার একটি মহড়া আমরা সম্প্রতি দেখতে পেয়েছি বরগুনাতে। মহরম আলী নামে এক পুলিশ কর্তার নেতৃত্বে অল্প কয়জন পুলিশ লাঠি হাতে যেভাবে শত শত ছাত্রলীগ কর্মীকে বেধড়ক পিটিয়েছে এবং পুলিশের মৃদু লাঠিচার্জে তারা যেভাবে প্রাণপণ দৌড়ে পালিয়েছে তার সঙ্গে যদি বিএনপিবিরোধী পুলিশি নির্যাতন, মামলা, হামলা, গুম, হত্যার তুলনা করা হয় এবং সামান্য কিছু নমুনা যদি জেলায় জেলায় প্রদর্শন করা হয় তাহলে কিসব দৃশ্য সৃষ্টি হবে তা চিন্তা করলে অনেকেরই আবেগে কান্না চলে আসবে।

উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ নিয়ে মানুষের হতাশা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিএনপি নিয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিমাণ বেড়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হলো, দল হিসেবে বিএনপি কি সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করার ক্ষমতা রাখে! অথবা তারা কি তাদের অতীত ভুল এবং অতীত পরাজয়ের কারণগুলো সুনির্দিষ্টভাবে মূল্যায়ন করে অনাগত দিনের সম্ভাব্য বিপত্তি এড়িয়ে অথবা তাদের রাজনৈতিক শত্রুরা যে পরাজয়ের ফাঁদ তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছে সেই ফাঁদে পা না দিয়ে বিজয়ের মাকামে পৌঁছাতে পারবে? এ ব্যাপারে আমি সরাসরি মন্তব্য না করে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় বিএনপির জয়-পরাজয়ের কিছু খতিয়ান তুলে ধরলেই সম্মানিত পাঠক খুব সহজে বুঝতে পারবেন যে, বিএনপি কি আবারো পরাজিত হতে চলেছে, নাকি মহাবিজয় তাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

বিএনপি নামক দলটির প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রিয়তার পেছনে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কঠোর পরিশ্রম, সততা, বুদ্ধিমত্তা এবং যোগ্য স্থানে উপযুক্ত লোকদের নিয়োগদান গুরুত্বপূর্ণ কারণ। দ্বিতীয়ত, বেগম খালেদা জিয়ার দৃঢ়তা। কথা দিয়ে কথা রাখার সুনাম, মোনাফেকি, ভন্ডামি ও আর্থিক কেলেঙ্কারিমুক্ত থাকার ইমেজ তৈরি এবং ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নিন্ধনীয় পন্থা অবলম্বন না করার চেষ্টার কারণেও দলটি সারা বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। অন্য দিকে দলটির বিভিন্ন সময়ে ক্ষমতা লাভ আমার কাছে অলৌকিক বলে মনে হয়। আবার যেভাবে তারা ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে তাও আমার কাছে নিয়তির নির্মম খেলা বলেই মনে হয়।

জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা লাভ ছিল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নেয়ামত। অন্য দিকে ১৯৯১ সালে এবং ২০০১ সালে বিএনপির ক্ষমতা লাভের পেছনে দুনিয়ার রাজনীতির কোনো হিসাব নিকাশ মেলাতে পারবেন না। পেছনের দরজার চক্রান্ত ভোট চুরি, ভোট ডাকাতি বা ভারতের বিতর্কিত হস্তক্ষেপে বিএনপি ক্ষমতায় এসেছে এমন দুর্নাম ইবলিশও দিতে পারবে না। অন্য দিকে, প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যু, প্রেসিডেন্ট সাত্তারকে জিম্মি করে এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ, ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে পরাজয় এবং ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি কুখ্যাত ১/১১-এর ঘটনা আমার কাছে মহাভারতের নিয়তিনির্ভর যুদ্ধ বিগ্রহ এবং গ্রিক সাহিত্যের ট্র্যাজেডির মতোই মনে হয়। অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট ভুল মারাত্মক অপরাধগুলো জনগণের হক নষ্ট কিংবা রাজনীতির ব্যাকরণ উল্টে দেয়ার মতো কুকর্মের জন্য বিএনপি কোনোকালে ক্ষমতাচ্যুত হয়নি।

আমার মতে, ২০০৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত সময়কালে বিএনপি একধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে এবং ১/১১-এর পর থেকে আজ পর্যন্ত যে ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ তারা পেয়েছে সেখানে অতীতের মতো নিয়তি দ্বারা দলটি লাভ বা ক্ষতির সম্মুখীন হয়নি। বরং নিজের কর্ম ভুল ভ্রান্তি-সিদ্ধান্তহীনতা ইত্যাদি কারণে একের পর এক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। তাদের প্রথম ভুল ছিল ২০০৮ সালের ২৯ ডিসম্বরের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা এবং না করা নিয়ে দলের মধ্যে বিভক্তি। পরে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তারা যে একটি তুলনামূলক ভালো গণতান্ত্রিক পরিবেশ পেয়েছিল সেটিকে কাজে না লাগিয়ে জোটভুক্ত শরিকদের Øারা প্রভাবিত হয়ে অনেক কাজ করেছে, যার একটিও সুবিবেচনাপ্রসূত ছিল বলে আমার মনে হয় না। এরপর ২০১৪ সালের দশম সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা যেমন ভুল ছিল তেমনি তার চেয়েও বড় ভুল ছিল ২০১৮ সালের একাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত।

২০১৪ সালে বিএনপি একধরনের আবেগ এবং আশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলেই আমি মনে করি। আর অন্য দিকে ২০১৮ সালে তারা একধরনের স্বপ্ন, একধরনের নস্টালজিয়ায় তাড়িত হয়েছিল। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি মরুভূমির মধ্যে যেমন মরীচিকা দেখতে পায়, সমুদ্রে পথ হারানো নাবিক যেমন মৎস্য কুমারীর সাক্ষাৎ পায় তদ্রূপ ২০১৮ সালের ঐক্যফ্রন্ট-যুক্তফ্রন্টের সাক্ষাৎগুলোও তেমনি ছিল বলেই মনে হয়। ফলে সেই ২০০৭ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রতিটি রাজনৈতিক বাঁকে বিএনপি যে ভুল করেছে তা চলমান সময়ে যদি ইতিহাসের চরম বাস্তবতা দ্বারা পর্যালোচিত হয় তবে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বিএনপির যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। হয়েছে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা। রাজনৈতিক যুদ্ধের সুদীর্ঘ লড়াই সংগ্রামে দলের নেতাকর্মীদের যে সক্ষমতা দৃঢ়তা এবং দলের প্রতি আনুগত্য বারবার প্রমাণিত হয়েছে তা যদি চলমান কূটতালে পর্যুদস্ত হয় অথবা বিএনপি যদি আবারো একই ভুল করে তবে অপমানিত পরাজয় নয়; বরং রাজনীতি থেকে নির্বাসিত হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়বে।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

বায়ুমন্ডল, ভূ-মন্ডল, নভোমন্ডল কিংবা গভীর সমুদ্রের অতলান্তে যদি শূন্যতা সৃষ্টি হয় তাহলে ঝড়, ভূমিকম্প, উল্কাপাত কিংবা সুনামি যেমন অনিবার্য হয়ে পড়ে তদ্রুপ আমাদের দেশের রাজনীতির ময়দানের শূন্যতা পূরণের জন্য প্রকৃতি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা বর্তমান সময়ে বসে পক্ষাঘাতগ্রস্ত বুদ্ধিজীবীর দল কল্পনাও করতে পারছেন না। ফলে 'ঝড়ে বক মরে হুজুরের কেরামতি বাড়ে'র মতো প্রবাদ প্রবচনের ঢঙে আমাদের দেশীয় রাজনীতিতে অনেক কিছু ঘটছে, যার কার্যকারণ নির্ণয়ে ব্যর্থতার কারণে আমরা এমন অনেক কিছুকেই ভয় পাচ্ছি যা মূলত ভয়ানক নয়।

রাজনীতি : এ ছাত্রলীগ লইয়া আ'লীগ কী করিবে?

সাইফুর রহমান তপন

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মনে প্রশ্ন জেগেছিল- 'এ জীবন লইয়া কী করিব?' অবস্থাদৃষ্টে একই ভাবনার উদয় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মনে হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মাস কয়েক আগেও সরকারের যে মন্ত্রীরা ইউরোপ-আমেরিকার বিদ্যমান উচ্চহারের মূল্যস্ফীতির উদাহরণ টেনে বলতেন, বাংলাদেশের জনগণ ওদের তুলনায় সুখে আছে; সেই মন্ত্রীরাই গত কিছুদিন ধরে এমনকি হাতজোড় করে জনগণকে আর দু-এক মাস কষ্ট করার অনুরোধ করছেন। জ্বালানি তেলসহ সব ধরনের নিত্যপণ্যের নজিরবিহীন মূল্যবৃদ্ধির চাপে পিষ্ট জনগণকে সান্ত্বনা দিতে খোদ প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, জ্বালানির দাম দ্রুত কমানোর পথ খোঁজা হচ্ছে। মন্ত্রীদের‡বিনয়ী হওয়ার পেছনে প্রধানমন্ত্রীর এই অবস্থানও কাজ করতে পারে বৈকি। তবে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সে পথ মাড়াতে রাজি নন বলে মনে হচ্ছে।

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দেখা গেছে, ছাত্রলীগের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতিহার হল শাখার সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর সাহা কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে আরেক শিক্ষার্থীকে তাঁর কক্ষে ডেকে তিন ঘণ্টা আটকে রেখে রড, স্টাম্প দিয়ে মারধর করেন। ওই শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ২০ হাজার টাকাও আদায় করেন এবং বলেন, ৫ ঘণ্টার মধ্যে আরও ৬ হাজার টাকা নিয়ে আসতে হবে। না হলে তাঁকে হল থেকে বের করে দেওয়া হবে। ভাস্কর সাহা এমনও বলেন, আক্রান্ত শিক্ষার্থী যদি এসব কথা বাইরে বলেন, তাহলে তাঁর পরিণতি হবে বহুল আলোচিত বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের মতো। আবরারের কথা আমাদের মনে আছে; ২০১৯ সালে ফেসবুক পোস্টে সরকারের সমালোচনা করায় বুয়েট ছাত্রলীগের কিছু নেতা তাঁকে দীর্ঘ সময় ধরে নির্যাতন করে মেরেই ফেলেছিল। শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই নেতা নন; প্রায় একই সময়ে ছাত্রলীগের ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখার নেত্রী তামান্না জেসমিন রিভার ওকীর্তি সম্পর্কেও সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে। সেখানকার রাজিয়া হলের এক কক্ষের দখল নিয়ে সাধারণ ছাত্রীদের রিভা বলেছেন, তাঁর কথা না শুনলে এক পায়ে পাড়া দিয়ে আরেক পা ছিঁড়ে ফেলবেন তিনি। অবশ্য এসব কথার ওঅডিও ফাঁস হওয়ার পর সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে তাঁদের ওপর সাড়ে ৬ ঘণ্টা নির্যাতন চালান আগের দিনের অডিও অন্য এক নেত্রী ফাঁস করেছেন মর্মে স্বীকারোক্তি দেওয়ার জন্য। বোঝা যায়, ওই ক্ষমা প্রার্থনা ছিল রিভার ছল মাত্র।

একজন দুজন নন; সারাদেশে এ রকম অনেক রিভা ও ভাস্কর ছড়িয়ে আছেন। একটু খোঁজ নিলে ছাত্রলীগের প্রায় প্রতিটি ইউনিটেই এদের দেখা মিলবে। ইডেন কলেজেই রিভার অনেক পূর্বসূরির কথা আমরা জানি, যাঁরা হলকক্ষ দখল করে সেখানে রীতিমতো টর্চার সেল বসিয়েছিলেন! কেউ কেউ তো ছাত্রীদের কাছে আসন ভাড়া দিতেন বলে সংবাদমাধ্যমে খবর বেরিয়েছিল।

হলের আসনগুলো বোধ হয় এখন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে নেই। রাবির বিভিন্ন হলে বৈধ শিক্ষার্থীদের নিজের আসনে থাকা কতটা কঠিন; এ নিয়ে মাঝেমধ্যেই সংবাদমাধ্যমে খবর হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে তথাকথিত গেস্টরুম কালচার; বিশেষ করে ছাত্র হলগুলোতে নতুন কোনো ছাত্র উঠলেই তাঁকে হলের গেস্টরুমে ছাত্রলীগ নেতাদের কাছে গিয়ে নানাও আদব-কায়দা শিখতে হয়। এর সামান্য ব্যত্যয় ঘটলে ভোগ করতে হয় নানা ধরনের শাস্তি। ২০১৬ সালে ফরিদপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আসা মেধাবী ছাত্র হাফিজ এ (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

ভুল স্বীকার করেছেন রিভা ওদায়িত্বশীল জায়গায় থেকে অসংযত ভাষা প্রয়োগেরও অপরাধ স্বীকার করে তিনি সংগঠনের কাছেও ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছেন। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটিও তাঁর এ ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুর করে। কিন্তু বুধবারের খবর হলো, মঙ্গলবার রাতে রিভা দুই ছাত্রীকে ডেকে এনে





হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS
Saturday 11:30 PM - 8PM
Sunday 11:30 PM - 8PM
Monday 11:30 PM - 8PM
Tuesday 11:30 PM - 8PM
Wednesday 11:30 PM - 8PM
Thursday 11:30 PM - 8PM
Friday CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



- বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
- অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

এই ভার আর কতদিন বহন করতে হবে?

এম এ হালিম

পাঁচ বছর আগে ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট মিয়ানমারের সামরিক ও আধা-সামরিক বাহিনী কর্তৃক সেদেশের রাখাইনে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন, গুলিবর্ষণ, হত্যা ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের প্রেক্ষাপটে প্রাণ রক্ষার্থে সাত লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

বাংলাদেশ সরকার মানবিক কারণে তাদের আশ্রয় দেয়। সংকটের শুরুতে অনেকটা বিশৃঙ্খলা থাকলেও পরবর্তীকালে রোহিঙ্গাদের কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে অবস্থিত ৩৪টি ক্যাম্পে আশ্রয় দেওয়া হয়, যেখানে তারা দাতা সংস্থা থেকে খাদ্যসহ প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ভোগ করে আসছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে রোহিঙ্গা সংকট এটাই প্রথম নয়। ১৯৭৮ সালে একই ধরনের অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে দুই লাখ রোহিঙ্গা টেকনাফ ও উখিয়ার বিভিন্ন শরণার্থীশিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে। অবশ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংলাপ ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় দুই বছরের মধ্যে তারা নিজ দেশে (তৎকালীন বার্মা) প্রত্যাবর্তন করে।

কিন্তু ১৯৯১-৯২ সালে আবারও দুই লাখ পঁয়ষট্টি হাজার রোহিঙ্গা একই কারণে সীমান্ত অতিক্রম করে টেকনাফ ও উখিয়া এবং বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ২২টি ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেবারও দুই বছরের মধ্যে তাদের অধিকাংশের প্রত্যাবাসন হয়, তবে নানা জটিলতায় স্বল্পসংখ্যক রোহিঙ্গা কুতুপালং ও নয়াপাড়া ক্যাম্পে থেকে যায়। প্রতিবছর নতুন জন্ম মিলে বর্তমানে এ সংখ্যা ৩৬,৮৪৩।

চলমান রোহিঙ্গা সংকট শুরু হয় ফেব্রুয়ারী ২০১৬ থেকে। তখন ও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধাপে স্বল্প পরিসরে রোহিঙ্গা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে থাকে। এভাবে অত্যাচারের মাত্রা ব্যাপক হলে ২৫ আগস্ট ২০১৭ তারা প্রাণ ভয়ে দলে দলে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে থাকে। এদিকে রোহিঙ্গাদের সংখ্যা প্রতিনিয়তই উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে, কারণ প্রতিবছর গড়ে ৩০ হাজার নতুন শিশু জন্ম গ্রহণ করছে। ৩০ জুন পর্যন্ত পুরোনো (১৯৯১-৯২) ও নতুন মিলে রোহিঙ্গার সংখ্যা দাঁড়ায় ৯,২৯,৬০৬, যদিও প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি বলা হয়।

রোববার রোহিঙ্গাবিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্সের (এনটিএফ) সভা শেষে পররাষ্ট্র সচিব বর্তমান রোহিঙ্গার সংখ্যা ১১ লাখ বলে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, ১৯৯১-৯২ সাল থেকে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়া হলেও ২০১৬-২০১৭ সালে প্রবেশ করা রোহিঙ্গাদের 'বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক' বা এফডিএমএন হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।

এদিকে উখিয়া ও টেকনাফের মূল জনসংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি রোহিঙ্গা এক ঘনবসতিপূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে অবস্থান করায় একদিকে যেমন তারা তীব্র স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে, অন্যদিকে স্থানীয় জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থা ও পরিবেশের ওপর পড়ছে ক্ষতিকর প্রভাব। পরিকল্পিত ময়লা-আবর্জনা ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, অপরিকল্পিতভাবে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের ফলে পানির স্তর ক্রমাগতভাবে নেমে যাওয়া, পাহাড় আর বনভূমি ধ্বংসের মাধ্যমে পরিবেশ-প্রতিবেশের যে দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি হয়েছে ও হচ্ছে তা অপূরণীয়।

সরকার উন্নত সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে হাতিয়ার ভাসানচরে এক লাখ রোহিঙ্গার থাকার জন্য উন্নত সুবিধাসহ আবাস (ব্যারাক) নির্মাণ করেছে এবং ইতোমধ্যে বিভিন্ন ধাপে প্রায় ২৬ হাজার রোহিঙ্গাকে সেখানে স্থানান্তর করা হয়েছে। জাতিসংঘ ও অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রথমে ভাসানচরে রোহিঙ্গা স্থানান্তরে সহযোগিতা করতে সাড়া না দিলেও গত বছরের শেষদিকে জাতিসংঘ সেখানে মানবিক সহযোগিতা প্রদানে সম্মত হয়েছে। তথাপি ভৌগোলিক কারণে মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় নির্মাণের দুই বছরে পরিকল্পনার অর্ধেকসংখ্যক রোহিঙ্গাও স্থানান্তর করা সম্ভব হয়নি।

এদিকে কক্সবাজার ও ভাসানচর থেকে প্রায়ই রোহিঙ্গারা বাইরে পালিয়ে যাচ্ছে। অনুমান করা হয়, এভাবে তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, কারণ শারীরিক ও ভাষাগতভাবে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কক্সাবাজারের স্থানীয়, বিশেষত টেকনাফের মানুষের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তবে রোহিঙ্গারা পালিয়ে যাওয়ার পথে অহরহ ধরা পড়ছে এমন খবরও নিয়মিত পাওয়া যায়।

এছাড়া অনেক রোহিঙ্গা বিভিন্ন উপায়ে এনআইডি ও বাংলাদেশের পাসপোর্ট জোগাড় করে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমাচ্ছে বলেও খবর পাওয়া যায়। অনেকে আবার দালালের প্ররোচনায় সমুদ্রপথে ঝুঁকি নিয়ে মালয়েশিয়ায় যাত্রা করছে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে। এছাড়া রোহিঙ্গারা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে, অনেক ক্ষেত্রে হত্যাকান্ডের ঘটনাও ঘটছে।

জানা যায়, ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত পাঁচ বছরে ৯৯টি হত্যাকান্ড ঘটেছে। এর মধ্যে আলোচিত ছিল ২০২১ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর শীর্ষ রোহিঙ্গা নেতা মু-হিবুল্লাহ হত্যাকান্ড। এছাড়া গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন অপরাধে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে থানায় ১ হাজার ৯০৮টি মামলা হয়েছে।

৩৩টি ক্যাম্প ও ভাসানচরে অবস্থানরত শিশু-কিশোরদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় তারা এক অনিশ্চিত পথযাত্রী, যদিও রোহিঙ্গারা নিজেদের উদ্যোগে শিশু-কিশোরদের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার আয়োজন করছে।

২০১৭ সালে বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা আগমনের কিছুদিন পরই বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সরকারের মধ্যে প্রত্যাবাসন বিষয়ে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হলেও তা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ নেই। মিয়ানমার সরকার বাংলাদেশের দাখিল করা তালিকা থেকে এখন পর্যন্ত মাত্র ৩০ হাজার রোহিঙ্গাকে ফিরিয়ে নিতে রাজি হয়েছে, তবে কবে তা বাস্তবায়ন হবে তা নিশ্চিত নয়।

বিভিন্ন সময়ে জাতিসংঘের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান বাংলাদেশ সফরে এসে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে 'বাংলাদেশের পাশে থাকার' আশ্বাসবাণী দিয়ে গেছেন। এদিকে বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রসঙ্গ উপস্থাপন করছে এবং প্রত্যাবাসনের জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরির তাগিদ দিয়ে চলেছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০১৭ ও ২০১৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২ ও ৭৪তম অধিবেশনে রোহিঙ্গা বিষয়ে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাখেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-১৯৮২ সালের বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব আইন বিলোপ করে মিয়ানমার সরকার কর্তৃক রোহিঙ্গাদের নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান ও আস্থার পরিবেশ তৈরি করা, সব রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে তাদের নিজ ঘরবাড়িতে প্রত্যাবর্তন করা, কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালার পূর্ণাঙ্গ ও দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা ইত্যাদি। কিন্তু রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ কোনো পক্ষ থেকেই গ্রহণ করা হয়নি। তাই বাংলাদেশকেই এ সমস্যা সমাধানে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশ মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগে অ্যাডভোকেসি করতে পারে। কারণ বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক চাপ জোরদার ব্যতিরেকে শুধু আলোচনার মাধ্যমে যে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হবে না, তা একরকম নিশ্চিত।

জানা যায়, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর জোট আসিয়ানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের আসন্ন সম্মেলনে মিয়ানমারের সামরিক সরকারের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

এ ধরনের পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে মিয়ানমারকে স্নায়বিক চাপে রাখবে। বাংলাদেশের জন্য চীন ও ভারতের মাধ্যমে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে; কারণ উভয় দেশের সঙ্গেই বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সুসম্পর্ক বিদ্যমান। রাশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক থাকায় সে সুযোগও ব্যবহার করা যেতে পারে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন ভারত সফরেও রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়টি আলোচনা হবে আশা করা যায়।

রোহিঙ্গারা ক্যাম্পে সব ধরনের সুবিধা পেলেও তাদের সঙ্গে আলোচনা করলে বোঝা যায় তারা একেবারেই হাঁপিয়ে উঠেছে। বিশেষত সন্তানদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা দেশে ফেরার জন্য উদ্বিগ্ন। গত রোববার ১৩ নম্বর ক্যাম্পে কথা হয় রৌশন আলমের সঙ্গে। প্রত্যাবাসন বিষয়ে তার মনোভাব জানতে প্রশ্ন করি-ক্যাম্পে তো খাবারসহ সব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, তারপরও দেশে ফিরতে চান কি না?

উত্তরে বললেন, 'যত সুযোগ-সুবিধা থাক না কেন, অন্য দেশে কেন পড়ে থাকব? ওপারে আমাদের প্রত্যেকেরই যথেষ্ট জমিজমা রয়েছে, যা চাষবাস করে সেখানে আমরা সুখেই ছিলাম।' কথায় কথায় বুঝতে পারি সন্তানদের নিয়েও তারা উদ্বিগ্ন; কারণ তারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই বড় হচ্ছে, যা তাদের অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু রৌশন নয়, বিভিন্ন সময়ে এমন অনেকের সঙ্গে আলাপকালে জানা যায়, ক্যাম্পের ১০/১৫ ফুটের ছোট্ট ঘর আর মানবেতর পরিবেশ ছেড়ে নিজ দেশে ফিরতে তারা উন্মুখ। গত ২০ জুন বিশ্ব শরণার্থী দিবসে ক্যাম্প এলাকায় অনুষ্ঠিত রোহিঙ্গাদের বিশাল সমাবেশে তাদের এ অভিব্যক্তিই প্রকাশ পেয়েছে।

এছাড়া অনেক রোহিঙ্গা বিভিন্ন উপায়ে এনআইডি ও বাংলাদেশের পাসপোর্ট জোগাড় করে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমাচ্ছে বলেও খবর পাওয়া যায়। অনেকে আবার দালালের প্ররোচনায় সমুদ্রপথে ঝুঁকি নিয়ে মালয়েশিয়ায় যাত্রা করছে, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হচ্ছে। এছাড়া রোহিঙ্গারা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়ছে, অনেক ক্ষেত্রে হত্যাকান্ডের ঘটনাও ঘটছে।

মিয়ানমার দীর্ঘদিন সামরিক শাসন শেষে ২০১৫ সালে অং সান সু চির দল গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হলেও সামরিক রাহুমুক্ত হতে পারেনি; কারণ দেশটির সংবিধান অনুসারে শতকরা ২৫ ভাগ আসন সেনাবাহিনীর জন্য সংরক্ষিত। ২০২০ সালের নভেম্বরে জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশটিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারীতে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাবাহিনী আবার ক্ষমতা দখল করে।

ইতিহাসের নির্মম পরিহাস, যে সামরিক বাহিনীকে সমর্থন করে সু চি রোহিঙ্গাদের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমতকে অস্বীকার করেন, সেই সেনাবাহিনীই তাকে ক্ষমতাচ্যুত ও অন্তরীন করে। উল্লেখ্য, অং সান সু চি অথবা মিয়ানমারের সামরিক জান্তার অস্বীকার সত্ত্বেও ২১ জুলাই নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিজ (আইসিজে) রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগের মামলা চলমান রাখতে মিয়ানমারের আপত্তির বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে গাম্বিয়ার দায়ের করা রোহিঙ্গাদের নির্বিচারে হত্যার অভিযোগটি গণহত্যা মামলা হিসাবেই বিবেচিত হবে এবং সে মোতাবেক শুনানি চলবে, যা মিয়ানমারকে আন্তর্জাতিকভাবে বিব্রতকর অবস্থানে রাখবে।

৩৩টি ক্যাম্প ও ভাসানচরে অবস্থানকারী রোহিঙ্গাদের মধ্যে সরকারি বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি জাতিসংঘ, রেড ক্রিসেন্ট ও জাতীয়/আন্তর্জাতিক এনজিওসহ ১৩৭টি সংস্থা রোহিঙ্গাদের জন্য বিভিন্ন মানবিক সহায়তা প্রদান করছে। কিন্তু এটিকে একটি প্রলম্বিত সংকট বিবেচনায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা তহবিল ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। ২০২২ সালে রোহিঙ্গাদের মধ্যে মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য জয়েন্ট রেসপন্স প্লানের (জেআরপি) আওতায় ৮৮১ মিলিয়ন ডলার তহবিল সংগ্রহের পরিকল্পনা করা হলেও সর্বশেষ এর ৪৯ শতাংশ অর্থাৎ ৪২৬ মিলিয়ন ডলার পাওয়া গেছে বলে মঙ্গলবার ইউএনএইচসিআরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

আফ্রিকাজুড়ে দীর্ঘস্থায়ী খাদ্য সংকট, আফগান সংকট, সর্বোপরি ইউক্রেন যুদ্ধ তথা বৈশ্বিক পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে রোহিঙ্গা সংকট কোণঠাসা হয়ে পড়াই যে তহবিল ঘাটতির মূল কারণ, তা সহজেই অনুমেয়। ইউএনএইচসিআর তাদের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে রোহিঙ্গাদের আর্থিক সহায়তা এবং সংকট সমাধানের জোর প্রচেষ্টা ও তাদের প্রত্যাবাসনে জন্য কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের নবনিযুক্ত মিয়ানমারবিষয়ক বিশেষ দূত নোয়েলিন হেজার তার প্রথম মিয়ানমার সফর শেষে বাংলাদেশে এসেছেন এবং গত মঙ্গলবার কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন। তার এ সফর শরণার্থী প্রত্যাবাসনে কতটা ভূমিকা রাখবে, তা এখনো বলার সময় আসেনি। কারণ এর আগে জাতিসংঘ মহাসচিব, ইউএনএইচসিআর প্রধান এবং সবশেষ জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থার প্রধানসহ অনেক দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান বাংলাদেশ সফর এবং রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করে গতানুগতিক আশ্বাস দিয়ে গেছেন; কিন্তু এ সংকট সমাধানে কার্যত কোনো অগ্রগতি হয়নি। সম্প্রতি জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক কমিশনার মিশেল ব্যাচেলেট কক্সবাজারে শরণার্থী ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে প্রত্যাবাসনের জন্য রোহিঙ্গাদের 'একটু ধৈর্যধারণের' আহ্বান জানিয়েছেন। তাই পাঁচ পেরিয়ে ছয় বছরে পৌঁছলেও এ সংকটের শেষ কোথায়-এ প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

লেখক: বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির পরিচালক; কক্সবাজারে পপুলেশন মুভমেন্ট অপারেশনসের (শরণার্থী কার্যক্রম) হেড অব অপারেশনস

বন্ধুত্বই গড়বে সম্প্রীতির বাংলাদেশ

রাহাত হুসাইন

মানবসমাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নাম হচ্ছে বন্ধুত্ব। রক্তের সম্পর্কের বাইরে গিয়ে, আস্থা-বিশ্বাস ও স্নেহাস্পদ হচ্ছে এ সম্পর্কের ভিত্তিমূল। আত্মার সাথে আত্মার শক্তিশালী বন্ধনের মধ্য দিয়েই এ সম্পর্কের ভিত্তি আরো মজবুত হয়। ধনদৌলত, টাকা-পয়সা দিয়ে বন্ধুত্বের মূল্যায়ন হয় না। বন্ধুত্বে টাকা-পয়সা নগণ্য বিষয়। বিভিন্ন শ্রেণিপেশা, ধর্ম-বর্ণের মানুষ আমাদের সমাজে বাস করে। তাদের সাথেই আমাদের চলাফেরা, ওঠাবসা আর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সমবয়সী, প্রতিবেশী, সহপাঠী, অফিসের সহকর্মীদের মধ্যেই আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এমকি একই আদর্শ ও চিন্তা-ভাবনার লোকজনের মধ্যেও বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে।

প্রতিনিয়ত বিশ্বজুড়ে বন্ধুরা গড়ছে নিত্যনতুন ইতিহাস। সৎ-মননশীল চিন্তা ও কর্ম উদ্যোগ থাকলে বন্ধুরা মিলে যেকোনো কাজেই সফলতা লাভ করতে পারে। বন্ধুত্বের সরলতাই ছড়াতে পারে সম্প্রীতির আলো। দেশে যখন সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস চোখ রাঙাচ্ছে, সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকের স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে সনাতন ধর্মালম্বীদের ঘরবাড়ি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা হচ্ছে, ঠিক তখনই সম্প্রীতির বার্তা নিয়ে এলো বিশ্ব বন্ধু দিবস-২০২২। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙলায় নানা জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্ম-বর্ণের মানুষ পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে বসবাস করছে। একে অপরকে শ্রদ্ধাবোধের মধ্য দিয়েই আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির বজায় রেখে চলছে। সম্প্রীতি বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য। বাঙালিরা সর্বদা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে। তবুও সাম্প্রদায়িক অপশক্তি দেশে হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে দাঙ্গা বাধাতে ফাঁকফোকর খোঁজে। হিংসা ছড়িয়ে দিয়ে সম্প্রীতি নষ্ট করতে চায়। শান্তিপূর্ণ সমাজব্যবস্থা ভেঙে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়। সহিংস পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়। ধর্মীয় সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব নষ্ট করতে একটি চক্র প্রতিনিয়ত অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে।

নবী হজরত মুহাম্মদ সা:-কে অবমাননা করে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে তা ছড়িয়ে দিচ্ছে। আরেকটি চক্র এ তথ্যটি যাচাই-বাছাই না করেই উন্মাদনা সৃষ্টি করে, আইন নিজেদের হাতে তুলে নিচ্ছে। তথ্য-প্রযুক্তির আধুনিক যুগেও বাঙালি মুসলিমদের একটি অংশ হুজুগে থাকে। তথ্যের সততা নিশ্চিত না হয়েই ধর্ম অবমাননার কথিত অভিযোগ তুলে, দলবদ্ধ হয়ে হামলা করে সনাতন ধর্মালম্বীদের ঘরবাড়ি, দেব-দেবীর মূর্তি ও পূজার স্থানে ভাঙচুর চালায়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন করে। আবার এর ফাঁকে কেউ কেউ লুটে নিচ্ছে অর্থকড়ি ও মূল্যবান জিনিসপত্র। রক্ষা পাচ্ছে না সনাতন ধর্মের নারী, শিশুরাও। আগুন লাগিয়েও তাদের সমুদয় সম্পদ জ্বালিয়ে দেয়া হচ্ছে। সমাজ থেকে সাম্প্রদায়িক অপশক্তি রুখার পথ কী? একমাত্র বন্ধুত্বই পারে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সম্প্রীতির বাংলাদেশ গড়তে। আমাদের সমাজের সব শ্রেণিপেশা ও ধর্ম-বর্ণের মানুষের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক আরো দৃঢ় করতে হবে। আজ চিকিৎসাবিজ্ঞান আর জীবনের প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলমানের রক্ত আদান-প্রদান হচ্ছে। মুসলিমদের শরীরে বইছে হিন্দুর রক্ত। আবার হিন্দুর শরীরে বইছে মুসলিমদের রক্ত। ধর্ম, বর্ণ ও গোত্র নির্বিশেষে রক্তের সাথে রক্তের বন্ধন তৈরি হচ্ছে। এই বন্ধনকে আরো মজবুত করা প্রয়োজন। মানুষের মঙ্গলের জন্য ধর্মের সঠিক ব"াখা ও তথ্য-উপাত্ত প্রচার করার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ধর্মীয় পন্ডিতদের উদ্যোগী হতে হবে। পাশাপাশি বন্ধুত্বের শক্তি কাজে লাগিয়ে সম্প্রীতির বাংলাদেশ নির্মাণের পথে এগিয়ে যেতে হবে। একে অপরের বিপদাপদে পাশে দাঁড়াতে হবে। দেশের প্রতিটি পড়া-মহল্লায় সব ধর্মের বন্ধুরা ঐক্যবদ্ধ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে। বিদ্যার্থীদের শ্রেণিকক্ষেই দিতে হবে সম্প্রীতির শিক্ষা। প্রতিটি ধর্মের পন্ডিত ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে গ্রাম-গঞ্জের সর্বত্র মাসে একবার হলেও সম্প্রীতির সভা করতে হবে।

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা বেশি। ইসলামসহ সব ধর্মই মানুষের কল্যাণের কথা বলেছে। কোনো ধর্মই মানুষে-মানুষে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চায় না। মানুষের অমঙ্গল চায় না। ইসলাম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। ইসলাম কখনো অন্য ধর্মের মানুষের ওপর আঘাত করতে বলে না। বরং ইসলাম সবসময় সহাব"ানের কথা বলে। ইসলাম প্রতিবেশী বন্ধুর অধিকার রক্ষার কথা বলে। ইসলাম মানুষের সাথে সর্বোত্তম আচরণের কথা বলে। দেশে যারা ধর্মকে পুঁজি করে অন্য ধর্মের মানুষের ওপরে হামলা করবে বন্ধুরা সবাই মিলে সেই ইবলিশ-অসুরদের প্রতিহত করতে হবে। গ্রিক দর্শনিক প্লেটো বলেছেন 'বন্ধুদের মধ্যে সব কিছুতেই একতা থাকে'। বন্ধুত্বের ঐকবদ্ধ শক্তিই সাম্প্রদায়িক অপশক্তি মোকাবেলায় কাজে আসবে। নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের কঠোর থেকে কঠোর শাস্তির আওতায় আনতে হবে। আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতিতে কেউ বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। সব ধর্ম-বর্ণের মানুষের মাঝে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন চির অটুট রাখতে হবে। বন্ধুত্বের সুর দূর করবে সব অসুর। বন্ধুত্বের জয় হোক, মানবতার জয় হোক।

নির্বাচন কমিশন কি অন্তত দুটি কাজ করতে পারবে?

বদিউর রহমান

বর্তমান নির্বাচন কমিশন আইনের অধীনে গঠিত হয়েছে-এটি অবশ্যই এ কমিশনের জন্য একটি বড় তৃপ্তি হতে পারে; কিন্তু আইনটি যে 'যে লাউ সে কদু' হয়েছিল, তা আমজনতা বুঝবে না-এমন ভাবা ঠিক হবে না। বিরোধীরা সংবিধানের আওতায় আইন চেয়েছে, আওয়ামী লীগ সরকার তড়িঘড়ি করে একটি আইন করে দিয়েছে-কী বুদ্ধি এ সরকারের! নির্বাচন কমিশন গঠন নিয়ে সমালোচনার বড় দুটো বিষয় আছে-এক. আগের সার্চ কমিটির এক সদস্যকে এবারের সার্চ কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে। আগের সার্চ কমিটি নূরুল হুদা কমিশন গঠন করে যে যোগ্যতা প্রদর্শন করেছেন, সে সার্চ কমিটির সদস্য আবারও সার্চ কমিটির প্রধান হলে কতটুকুই বা গুণগত পরিবর্তন হবে!

দুই. তারপরও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রেরণের অস্বচ্ছতা। আমি এসব নিয়ে কমিশন গঠনের আগে কোনো সমালোচনাও করিনি, মন্তব্য তো করিইনি, এমনকি সুপারিশ দেওয়ার যোগ্যতা রাখি বলেও ভাবতে পারিনি। কিন্তু আমার কাছে অবাক লেগেছে-রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো ১০ জনের নাম প্রকাশ করলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হতো?

অনেকের এমন সন্দেহ এখনো রয়েছে যে, বর্তমান কমিশনের গঠন সত্যি সত্যি শুদ্ধভাবে হয়েছে কি না। তারপরও কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বে গঠিত বর্তমান কমিশন নিয়ে আমরা আশাবাদী। এ কমিশনের কাজী সাহেবসহ বেশির ভাগকেই আমি যেভাবেই হোক চিনি এবং জানি। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাহেবের সঙ্গে তো চাকরিকালীন আমি কার্যোপলক্ষ্যে সম্পর্কিতও হয়েছিলাম। তাকে আমার কাছে বেশ ধীরস্থির, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সুবিবেচনার অধিকারীই মনে হয়েছে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। কথাবার্তায়ও তাকে আমার কাছে সীমারেখা মেনে চলার ব্যক্তিত্বই মনে হয়েছে।

চাকরিজীবনের তার দুটো কাজ শুধু আমার কাছে প্রশ্নসাপেক্ষ ছিল-এক. দুজন জেলা জজ আবদুল গফুর ও ড. মো. শাহজাহানকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানে তার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতা, যদিও অবস্থার চাপে ওই দুজন বিচারককে আবার পুনর্বহালে সরকার বাধ্য হয়েছিল;

দুই. বারবার আমার ভাষায় ঠিকাদারি, কিন্তু সরকারি ভাষায় চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ গ্রহণ। তার প্রধান নির্বাচন কমিশনার হওয়ার পর চাকরিজীবী মহলের অনেকেই আমার কাছে এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সরকারের আনুকূল্য গ্রহণকারী চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত অনেকের পক্ষেই সরকারের ইচ্ছার বাইরে যাওয়া তেমন সম্ভব হয় না।

ইঙ্গিতটা এমন যে, কাজী সাহেবও হয়তো এ হিসাবের বাইরে যেতে পারবেন না। আমি বলেছি, তিনি এখন সাংবিধানিক পদে, না পারার তো কোনো কারণ দেখি না। আমি অন্তত এখনো আশাবাদী যে, তিনি পারার চেষ্টা করে যাবেন। অনেক কিছুই তো তিনি পেয়েছেন, আর কী চাই এবং কত চাই-অতএব এবার জনগণকে নির্বাচনে কিছুটা স্বস্তি নিশ্চয়ই তিনি দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। না পারলে সরে যাবেন-এটি হয়তো বাত কী বাত। ইউক্রেনের জেলেনস্কির মতো লড়াই করে যাওয়ার সুযোগই সৃষ্টি করে দিয়েছে বলা চলে।

কিন্তু ইতোমধ্যে এত এত সংলাপ কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে, তা এখনো অমীমাংসিত। তবে এসব সংলাপের আদৌ দরকার ছিল কি না, তা বিবেচনার বিষয়। নিজেকে লাইম লাইনে আনার গোপন ইচ্ছা না থাকলে বোধকরি এসব সংলাপ অপ্রয়োজনীয় ছিল। দেশের জনগণ কী চায়, তা কি কমিশনের পাঁচজন জানেন না বা বোঝেন না? যদি দীর্ঘ কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তা না-ই বোঝেন, তাহলে তো তাদের কমিশনে থাকারও নৈতিক

আর কত ডিসি সাহেবদের কষ্ট দেবেন কিংবা বিতর্কিত করবেন? একবার আপনাদের দায়িত্বের বোঝাটা নিজেরা নিন না দেখি। আর ইভিএম? আগামী জাতীয় নির্বাচনে এটি একেবারেই বাদ দিন, এত ডিজিটাল হওয়ার কী দরকার? জাতীয় নির্বাচন ছাড়া অন্য নির্বাচনগুলো ইভিএমে করে মানুষকে গড়ে তুলুন, আস্থা ফিরিয়ে আনুন। আয়নার ছবিতে চুমো দিয়ে কি সব সময় মজা পাওয়া যায়?

উদাহরণ কিংবা তলোয়ার-বন্দুকের বক্তব্যগুলো হয়তো কথার পিঠে কথা, এগুলো ধর্তব্যেই পড়ে না। রসবোধ বলেও তো একটা কথা আছে।

ড. এটিএম শামসুল হুদা সেনাসমর্থিত সরকারের আমলে তখনকার হাফিজকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেতা হিসাবে চিঠি দিয়ে একটি ফাউল গেম খেললেও শেষতক ভালো নির্বাচন করে দিয়েছেন। তখন অবশ্য সরকারের রূপ ভিন্ন ছিল। তারপরের রকিব এবং নূরুল হুদা কমিশনের লেজেগোবরে অবস্থা বরং বর্তমান কাজী সাহেবের জন্য বিখ্যাত হওয়ার একটি সুবর্ণ অধিকার থাকে না।

আমরা জলিল-মান্নানের সংলাপও দেখেছি, তারপর আরও আরও দেখলাম। এগুলোর কোনটা কয়টা অশ্বডিম্ব প্রসব করেছে, তা কি দেশবাসী জানে না? হ্যাঁ, দেশবাসীও জানে, বর্তমান কমিশনের কাজী সাহেবরাও জানেন। আজ কেন যেন গল্পটা মনে পড়ে গেল। ঘোড়ার উপরের মাড়িতে কয়টা দাঁত আছে, তা নিরূপণের জন্য বেশ কজন পন্ডিত দিনকে দিন আলাপ করেই যাচ্ছেন। এ-৪ সাইজের কাগজে কত আঁকিঝুঁকি, লেখালেখি, কত গবেষণা, কত কনসালটেন্সি, কত কমিটি-কমিশন! বাচ্চা এক ছেলে এ পন্ডিতদের অনেকদিন থেকে এক কক্ষে কাজ করতে দেখেই যাচ্ছিল।

একদিন সে পন্ডিতদের জিজ্ঞাসা করল, আপনারা এতদিন এখানে কী করছেন? তাদের জবাব শুনে সে জবাব দিল-এটি তো সহজ কাজ, ওই যে মাঠে একটা ঘোড়া চড়ছে, আসুন, ওর মুখ হা করে দেখে নিলেই হবে।

আমরা জানি, আমাদের নির্বাচন কমিশনও জানে সঠিক ও সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য তাদের কী করতে হবে। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধাই হলো বড় প্রশ্ন। মাঠ প্রশাসন আর পুলিশের ওপর নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ ভোটের প্রত্যাশা জনগণ এখন আর করে না। কারণ, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, তত্ত্বাবধায়কের আমল ছাড়া এরা অনেকটা পোষা, তা যে কারণেই হোক-তা সিল মারাতেই হোক এবং বোতাম টেপাতেই হোক, তা দিনের ভোটেই হোক আর রাতের ভোটেই হোক, তা হ্যাঁ-না রেফারেন্ডামেই হোক কিংবা ভোটারবিহীন ভোটকেন্দ্রেই হোক।

অতএব মানুষের ভেতরের ইচ্ছাটাকে বাস্তবতায় আনাই হলো মূল কাজ। রাজনৈতিক সরকারের অধীনেই ভোটটা হোক-নির্বাচন কমিশন শুধু তার ক্ষমতাটা পুরোপুরি প্রয়োগ করবে। জালিয়াতি হচ্ছে, মাস্তানি হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিন। মাগুরাও যেন না হয়, বগুড়া কিংবা ঢাকা-১০ও যেন না হয়। কিছু উদাহরণ সৃষ্টি করা যায় কি না ভেবে দেখুন। ৫০ বছর তো পেরোল, এখনো কি নির্বাচন কমিশন তাদের নিজস্ব কর্মকর্তা দিয়ে ৬৪ জেলায় রিটার্নিং অফিসার দিতে পারে না?

আর কত ডিসি সাহেবদের কষ্ট দেবেন কিংবা বিতর্কিত করবেন? একবার আপনাদের দায়িত্বের বোঝাটা নিজেরা নিন না দেখি। আর ইভিএম? আগামী জাতীয় নির্বাচনে এটি একেবারেই বাদ দিন, এত ডিজিটাল হওয়ার কী দরকার? জাতীয় নির্বাচন ছাড়া অন্য নির্বাচনগুলো ইভিএমে করে মানুষকে গড়ে তুলুন, আস্থা ফিরিয়ে আনুন। আয়নার ছবিতে চুমো দিয়ে কি সব সময় মজা পাওয়া যায়?

আমার হাতে আমাকে ব্যালটে সিল মারতে দিন। এখনো সেনাবাহিনীর ওপর মানুষ আস্থা হারায়নি, পুলিশ এতদ্বিষয়ে আর পূর্ণ আস্থায় নেই, অতএব সেনাবাহিনী নিয়োগ করুন-কারা কত মাস্তান তখন দেখা যাবে। একটি রাজনৈতিক সরকারের অধীনে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন করে নজির স্থাপনের জন্য নিজেদের রিটার্নিং অফিসার আর শতভাগ ব্যালটে ভোট অর্থাৎ ইভিএম বাদ-এ দুটো কাজ নির্বাচন কমিশন করতে পারবে কি? আমরা দেখার অপেক্ষায় রইলাম। ইভিএমের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা পুনর্বিবেচনা করা যায় না কি?

লেখক: সাবেক সচিব, এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান

BANGLADESH SOCIETY, INC.
বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক

বাংলাদেশ সোসাইটির ইনক এর নির্বাচন ২০২২ উপলক্ষ্যে

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ! বিশেষ বিজ্ঞপ্তি !

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সম্মানীত সকল সাধারণ ও আজিবন সদস্য/ সদস্যাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সোসাইটির নির্বাচন কমিশন আগামী ১৮ ই সেপ্টেম্বর-২০২২, রোববার কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন ঘোষনা করেছেন এই উপলক্ষ্যে বর্তমান কার্যকরি পরিষদের পক্ষ থেকে সকল সম্মানিত ভোটারদের প্রতি বিনীত অনুরোধ যে ইতিমধ্যে যারা ঠিকানা পরিবর্তন করেছেন, আগামী ৩রা সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন ঠিকানা প্রেরনের জন্য সাধারণ সম্পাদক ফোন (৯১৭) ৪৭৬-৫৩৮২ অথবা কোষাধ্যক্ষের ফোন ৯১৭ ৩০২ ০৪৪৩ সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। উক্ত তারিখের পর নতুন ঠিকানার কোন তথ্য পরিবর্তন করার সুযোগ দেয়া যাবে না।

ধন্যবাদান্তে

আব্দুর রহিম হাওলাদার
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, ৯১৭-৩০১-২০৬৩

মোহাম্মদ আলী
কোষাধ্যক্ষ- ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

রুহুল আমীন সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৪৭৬-৫৩৮২

সৈয়দ এমকে জামান, সহ সাধারণ সম্পাদক- ৭১৮-৫০২-৭২৮৪, আবুল কালাম ভুইঁয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, মনিকা রায়, সাংস্কৃতিক সম্পাদক-৩৪৭-৪৫৯-৮৯৯৮, নাদির এ আইয়ুব, রিজু মোহাম্মদ: গণসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক-৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক- ৩৪৭-৬৮৬-৫৬৬৭, নাসির উদ্দীন আহমদ, সাহিত্য সম্পাদক- ৬৪৬-২১৭-৯১৩৫, আহসান হাবিব, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক-৬৪৬-৩৩১-৩৮৯২, মোহাম্মদ নওশেদ হোসেন, ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক- ৬৪৬-৩৩৮-২২৪৫, কার্যকরী পরিষদ সদস্য- ফারহানা চৌধুরী-৭১৮-৬৯৭-৯০৩৫, মাইনুল উদ্দীন (মাহবুব) ৭১৮-৩১২-৯৭২১, মোহাম্মদ সাদি মিন্টু-৭১৮-৮২০-৩৬১৯, আবুল কাসেম চৌধুরী-৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, সারওয়ার খান বাবু-৩৪৭-৬৬৫-৭৫৮০

প্রচারে: রিজু মোহাম্মদ প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক

অর্থনীতি : বৈদেশিক লেনদেনে বিকল্প মুদ্রার ব্যবহার

মামুন রশীদ

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, বৈশ্বিক পণ্যবাজারে মূল্যবৃদ্ধি, বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্টফীতি বেড়ে যাওয়াতে প্রায় সব দেশেই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে চাপ বেড়েছে। স্থানীয় মুদ্রার বিপরীতে ডলারের দাম অনেক বেড়েছে। বাংলাদেশেও ডলারের দাম অনেক বেড়ে যাওয়ায় আমদানি ব্যয় বাড়ছে। বাড়তি দামে পণ্য আমদানি করায় বেড়ে যাচ্ছে উৎপাদন খরচ। অনেকটা মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্প্রতি জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির চাপ। এর সামগ্রিক নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে জীবনযাত্রায়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার বৈদেশিক লেনদেনে ডলারের বিকল্প হিসেবে অন্য মুদ্রা ব্যবহারের উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে বলে খবর বেরিয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাপারটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে বলেও আলোচনা রয়েছে।

এরই মধ্যে বিকল্প মুদ্রা হিসেবে ইউরোর ব্যবহার শুরু হয়েছে। সম্ভাব্য তালিকায় আরও রয়েছে ভারতীয় মুদ্রা রুপি, চীনা অফিসিয়াল কারেন্সিওরেনমিনবি এবং রাশিয়ান মুদ্রা রুবল। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ রাশিয়া সফরকালেও রুবলে কারেন্সি সোয়াপের বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল। ভারতও সম্প্রতি ভারতীয় মুদ্রা রুপিতে বাণিজ্য সম্পাদনের প্রস্তাব রেখেছে। একটি সংবাদমাধ্যম অবশ্য বলেছে, বৈদেশিক লেনদেনে ডলার, ইউরো, রুপি এবং রেনমিনবির ব্যবহার এরই মধ্যে অনুমোদন করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। রুবল অনুমোদনের বিষয়টিও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে।

বাংলাদেশ আমদানিতে বিকল্প মুদ্রা ব্যবহার করলে সুবিধা পাবে বলে অনেকেরই ধারণা। কারণ, আমাদের মোট আমদানির ৪০ শতাংশই হয় ভারত ও চীন থেকে। ডলারের বিপরীতে এ দুই মুদ্রার মানও বেশ কমেছে। ফলে ওই দুই দেশ থেকে নিজস্ব মুদ্রায় আমদানি করলে বেশ সাশ্রয় হতে পারে বৈকি। তবে এ ক্ষেত্রে রুপি ও রেনমিনবির জোগান বাড়াতে হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে। এমনকি রিজার্ভের একটি অংশও ওই মুদ্রাগুলোয় রাখতে হবে।

বাজার অভিজ্ঞতায়, গত এক বছরের ব্যবধানে দেশে ডলারের দাম বেড়েছে ১২ শতাংশ। ফলে ডলারে ঋণপত্র খুলে পণ্য আমদানি করলে দাম বেশি পড়ছে। অনেকে যথার্থই বলেছেন, ডলারের পরিবর্তে অন্য মুদ্রায় পণ্য আমদানি করলে ব্যয় কম হওয়া উচিত। এতে বৈদেশিক লেনদেনে সাশ্রয় হবে।

এটা ঠিক, প্রতিবেশী ভারতের বৈদেশিক লেনদেনের প্রধান মুদ্রা ডলার; কিন্তু জাপানের সঙ্গে দুই দেশের নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেন সম্পন্ন করছে। এতে বছর শেষে লেনদেনে বকেয়া পরের বছর সমন্বয় করা হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়াও বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেন করছে। চীন তাদের মুদ্রায় অনেক দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য করছে। ঢাকার সঙ্গেও নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেনের কাঠামো তৈরি করেছে বেইজিং। পাকিস্তানের সঙ্গেও করছে। রাশিয়া তাদের নিজস্ব মুদ্রায় চীন, ভারতসহ অনেক দেশের সঙ্গে লেনদেন করছে। এভাবে ডলারের মূল্যবৃদ্ধি এবং চাপ থেকে তাদের অর্থনীতিকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। অনেকেই মনে করেন, বিকল্প হিসেবে অন্য মুদ্রা ব্যবহার করলে ডলারের উত্তাপ থেকে অর্থনীতি কিছুটা হলেও রক্ষা পাবে; অর্থনীতিতেও অনেক সাশ্রয় হবে। ইউরোর দাম এখন কম। এর মাধ্যমে ইউরোপের দেশগুলোয় আমদানি-রপ্তানি করা যেতে পারে। একইভাবে পাউন্ডের মাধ্যমেও ইউরোপের, বিশেষভাবে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে লেনদেন করা যেতে পারে।

মোট আমদানির সাড়ে ১৫ শতাংশ এবং রপ্তানির ৩ শতাংশ হয় ভারতের সঙ্গে। আমদানি ব্যয় ডলারে সম্পন্ন হওয়ার কারণে খরচও বেশি হচ্ছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে টাকা ও রুপি ব্যবহার করলে বেশ সাশ্রয় হবে বলে ধারণা রয়েছে। চীনের মতো ভারতেও রপ্তানি কম বলে রুপির জোগান কম। এ ক্ষেত্রে টাকা-রুপির বিনিময়ে জোর দিতে হবে। এটিও মনে রাখতে হবে, বর্তমানে প্রচলিত এশীয় ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন বহুআক্কুর বাইরে গিয়ে আমদানি দায় শোধ করতে হলে ডলার দিয়ে রুপি কিনে দায় নিষ্পন্ন করতে হবে।

বস্তুত বাণিজ্যের স্বার্থেই বিকল্প একাধিক পথ খোলা রাখতে হয়। বিকল্প মুদ্রাগুলোর রিজার্ভও থাকতে হবে। যখন যেটি সুবিধা, সেটি ব্যবহার করতে হবে। এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককেই প্রধান ভূমিকা নিতে হবে। স্থানীয়, এমনকি বিদেশি উদ্যোক্তাদেরও বিকল্প মুদ্রার সুবিধা বোঝাতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়- একক দেশ হিসেবে চীনের সঙ্গেই বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য। এর পরেই আছে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত। অঞ্চল হিসেবে সবচেয়ে বেশি বাণিজ্য হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোর সঙ্গে।

বাংলাদেশের মোট আমদানির ২৬ শতাংশ এবং রপ্তানির ৩ শতাংশ হয় চীনের সঙ্গে। রপ্তানি কম হওয়ায় যেমন রেনমিনবিতে অনেক কম আয় হবে, তেমনি আমদানি বেশি হওয়ায় ব্যয় হবে অনেক বেশি। ফলে চীনা মুদ্রার ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে রেনমিনবির জোগান দিতে হবে। এ জন্য রিজার্ভে যথেষ্ট পরিমাণে রেনমিনবি রাখতে হবে। ডলার দিয়ে রেনমিনবি কিনতে হলে ডলারের ওপর চাপ বাড়তেই থাকবে।

আগেই বলেছি, বর্তমানে ইউরোর দাম কমায় ইউরোতে পণ্য আমদানি করলে খরচ কম হবে। অন্যদিকে রপ্তানি করলে আয় কম হবে। রপ্তানিকারকরা আয় কম করতে চাইবেন না। আবার চীনে রপ্তানি করে যে রেনমিনবি পাওয়া যাবে, তা কেবল চীনেই খরচ করতে হবে। অন্য কোথাও খরচ করা যাবে না। তখন আবার তা অন্য মুদ্রায় রূপান্তর করে আমদানি করতে হবে। এতে খরচ বাড়বে। এ কারণে বিকল্প মুদ্রার ব্যবহার কম। অবশ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সমর্থন দিলে আমদানিকারকরা এবং কিছু ক্ষেত্রে রপ্তানিকারকরাও বিকল্প মুদ্রা ব্যবহার করতে পারেন। তবে চীনের সঙ্গে আমাদের প্রায় ১২ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার বাণিজ্য ঘাটতি বিবেচনায় রেনমিনবির অভাবে এ প্রক্রিয়া কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা কম, যদি চীনও আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি মোকাবিলায় সহায়তা না করে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ১২ শতাংশ এবং আমদানির সাড়ে ৩ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। ডলারের দাম বাড়ায় যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করে ভালো আয় হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি কম হওয়ায় কিছুটা সাশ্রয়ও হচ্ছে।

মোট আমদানির সাড়ে ১৫ শতাংশ এবং রপ্তানির ৩ শতাংশ হয় ভারতের সঙ্গে। আমদানি ব্যয় ডলারে সম্পন্ন হওয়ার কারণে খরচও বেশি হচ্ছে। বৈদেশিক বাণিজ্যে টাকা ও রুপি ব্যবহার করলে বেশ সাশ্রয় হবে বলে ধারণা রয়েছে। চীনের মতো ভারতেও রপ্তানি কম বলে রুপির জোগান কম। এ ক্ষেত্রে টাকা-রুপির বিনিময়ে জোর দিতে হবে। এটিও মনে রাখতে হবে, বর্তমানে প্রচলিত এশীয় ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন বহুআক্কুর বাইরে গিয়ে আমদানি দায় শোধ করতে হলে ডলার দিয়ে রুপি কিনে দায় নিষ্পন্ন করতে হবে। সে ক্ষেত্রে সমস্যা বরং বাড়তে পারে। ভারতের সঙ্গে যেহেতু বাণিজ্য ঘাটতি প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার; দেশটি থেকে আগাম সুবিধা না পেলে আমাদের লাভ নেই।

দেশের মোট রপ্তানির ৫৬ শতাংশ এবং আমদানির ৮ শতাংশ হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে। ইউরোর দাম কমায় রপ্তানি আয় কম হবে। আমদানি ব্যয়ও কমবে। কিন্তু ইউরোপ থেকে আমদানি কম। ফলে রপ্তানি করে পাওয়া ইউরো ব্যবহারের ক্ষেত্রে কম চাহিদা থাকবে।

মোট কথা, বাংলাদেশের মতো অগ্রসরমান বৈদেশিক বাণিজ্যের দেশে কিংবা বিশ্ববাজারে যুক্তরাষ্ট্র তথা ডলারের আধিপত্য বিবেচনায় রাখতে হবে। আমরা যদি স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্য দায় নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক দেশগুলোর সহযোগিতা না পাই; কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যদি ওইসব মুদ্রায় লেনদেনের সক্ষমতা না থাকে; স্থানীয় আমদানিকারক কিংবা ভারত, চীন, রাশিয়ার রপ্তানিকারকরা যদি তাদের মুদ্রায় ঋণপত্র খুলতে বা রপ্তানি আয় নিতে রাজি না হয়; তাহলে এ ধরনের পদ্ধতি অতীতে যেমন, তেমনটি ভবিষ্যতেও কাজ করবে না। উল্টো আমরা একক বৃহৎ রপ্তানি সহযোগী যুক্তরাষ্ট্রের বিরাগভাজন হতে পারি। তাই বৈদেশিক লেনদেনে বিকল্প মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পা ফেলতে হবে সাবধানে, সবকিছু চিন্তাভাবনা করে। নিজেদের সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়েও।

লেখক: অর্থনীতি বিশ্লেষক

রোহিঙ্গা সংকট : প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করাই জরুরি

রাহমান নাসির উদ্দিন

রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা বাংলাদেশে দিন দিন একটা দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল রূপ ধারণ করছে। আজ বড়মাপের রোহিঙ্গার আগমনেরর পাঁচ বছরপূর্তি হলেও এখন পর্যন্ত একজন রোহিঙ্গাকেও মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়নি। রোহিঙ্গাদের বড়মাপের ঢল পাঁচ বছর আগে এলেও ১৯৭৮ সালে প্রথমবারের মতো শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর পর ১৯৯১-৯২ সালে আসে দ্বিতীয় ঢল। ২০১২ সালে আসে তৃতীয় ঢল। চতুর্থ ঢল আসে ২০১৬ সালে। রোহিঙ্গাদের সবচেয়ে বড় ঢল নামে ২০১৭ সালে। এ সময়ে প্রায় ৭ লাখ ৫০ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। পুরোনো আর নতুন মিলিয়ে উখিয়া, টেকনাফের ৩৪টি অস্থায়ী শরণার্থী শিবিরে রোহিঙ্গাদের সংখ্যা সরকারি হিসাবে ১১ লাখের বেশি। বিগত পাঁচ বছরে সে সংখ্যা ১২ লক্ষাধিক। কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের এ বিশাল বহরের ভার বহন করছে এবং কতদিন যে তা বহন করতে হবে, সুনির্দিষ্টভাবে কেউ বলতে পারবে না। ফলে দিন দিন রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা জটিল আকার ধারণ করছে। এর বাইরেও নানা বৈশ্বিক বিষয় রোহিঙ্গা সমস্যাকে জটিল করে তুলছে। ২০১৭ সালে যখন মিয়ানমার সেনাবাহিনীর জেনোসাইডের হাত থেকে বাঁচতে লাখো রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে, তখন গোটা দুনিয়া রীতিমতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়াতে। দিন দিন আগ্রহের সে উত্তেজনা হ্রাস পেয়েছে এবং সমর্থন ও সহযোগিতাও ক্রমহ্রাসমান। এরই মধ্যে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং তালেবানের ক্ষমতা দখলের কারণে বিশ্বব্যাপী আফগান শরণার্থীদের দিকে বিশ্ববাসী নজর যায়। আবার করোনা মহামারির ভয়াবহতার কারণে ব্যাপক অর্থনৈতিক টানাপোড়েনও বিশ্ববাসীর মনোযোগ রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিজেদের ঘর সামলানোর দিকে দিতে বাধ্য করেছে। তারপরই শুরু হলো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এরই মধ্যে প্রায় ৮০ লাখ ইউক্রেনিয়ান নিজ দেশ ছেড়ে শরণার্থী হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। জাতিসংঘসহ বিশ্ব সম্প্রদায়কে ইউক্রেনিয়ান শরণার্থীর দিকেও নজর দিতে হয়েছে। ফলে বিশ্ব সম্প্রদায়ের দরদ ও দায় খানিকটা পাতলা হয়ে যাওয়ায় রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে বাংলাদেশের যে সংকট; এর মধ্যে তার কোনো কূলকিনারা হলো না। তা ছাড়া রোহিঙ্গারা নিজেরাও ক্রমান্বয়ে হতাশ এবং আশাহীন হয়ে উঠছে। কেননা, একদিকে বাংলাদেশ তাদের বাংলাদেশে আর রাখতে চায় না; অন্যদিকে মিয়ানমারও তাদের ফেরত নিতে চায় না। এ অবস্থায় রোহিঙ্গারা যাবে কোথায়? এ রকম একটি অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে রোহিঙ্গারাও ক্রমান্বয়ে হতাশ হয়ে পড়ছে। তাই বাংলাদেশের জন্য এখন সবচেয়ে জরুরি বিষয় রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করা। কিন্তু রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বর্তমানে কোথায় এবং কী অবস্থায় আছে, এরও সুনির্দিষ্ট কোনো উত্তর এ মুহূর্তে কারও কাছে নেই। রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যার শুরু থেকেই এর সমাধানে বাংলাদেশ তাদের প্রত্যাবাসনের ওপর জোর দিয়েছে। আমরা মনে করি, বাংলাদেশে এ অবস্থান সঠিক ও বাস্তবসম্মত। ২০১৭ সালের আগস্টের ২৫ তারিখ থেকে রোহিঙ্গারা দলে দলে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং প্রায় দুই মাস ধরে এ ধারা অব্যাহত থাকে। একদিকে মানবিক কারণে বাংলাদেশ রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়, অন্যদিকে রোহিঙ্গাদের কীভাবে দ্রুততম সময়ে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো যায়, সে প্রক্রিয়াও শুরু করে। বাংলাদেশ মিয়ানমারের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বহুপক্ষীয় আলোচনা চালিয়ে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালের নভেম্বরে মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ একটি প্রত্যাবাসন চুক্তি স্বাক্ষর করে। ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ এবং মিয়ানমারের প্রতিনিধি নিয়ে একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়। ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে একটি 'ফিজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট এগ্রিমেন্ট' হয় দুই দেশের মধ্যে এবং তার শর্তানুযায়ী প্রত্যাবাসন শুরুর দিন থেকে দুই বছরের মধ্যে এ প্রত্যাবাসন শেষ করা হবে। অর্থাৎ দুই বছরের মধ্যে সব রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে ফেরত নিয়ে যাওয়া হবে। এ চুক্তির আওতায় মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়ার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮ সালের নভেম্বরের ১৫ তারিখ এবং ২০১৯ সালের আগস্টের ২২ তারিখ, দুই দফা প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু দুটো উদ্যোগই ব্যর্থ হয়। এ ব্যর্থতার জন্য প্রধানত দায়ী মিয়ানমার। কেননা, মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের কোনো ধরনের বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতি দিতে পারেনি। প্রত্যাবাসনের পর তারা কোথায় যাবে? কোথায় থাকবে? তাদের ফেলে আসা বসতভিটা কি তারা ফেরত পাবে তাদের জীবনের নিরাপত্তা কে দেবে? তাদের কি নাগরিকত্ব ফেরত দেওয়া হবে? তাদের অনেকের মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়স্বজনকে যেভাবে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে; ঘরবাড়ি আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে; এসবের বিচার হবে কি? এসব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কেউ দেয়নি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বলতে আমার যাদের বুঝি, তারা রোহিঙ্গাদের জন্য দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়ে কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া দূরে থাক, উল্টো মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের পরিস্থিতির তেমন উন্নতি হয়নি বলে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে নিরুৎসাহিত করেছে।

যখন ২০২০ সালের শেষদিকে, বিশেষ করে ডিসেম্বরে করোনা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হচ্ছিল, তখন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল মিয়ানমারের জাতীয় নির্বাচন। সু চিরঞ্ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেস্থি এবং মিলিটারি সমর্থিতঞ্ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সলিডারিটি পার্টি'র মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাপাশি বাড়ছিল দূরত্ব। ফলে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আলোচনা আর শুরু করা যায়নি।

যখন ২০২০ সালের শেষদিকে, বিশেষ করে ডিসেম্বরে করোনা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হচ্ছিল, তখন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল মিয়ানমারের জাতীয় নির্বাচন। সু চিরঞ্ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেস্থি এবং মিলিটারি সমর্থিতঞ্ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সলিডারিটি পার্টি'র মধ্যে নির্বাচনকেন্দ্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাপাশি বাড়ছিল দূরত্ব। ফলে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক টানাপোড়েনের কারণে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আলোচনা আর শুরু করা যায়নি। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারীর ১ তারিখ নবনির্বাচিত সরকারকে এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করায় পুরো প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়। কিন্তু আশার কথা হচ্ছে, সামরিক বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ করার প্রায় দেড় বছর পর ২০২২ সালের ১৪ জুন বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের ভার্চুয়ালি একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মিয়ানমারের প্রতিনিধি দল সীমিত আকারে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। বাংলাদেশ অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে মিয়ানমারের এসব আশ্বাসে আর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। কিন্তু জুন মাসে সর্বশেষ ভার্চুয়ালি সভা হলেও এর পর আমরা প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত আলোচনা এবং প্রক্রিয়ার কোনো অগ্রগতি দেখিনি। তাই দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করাটা বাংলাদেশের তরফ থেকে একান্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। ২০১৮ ও ১৯ সালে প্রত্যাবাসন প্রচেষ্টা রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে ফিরে যেতে রাজি হয়নি বলে ব্যর্থ হয়েছে বলা হয়। কিন্তু এবার রোহিঙ্গারা স্বেচ্ছায় মিয়ানমারে ফিরে যেতে চায়। এ বছরেরই জুন মাসে হাজার হাজার রোহিঙ্গা মিছিল ও সমাবেশ করে চলো নিজ বাড়িতে ফিরে যাই, চলো মিয়ানমারে ফিরে যাই বলে স্লোগান দিয়ে নিজেদের অবস্থান জানান দিয়েছে। রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে স্বেচ্ছায় ফেরত যাওয়ার এই সমষ্টিগত ইচ্ছাকে কাজে লাগাতে হবে এবং বাংলাদেশকে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া দ্রুততম সময়ের মধ্যে শুরু করতে সক্রিয় উদ্যোগ নিতে হবে। কেননা, পাড়া-পড়শি ঘুমালেও যার বাচ্চা হুঁশ তারই থাকতে হবে! প্রায় ১২ লাখ রোহিঙ্গাকে নিয়ে বড় সংকটে বাংলাদেশ। সুতরাং বাংলাদেশকেই নিতে হবে অগ্রণী ভূমিকা।

লেখক: অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

এই যুদ্ধে জিতবে কে



সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

শেষ বিচারে ব্যাপারটা ক্ষমতারই। মানুষ ক্ষমতা চায়। ক্ষমতাহীন হলে তাকে হতাশায় পায়। আর হতাশা যত বাড়ে ততই বৃদ্ধি ঘটে ক্ষমতাহীনতার বোধের।

তখনই বোধ হয় তার চিন্তায় আসে আত্মহত্যার কথা। আর যার ক্ষমতা আছে সে ক্ষমতা দেখায়। ক্ষমতা প্রয়োগ করে। এমনকি হত্যাও করে মানুষকে। আমেরিকায় বন্দুকধারীরা ক্ষমতাবান, ক্ষমতা প্রদর্শন করে জানিয়ে দিতে চায় যে তারা আর যাই হোক না কেন, ক্ষমতাহীন নয়। বন্দুক সেখানে আর পাঁচটা সওদাপাতির মতোই দোকান থেকে কেনা যায় এবং সেটা নাকি দরকার পড়ে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই। তাই যত বেশি হত্যাকান্ড, বন্দুকের তত বেশি আবশ্যকতা, যুক্তি এই রকমেরই। সে জন্য বন্দুক কেনাবেচার ওপর নিয়ন্ত্রণের আইন জারি করা দুঃসাধ্য। পেছনে অবশ্য অন্য এক ঘটনাও আছে। সেটা হলো বন্দুক প্রস্তুতকারকদের বাণিজ্যিক স্বার্থ। সেটাই প্রধান।

ক্ষমতার ওই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণেই তো এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের যুদ্ধ বাধে। এবং ব্যক্তি বন্দুকধারীদের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যা ঘটে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধেও অবিকল ঠিক সেটাই ঘটে থাকে, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যে যুদ্ধ তাতেও উলুখাগড়ার প্রাণহানির ঘটনাই তো দেখছি। যুদ্ধটা আসলে আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার; মাঝখান থেকে প্রাণ দিচ্ছে নিরীহ ইউক্রেনবাসী। আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের লোকেরা বলেছেন, ইউক্রেনে এরই মধ্যেই যে ধ্বংসলীলা ঘটেছে তার বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ৭০ লাখ মানুষ গৃহহারা হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছে; তাদের বেশির ভাগই নারী ও শিশু। এবং অপরদিকে রুশ সেনাবাহিনীর অসহায় সদস্যরাও মারা পড়ছে। রাশিয়া থেকেও মানুষ অন্য দেশে চলে যাচ্ছে। ইউক্রেন আক্রমণের পক্ষে রাশিয়া বিভিন্ন রকমের যুক্তি দিচ্ছে। প্রথমে বলছিল, ইউক্রেন আমেরিকা নিয়ন্ত্রিত ন্যাটোতে যোগ দেবে এমন লক্ষণ দেখা গেছে; যোগ দিলে রাশিয়ার নিরাপত্তা ভীষণভাবে বিঘ্নিত হবে, শত্রুপক্ষ একেবারে দরজায় এসে ওত পেতে বসে থাকবে। সেটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। যুদ্ধের সময় আবার নতুন যুক্তি যুক্ত করেছে; বলা শুরু করেছে ইউক্রেনের সরকার সেখানকার রুশ-ভাষী মানুষদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাচ্ছিল, সে জন্যই এই জাতীয়তাবাদী পদক্ষেপ। দুষ্কর্মের অবশ্যই ছলের অভাব হয় না। অভিসন্ধি মনে হয় ইউক্রেন থেকে একটি ভূখন্ডকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের দখলে নিয়ে আসা। আপাতত লাভ হবে প্রেসিডেন্ট পুতিনের। তিনি বিরোধী দলকে পদানত করে রেখেছেন এবং জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা তৈরি করে জনগণকে শান্ত রেখে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারবেন বলে আশা করছেন। শেষ পরিণতি কী দাঁড়াবে সেটা অবশ্য ভিন্ন ব্যাপার। আমেরিকারও লাভ হবে। অস্ত্র বিক্রি করা, ইউক্রেনকে ঋণের জালে আবদ্ধ করা, আন্তর্জাতিকভাবে ক্ষমতার বলয় বিস্তার ঘটানো, এসব সুবিধা তারা পেয়ে যাবে। তবে আমেরিকার নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী চীন দমবে না, ওই সুযোগে চীনও তার শক্তি বাড়িয়ে নেবে। সবটা মিলিয়ে পুঁজিবাদের সংকট বৃদ্ধি পাবে এবং তাতে বিশ্ব আরো বিপন্ন হবে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর জো বাইডেনের কথা হয়েছিল চীনের শাসকপ্রধান শি চিনপিংয়ের সঙ্গে। চীনের নেতা নাকি আমেরিকার নেতাকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে আগামী দিনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা ক্ষয়ে যাবে, ভবিষ্যতে বিশ্বকে শাসন করবে স্বৈরতন্ত্র। ভুল বলেছেন বলে তো মনে হয় না। উলুখাগড়াদের নিস্তার নেই।



এই যুদ্ধে জিতবে কে? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোনো পক্ষই জিতবে না; রাশিয়া নয়, ইউক্রেনও নয়। তবে হারবে কে সেটা কিন্তু নিশ্চিতরূপেই বলে দেওয়া যাবে। হারবে ইউক্রেনের সাধারণ মানুষ; হারবে রাশিয়ার সাধারণ মানুষও। হারবে বিশ্বের সেই সব মানুষ, যারা ইউক্রেন ও রাশিয়া থেকে খাদ্যশস্য না পেয়ে খাদ্যাভাবে ভুগবে। শিকার হবে যারা মুদ্রাস্ফীতির। আর সুবিধা হবে চীনের। লড়াকু দুই পক্ষের যুদ্ধের ফাঁক দিয়ে চীন আরো এগিয়ে যাবে বিশ্ববাজারে আধিপত্য বিস্তারের তৎপরতায়।

ইউক্রেনের ঘটনা নিয়ে প্রচুর হৈচৈ হচ্ছে। তা হওয়া দরকারও বটে। পশ্চিমা বিশ্ব থেকে বলা হচ্ছে, সেখানে গণহত্যা চলছে। একেবারে প্রথম দিন থেকেই বলা হচ্ছে, পুতিনের এই অন্যায় আগ্রাসন গণহত্যা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। সে তথ্য মোটেও ভ্রান্ত নয়। কিন্তু মিয়ানমারে যখন মস্ত বড় গণহত্যা ঘটল, লাখ লাখ অসহায় মানুষকে মেরেকেটে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে, নারী ধর্ষণ ঘটিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, তখন কই কোনো আওয়াজ তো শোনা গেল না। গণহত্যা যে ঘটছে সেটা টের পেতেও তো পশ্চিমা বিশ্বের লেগে গেল তিন বছর। জাতীয়তাবাদী রাশিয়া ও জাতীয়তাবাদী চীনের কথা আলাদা, তারা তাদের জাতীয় স্বার্থ দেখছে এবং নীরব রয়েছে, অর্থাৎ সমর্থন জানাচ্ছে মিয়ানমারের নৃশংস সামরিক শাসকদের। বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী এবং অতিশয় বন্ধুরাষ্ট্র হচ্ছে ভারত, সে-ও তো নীরবই রইল। পরে বরং ভারত সরকারের লোকদের মুখে শোনা গেল যে বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গারা ভারতে ঢুকে পড়ছে, তাদের তাড়াতে হবে। মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা নিরীহ মানুষ। বেজায় গরিব, তাদের দমিয়ে রাখা হয়েছে, বঞ্চিত করা হয়েছে সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকার থেকে; সর্বোপরি তারা তো ইউরোপীয় নয়, তাদের গায়ের রং তো সাদা নয়, তাদের কান্না কে শোনে? কেউ শুনছে না।

ফিলিস্তিনিদেরও তো একই অবস্থা। সেখানে জবরদখল চলেছে সেই ১৯৪৮ সাল থেকেই। ভূমি দখলের পর ইসরায়েল যা ঘটিয়েছে তা গণহত্যাই। এখনো প্রায় প্রতিদিনই সেই হত্যাকাণ্ড চলছে। ফিলিস্তিনি বলে পরিচিত সাংবাদিকরাও নিরাপদে নেই। কিন্তু কই মানবাধিকার ও গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তো সে ঘটনা নিয়ে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ দেখা যায় না। উল্টো তারা আগ্রাসী, গণহত্যাকারী, বর্ণবাদী ইসরায়েলকেই সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছে। নীরবে তো অবশ্যই, কখনো কখনো সরবেও। কারণ ইসরায়েল পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের আপনজন। ফিলিস্তিনিরা দরিদ্র এবং তারা আরব। ইহুদিরা টাকাওয়ালা, তাদের রাজনৈতিক শক্তি মস্ত বড়।

ইরাকে, আফগানিস্তানে, সিরিয়ায়, লিবিয়ায় পশ্চিমারা যে আগ্রাসন চালিয়েছে তা ইউক্রেনে রুশ অভিযানের তুলনায় অনেক বেশি ভয়ংকর। কিন্তু তাতে পশ্চিমাদের বিবেক বিন্দুমাত্র কাঁপেনি। পশ্চিমা কোনো শক্তিই সেখানে সাম্রাজ্যবাদী মানবাধিকার লঙ্ঘন দেখতে পায়নি। ইরাকে বিপুল পরিমাণ ওয়েপনস অব মাস ডেস্ট্রাকশন মজুদ আছে, ইরাক আক্রমণের এই অজুহাতটা ছিল সম্পূর্ণ ভুয়া। মার্কিনরা সেখানে তেমন কোনো অস্ত্র খুঁজে পায়নি। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। জানাই ছিল যে পাবে না।

তখনকার আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে তাদের ওই কাজটা যে অন্যায় ও বর্বরোচিত ছিল তা নিজের অজান্তে, অন্যমনস্ক অবস্থায় স্বীকারও করে ফেলেছেন। স্বকণ্ঠে বলেছেন, তিনি যে এক ব্যক্তি ইরাকে ওই অন্যায়, বর্বর কান্ডটি ঘটিয়েছে। তাঁর ওই উক্তিতে প্রবল হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। কারণ ইরাকে গণহত্যার জন্য দায়ী ব্যক্তিটি তো অন্য কেউ নন, তিনি নিজেই। নিজেই নিজেকে অভিযুক্ত করেছেন, ক্ষণিকের জন্য হলেও। অবচেতন মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা সত্যটা বেরিয়ে এসেছে সতর্কতার পাহারাকে ফাঁকি দিয়ে। তবে ক্ষণিকের জন্যই বটে, কারণ হাস্যরোল শুনে পরমুহূর্তেই তিনি নিজেকে সামলে নিয়েছেন। বলেছেন যে ইরাকের নয়, তিনি বলতে চেয়েছিলেন ইউক্রেনের কথা। তা ইরাক আর কত দূরে ইউক্রেন থেকে? ঘটনা তো একই। অন্যায় ও বর্বর আক্রমণ। নেকড়ের ঝাঁপিয়ে পড়া নিরীহ মেষ শাবকের ওপর। এ ক্ষেত্রে পুতিন যা বুশও তা-ই। নামেরই যা ফারাক। হিটলারও তাঁদের কাছের মানুষই।

লজ্জা পেয়ে সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ওই অনুষ্ঠানে পাল্টা হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। তা তাঁদের জন্য ওসব ব্যাপার হাস্যরসের বিষয় বটে, খেলাধুলাই একপ্রকারের; কিন্তু পীড়িত বিশ্বের উলুখাগড়াদের জন্য তা প্রাণঘাতী।

লেখক: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গণ পরিষদের নুরুল হকের প্রতি প্রত্যাশা

মোহাম্মদ অংকন ও শেখ রিফাদ মাহমুদ

নুরুল হক নুরকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কোনো দরকার নেই। তিনি এখন নানান কারণেই দেশের রাজনীতিতে আলোচিত এক তরুণ। আমাদের জানা আছে, ২০১৮ সালে সংঘটিত সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে তার আকস্মিক উত্থান ঘটে। ওই বছরের ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোটা প্রথা বাতিল করে পুনর্মূল্যায়ন করতে হাইকোর্টে একটি রিট দায়ের করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী ও দু'জন সাংবাদিক। আবেদনে তারা উল্লেখ করেছিলেন, 'সব মিলিয়ে সরকারি চাকরিতে ৫৬ শতাংশ কোটা বিদ্যমান রয়েছে। এই কোটা পদ্ধতি সংবিধানের ১৯, ২৮, ২৯ ও ২৯/৩ অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক।'

অতপর, ৫ মার্চ ২০১৮ সালে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ আবেদনে ভুল রয়েছে এই মর্মে রিট আবেদনটি খারিজ করে দেন। রিট খারিজের পরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তৈরিকৃত 'কোটা সংস্কার চাই (সব চাকরির জন্য)' গ্রুপের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয় ছাত্রসমাজ। গ্রুপের এডমিন মো: তারেক রহমান, সাকিব চৌধুরী, দীন মোহাম্মাদ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মানববন্ধনের ডাক দেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তে পাবলিক লাইব্রেরি শাহবাগের সামনে গ্রুপের এডমিনদের মধ্যে মো: তারেক রহমান, রাসেল, সুমন কবির আন্দোলনের উদ্দেশ্যে গড়া প্লাটফর্মটির নাম দেন 'বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদ'।

তারপরের ঘটনাও আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। প্রাথমিকভাবে তারা ১০ দফা দাবি নিয়ে কাজ শুরু করলেও পরবর্তী সময়ে পাঁচ দফার ভিত্তিতে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নেন। ১৪ মার্চ শিক্ষার্থীরা হাইকোর্ট মোড়ে অবস্থান নিলে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও ফাঁকা গুলি দিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মো: সোহরাব হোসেনসহ আরো দু'জনকে আটক করে। মো: সোহরাব হোসেনসহ দু'জনকে আটক করার খবর ছড়িয়ে পড়লে আহ্বায়ক হাসান আল মামুনসহ ৬২ জন রমনা থানায় আটকদের ছাড়িয়ে আনতে গেলে প্রশাসন কৌশলে ৬৩ জনকে আটক করে। রমনা থানায় ৬৩ জনকে আটক করার খবর ছড়িয়ে পড়লে চট্টগ্রাম মহাসড়ক, শাহবাগ, ঢাকা-আরিচা, ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক অবরোধ করে আন্দোলনকারীরা। রাত ৯টায় পুলিশ-প্রশাসন বাধ্য হয়ে আন্দোলনকারীদের ছেড়ে দেয়। সে সময়ই মূলত আলোচনায় আসেন এই নুরুল হক নুর।

নুরুল হক কোটা সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্বের কারণে খুব দ্রুত গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। শারীরিক হামলার শিকার হয়েছেন বেশ কয়েকবার। একবার তার ওপর হামলার সময় শিক্ষকের পা চেপে ধরে বাঁচার ছবিটা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়, সমর্থন পেতে থাকে দলমত নির্বিশেষে সবার। দীর্ঘ ২৮ বছর পর অনুষ্ঠিত হওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি হিসেবে নির্বাচিত হন নুরল হক নুর। সে সময় কোটা আন্দোলনের কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। তাই ডাকসুর ভিপি নির্বাচিত হতে তাকে বেগ পেতে হয়নি।

নুরুল হক নুর জুন ২০২০ সালে তরুণদের নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক দল গড়ার বিষয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন। পরবর্তী সময়ে ২৬ অক্টোবর ২০২১ সালে 'জনতার অধিকার, আমাদের অঙ্গীকার' স্লোগানে 'গণ-অধিকার পরিষদ' নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দলের ঘোষণা দেন। নতুন দলের আত্মপ্রকাশের সময় রাজনীতি সম্পর্কে তেমন একটা ওয়াকিবহাল নয় এমন ব্যক্তি ড. রেজা কিবরিয়াকে আহ্বায়ক ও নুরুল হক নুরকে সদস্যসচিব করে দলটির ১০১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়। নতুন দল গঠনের ঘোষণায় সে সময় তিনি প্রশংসায় ভাসেন। অনেকেই তাকে অভিনন্দন জানিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখতে থাকেন, দেশের দু'টি বড় রাজনৈতিক দলের বাইরে আরেকটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল তৈরি হতে যাচ্ছে শিগগিরিই। ঘোষণাও আসে ৩০০ আসনে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে নির্বাচন করার।

‰তরিকৃত দল নিয়ে নিজের অবস্থান ঠিক রাখতে পেরেছিলেন কি নুর?

একটু মনে করলেই তারও যথাযথ প্রমাণ মেলে। প্রবাসী অধিকার পরিষদের কমিটি নুরুল হক নুর একক সিদ্ধান্তে করেছেন। তার বিরুদ্ধে একনায়কতান্ত্রিক মনোভাবের অভিযোগ আনছেন কেউ কেউ। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে- প্রবাসী অধিকার পরিষদ দলের আয়ের অন্যতম উৎস হওয়ায় এ সংগঠনের কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখতে চাইছেন নুর। কিন্তু তার এই চাওয়াকে দলের একটি অংশ ভালোভাবে নিচ্ছে না।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নুর সম্ভাবনার আভাস দিয়েছিলেন। সম্প্রতি (২ আগস্ট ২০২২) জাতীয় প্রেস ক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে আয়োজিত 'ভোটাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক প্রস্তাব' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় তিনি মন্তব্য করে বলেছেন, 'বিএনপিকে সাথে রাখতে পারি, তবে ক্ষমতা দেয়া যাবে না'। পরের দিন তিনি আরেক বক্তব্যে এই মন্তব্যকে ঘুরিয়ে ফেলেছেন। বিএনপির পক্ষে কাজ করবেন বলেও সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন।

রাজনৈতিক পথচলার প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া দরকার, জনগণের জন্য কাজ করা। মনোহর কথা দিয়ে যদি রাজনৈতিক ক্ষমতাকে হাতের মুঠোয় আনা যেত, তবে তো তা জাদুবিদ্যার চেয়েও সহজ হতো। তার রাজনৈতিক অবস্থান পরিষ্কার হওয়াও জরুরি। তাকে নিয়ে দেশের জনগণের প্রত্যাশা ছিল, এখনো আছে। সেই প্রত্যাশার বেলুন যেন চুপসে না যায়। দেশে সুষ্ঠু রাজনীতির পথ তৈরি করতে হলে দেশের স্বার্থে সেভাবেই কথা বলতে হবে।

রাজনৈতিক পথচলার প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া দরকার, জনগণের জন্য কাজ করা। মনোহর কথা দিয়ে যদি রাজনৈতিক ক্ষমতাকে হাতের মুঠোয় আনা যেত, তবে তো তা জাদুবিদ্যার চেয়েও সহজ হতো। তার রাজনৈতিক অবস্থান পরিষ্কার হওয়াও জরুরি। তাকে নিয়ে দেশের জনগণের প্রত্যাশা ছিল, এখনো আছে। সেই প্রত্যাশার বেলুন যেন চুপসে না যায়। দেশে সুষ্ঠু রাজনীতির পথ তৈরি করতে হলে দেশের স্বার্থে সেভাবেই কথা বলতে হবে।

মাহাম্মদ অংকন : ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক,
সম্পাদক, বাংলাদেশ চিত্র
শেখ রিফাদ মাহমুদ : সমাজকর্মী



পানিতে ডুবে ২ বাংলাদেশীর অকাল মৃত্যু

(প্রথম পাতার পর)

ক্যাটসকিলে। রোববার বিকেলে তারা সেখানকার একটি লেকে বেড়াতে যান। সেখানে প্রথমে আফ্রিদ পানিতে নামেন। যেখানে পানি ছিল পায় তিন ফুট। পানিতে হাটার এক পর্যায়ে হঠাৎ করেই তিনি তলিয়ে যান গভীর পানিতে। এ সময় সেখানে দাঁড়ানো শ্যালক বাশির আমীন দুলাভাইকে উদ্ধার করতে ঝাপ দেন পানিতে। একই সময় তিনিও তলিয়ে যেতে থাকেন গভীর পানিতে। এই অবস্থায় আফ্রিদের শ্যালিকা নাসরিন আমীন ভাই ও ভগ্নিপতির পরিণতি চিন্তা করে নিজেই এগিয়ে যান তাদের সাহায্য করতে। একই ভাবে তিনিও তলিয়ে যান পানিতে।

অবস্থার ভয়াবহতায় শাশুড়ী রেহানা আমীন পানিতে নামলেও তিনি আটকা পড়েন সেখানে। ভয়াবহ এই পরিস্থিতিতে লেকের পাশে দাঁড়ানো আফ্রিদের স্ত্রী সাহায্য চাইলেও সেখানে কাউকে পাওয়া যায়নি। তাৎক্ষনিকভাবে তিনি ৯১১ কল করলে সেখানে পুলিশ এসে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে। প্রায় ৫০ মিনিট তল্লাসীর পর আফ্রিদি ও বাশিরকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। একই সময়ে উদ্ধার করা হয় নাসরিনকে। স্থানীয় একটি হাসপাতালে তাদের নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আফ্রিদি ও বাশিরকে মৃত ঘোষণা করেন। একই সময় লাইফ সাপোর্টে নেয়া হয়েছে নাসরিনকে। তার অবস্থাও সঙ্গীন। আফ্রিদির শাশুড়ীকেও হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। তবে তার অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে।

আফ্রিদ এস্টোরিয়ার বাসিন্দা। তার শশুড়বাড়ী নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের উপকণ্ঠ বেলরোজে অবস্থিত। সেখান থেকেই তিনি শাশুড়ী, শ্যালক ও শালিকা নিয়ে পরিবার সহ বেড়াতে গিয়েছিলেন ক্যাটসকিলে।

অফ্রিদ গত বছরের সেপ্টেম্বরে বিয়ে করেছিলেন। আগামী মাসে তাদের প্রথম বিবাহ বার্ষিকী পালন করার কথা ছিল। এই রিপোর্ট লিখা পর্যন্ত তাদের জানাজার সময় ঠিক করা হয়নি। আফ্রিদের বাড়ী বৃহত্তর নোয়াখালীর ফেনীতে। তার বাবা আর্জু হায়দার ১৯৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। তখন আফ্রিদের বয়স ছিল মাত্র ৫ বছর। এস্টোরিয়াতেই তিনি বেড়ে উঠেছিলেন।

ঘটনার খবর পাওয়ার সাথে সাথে কমিউনিটির অনেকেই ছুটে যান আফ্রিদের এস্টোরিয়ার বাড়ীতে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কমিউনিটি নেতা শরীফ লস্কর, নিশান রহিম আরো অনেকে। তাৎক্ষনিকভাবে বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ মোনাজাত।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে শরীফ লস্কর বাংলা পত্রিকার সাথে আলাপকালে বলেন, অনেকেই এখন বিভিন্ন লেক ও বীচে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে সাঁতার না জানলে পানিতে না নামতে তিনি আহ্বান জানান সবার প্রতি।

ডেপুটি স্পিকার হলেন শামসুল হক টুকু

(প্রথম পাতার পর)

মনোনয়নের পর তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। প্রয়াত ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়ার স্থলাভিষিক্ত হলেন তিনি। ডেপুটি স্পিকার হিসেবে শামসুল হক টুকুর নাম প্রস্তাব করেন প্রধান হুইপ নূর-ই-আলম চৌধুরী। সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন সাবেক আইন প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলাম।

২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি ফজলে রাব্বী মিয়া একাদশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর গত ২২ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রে তিনি মারা যান। তার মৃত্যুতে ডেপুটি স্পিকারের পদ এবং গাইবান্ধা-৫ আসন শূন্য হয়।

অপরদিকে ১৯৪৮ সালের ৩১ মে পাবনার বেড়া উপজেলায় বৃশালিখা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শামসুল হক টুকু। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র টুকু মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিব বাহিনীর সদস্য ছিলেন। পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের এই নেতা প্রথমবার ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে বসেন। প্রথমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয় টুকুকে। পরে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

ফুলেল শ্রদ্ধায় জাতীয় কবিকে স্মরণ

(প্রথম পাতার পর)

সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলা একাডেমি, নজরুল গবেষণা কেন্দ্র, নজরুল একাডেমি, কবি কাজী নজরুল ইনস্টিটিউট, জাতীয় জাদুঘর, নজরুল চর্চা কেন্দ্র 'বাঁশরী', আওয়ামী লীগ, বিএনপি, বাসদ, ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (মার্ক্সবাদী), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের পক্ষ থেকে সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

প্রথমে সকাল সাড়ে ৭টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক মো: আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কবির সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ করেন। এরপর সমাধি প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা কবির সমাধিতে যান। সেখানে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে এবং পরে দলের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তারা। আওয়ামী লীগের পাশাপাশি বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীসহ দলের নেতাকর্মীরা জাতীয় কবিকে ফুলেল শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

কবি নজরুলের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আখতারুজ্জামান বলেন, 'জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাম্যের কবি, অসাম্প্রদায়িক ও মানবতার কবি। বঙ্গবন্ধু ও কবি নজরুলের মধ্যে একটি অসাধারণ সখ্য ছিল। বঙ্গবন্ধুই মূলত কবি নজরুলকে দারিদ্র্যপীড়িত জীবনাচার থেকে উদ্ধার করে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। দু'জনই মানবতাবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও উদার জীবন দর্শন। অনেক বিশাল কবির সাহিত্য সম্ভার। তার সাহিত্য সম্ভারে নানাবিধ মূল্যবোধ ও নানা ধরনের ভাবদর্শন।'

ভিসি আরো বলেন, তার মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার স্পৃহা ছিল। ছিল ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিপালনের ইঙ্গিত। তার কবিতা গান মানুষকে সব সময় অনুপ্রেরণা দেবে, বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের যেকোনো মানবগোষ্ঠী যেকোনো পরিস্থিতিতে তার ভাবদর্শন মানুষ অনুসরণ করবে। তার মধ্য দিয়েই এ কবি অমর হয়ে থাকবেন। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহম্মদ নুরুল হুদা শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি (নজরুল) মানুষের একটি ব্যক্তিসত্তা এবং স্বাধীনসত্তার বোধকে জাগ্রত করার সংগ্রাম করেছেন। জাতিসত্তা নিয়ে একটি জাতিরাষ্ট্র হতে পারে, তার স্বপ্নদ্রষ্টা হলেন নজরুল; আর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী চেতনার জন্য জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কবির সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, নজরুল শুধু সমকালের নন, তিনি সর্বকালের। আমরা তাকে বেশি করে মনে করব, তার অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী চেতনার জন্য।

এ সময় শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দীন নাছিম ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক অসীম কুমার উকিল উপস্থিত ছিলেন।

নজরুলের সমাধি প্রাঙ্গণে রিজভী সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের সংগ্রামের প্রধান অনুপ্রেরণা হলেন নজরুল। তিনি তার লেখনী দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। এ জন্য তিনি দুঃশাসনের অভিঘাতের শিকার হয়েছেন। নজরুলকে বিশ্ব মানবতার কবি, দ্রোহের কবি হিসাবে বর্ণনা করে এই বিএনপি নেতা বলেন, নজরুল অন্যায় অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। আবার অন্য দিকে প্রেম ভালোবাসায় ভাসিয়ে দিয়েছেন মানুষকে। মায়া ভালোবাসা ও মানুষের সাথে মানুষের বন্ধনের জন্য লেখনীর মাধ্যমে জাগ্রত করেছেন। এ সময় রিজভীর সাথে বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য রফিক সিকদার, জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা-জাসাসের সদস্যসচিব জাকির হোসেন রোকন উপস্থিত ছিলেন। এ দিকে কাজী নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি ঘোষণাটি গেজেট আকারে প্রকাশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের জোর দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ। গতকাল জাতীয় ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ মুসলিম লীগের উদ্যোগে বাদ জোহর দলীয় কার্যালয়ে সভাপতি অ্যাডভোকেট বদরুদ্দোজা সুজার সভাপতিত্বে আয়োজিত এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ উপরিউক্ত মন্তব্য করেন।

প্রধান আলোচক কবি মাহমুদুল হাসান নিজামীসহ আলোচনায় আরো অংশগ্রহণ করেন দলীয় মহাসচিব কাজী আবুল খায়ের, নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আজিজ হাওলাদার, স্থায়ী কমিটির সদস্য আনোয়ার হোসেন আবুড়ী, কেন্দ্রীয় নেতা শেখ কাইয়ুম, অ্যাডভোকেট আফতাব মোল্লা, ইসলামী ঐক্যজোটের সহসভাপতি শওকত আমীন, ফেডারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির আহ্বায়ক ড. এ আর খান, সলিমুল্লাহ একাডেমির সভাপতি মো: আব্দুল জাব্বার, দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও আন্দোলনের সভাপতি কে এম রকিবুল ইসলাম রিপন, দেশপ্রেমিক নাগরিক পার্টির চেয়ারম্যান আহছানউল্যাহ শামীম, মুসলিম সমাজের সভাপতি মো: মাসুদ হোসেন, সমাজতান্ত্রিক পার্টির চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার হাফিজুর রহমান।

ট্রাম্পের বাড়িতে অভিযানের সার্চ ওয়ারেন্ট প্রকাশ

(প্রথম পাতার পর)

করা হয়েছে। তবে এটিতে কিছু সংশোধন করে এরপর প্রকাশ করা হয়েছে। ফেডারেল আদালতের একজন বিচারকের নির্দেশে এই সার্চ ওয়ারেন্ট প্রকাশ করা হয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাড়িতে তল্লাশি চালানোর আগে বিচার বিভাগ এই ওয়ারেন্ট দিয়েছিল। এর মধ্যে রয়েছে কেন তদন্তকারীরা মনে করেছিল ট্রাম্প অপরাধ করেছেন এবং এফবিআইয়ের কর্মকর্তারা কি ধরনের আলামত পাওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাসী ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাজিস্ট্রেট ব্রুস রেইনহার্ট বিচার বিভাগকে এই তল্লাশি হুকুমনামা প্রকাশের জন্য নির্দেশ দেন। আইনজীবীরা জানিয়েছেন এই ওয়ারেন্টে কিছু সংশোধন করা হয়েছে কারণ যারা প্রত্যক্ষদর্শী ছিল তাদের নিরাপত্তা রক্ষা করার নিমিত্তে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিচারিক তথ্য গোপন রাখার জন্য।

এদিকে কেন ট্রাম্পের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছিল তার চারটি কারণ জানিয়েছেন এফবিআইয়ের একজন বিশেষ এজেন্ট। প্রথমটি হলো- কিভাবে গুরুত্বপূর্ণ নথি হোয়াইট হাউজ বা অন্য স্থান থেকে বের করা হয়েছে এবং সেগুলো মার-এ-লাগোতে এসেছিল সেটি খুঁজে বের করতে। দ্বিতীয়টি হলো- গুরুত্বপূর্ণ যেসব নথি মার-এ-লাগোতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেগুলো কি এ বাড়িতে থাকা বৈধ ছিল কিনা সেটি খুঁজে বের করা। তৃতীয়টি হলো- আরও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি মার-এ-লাগো বা অন্য কোথাও রাখা হয়েছে কিনা। চতুর্থটি হলো- কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোন ব্যক্তি এসব নথি বের করেছে তার পরিচয় খুঁজে বের করা।

এফবিআইয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ১৫টি বক্সে তারা ১৮৪টি গোপন নথি পেয়েছে। যেগুলো ট্রাম্পের বাড়িতে থাকার কথা ছিল না। সূত্র: সিএনএন

পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে দোটানায় সরকার

(প্রথম পাতার পর)

সরকার দোটানায় রয়েছে। আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় থাকার ব্যাপারে ভারতকে জড়িয়ে মন্তব্য করে দলের মধ্যে চরম সমালোচনার মুখে পড়েছেন আব্দুল মোমেন। নেতারা ইতোমধ্যে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। আব্দুল মোমেনকে প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী করা সঠিক হবে কি না, তা বোঝার চেষ্টা করছেন সরকারের নীতিনির্ধারকরা।

চট্টগ্রামে এক অনুষ্ঠানে আপত্তিকর মন্তব্য করার পরের দিন সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে আব্দুল মোমেনকে ভর্ৎসনা করা হয় বলে জানিয়েছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আওয়ামী লীগের একাধিক নীতিনির্ধারক। তারা বলেছেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ওই মন্তব্য দেশের জনগণ, এমনকি ভারতের শাসক মহলও ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেনি। এ অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ এই সফরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেনকে সঙ্গী হিসাবে নেওয়া ঠিক হবে না বলেই তারা মনে করছেন।

পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী আগামী ৫ সেপ্টেম্বর দিল্লি যাওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। অতীতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে ছাড়াই বিদেশ সফরে গেছেন-এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই সম্ভাব্য অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এড়াতে দিল্লি সফরে আব্দুল মোমেনকে না নেওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতারা সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পরামর্শ দিয়েছেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় দিল্লি সফরে প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গীর পূর্ণাঙ্গ তালিকা চূড়ান্ত করেনি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এই সফর রাজনৈতিক দিক দিয়ে বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। এই সফরে কুশিয়ারার পানি উত্তোলন নিয়ে সমঝোতা স্মারক হতে পারে। নিষ্পত্তি হতে পারে আরও কয়েকটি অমীমাংসিত বিষয়। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে অথবা ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। তাই আগামী নির্বাচনের আগে এটাই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সর্বশেষ ভারত সফর বলে ধারণা করা হচ্ছে। নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দিক দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ভারত সফরকে গুরুত্বের সঙ্গে বিশ্লেষকরা দেখলেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের বক্তব্যে দুই দেশের সরকারই কিছুটা বিব্রত।

সরকারের নীতিনির্ধারকরা আসন্ন দিল্লি সফরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন অন্তর্ভুক্ত থাকলে কোনো ধরনের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হতে পারে-এর সম্ভাব্য ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করছেন। ভারতের গণমাধ্যমের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হতে পারেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী-এমন আশঙ্কা করছেন তারা।

মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত বছর (২০২১ সালের মার্চে) সর্বশেষ বাংলাদেশ সফর করেন। সেসময় তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দিল্লি সফরের আমন্ত্রণ জানিয়ে যান। এর আগে ২০১৯ সালের অক্টোবরে শেখ হাসিনা সর্বশেষ ভারত সফর করেন। এই সফরে দুই দেশের মধ্যকার বিদ্যমান সুসম্পর্ক সামনের দিনগুলোয় আরও এগিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হবে।

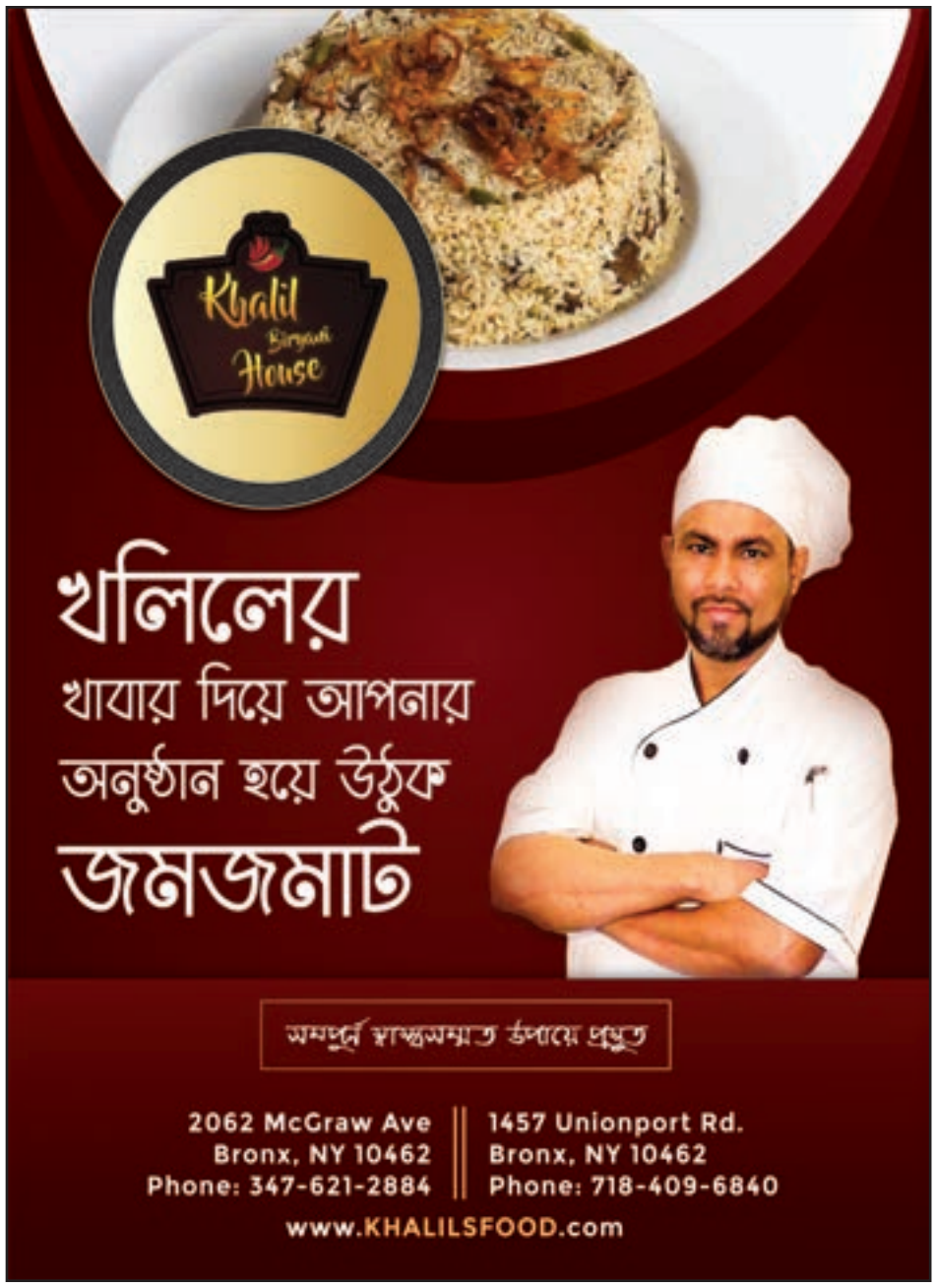
শেখ হাসিনা ৫ সেপ্টেম্বর ভারত গিয়ে সেখানকার কূটনীতিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে ৬ সেপ্টেম্বর। দুই নেতার যৌথ ঘোষণায় বাংলাদেশ ও ভারতের বিদ্যমান সুসম্পর্কের বিষয়টি সবচেয়ে বেশি ফোকাস করা হবে বলে জানা গেছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে এমন একটি আয়োজনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন যেন কোনো অস্বস্তির কারণ না হয়ে দাঁড়ান, সে ব্যাপারে সরকারের নীতিনির্ধারকরা সতর্ক রয়েছেন।

বন্দুক হামলায় নিহত ৬

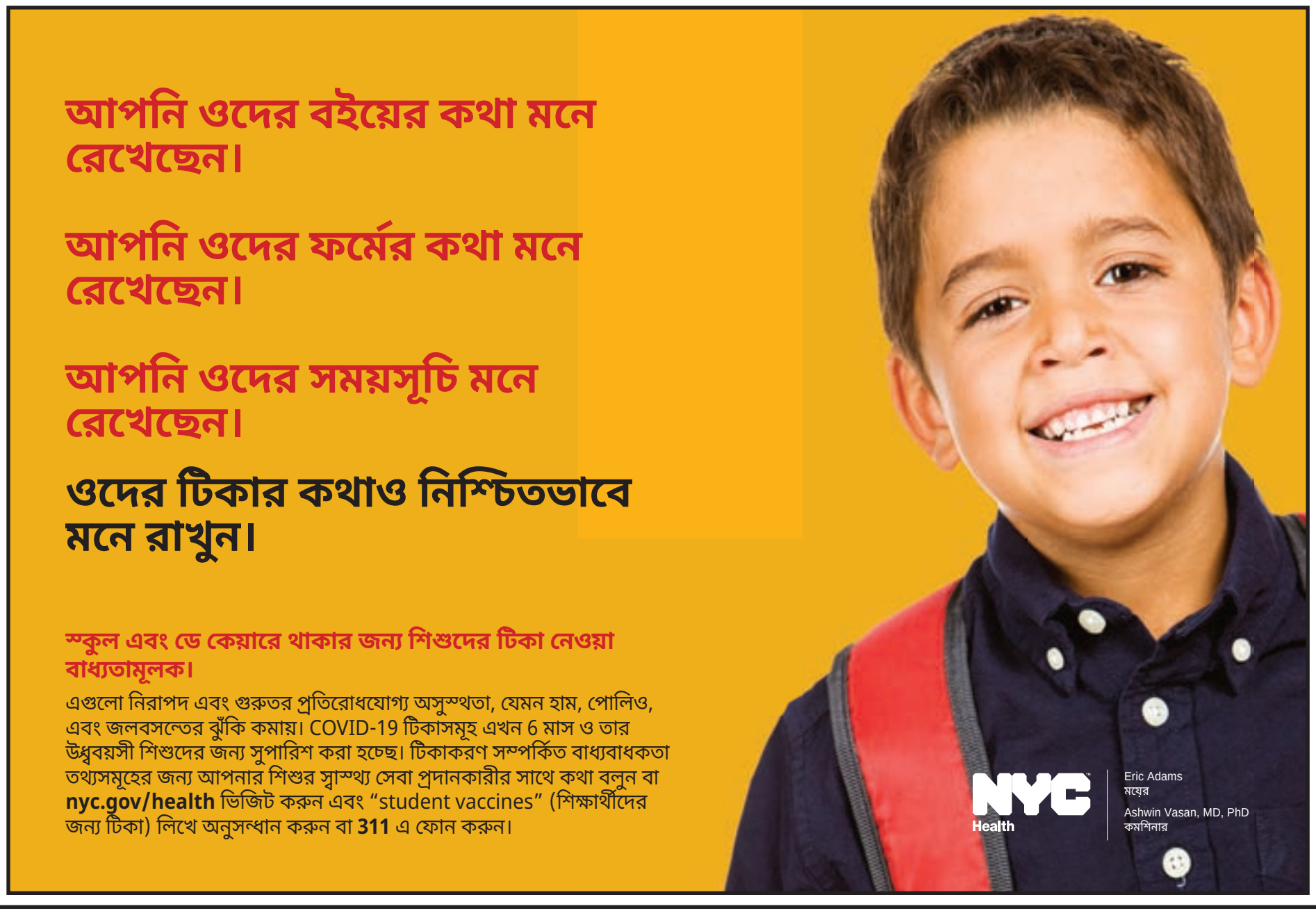
(প্রথম পাতার পর)

হয়েছে। সন্দেহভাজন ওই বন্দুকধারী বেশ কিছু ঘরবাড়িতে এলোপাতাড়ি গুলি ছোঁড়ে। গুলির শব্দে যারা বাইরে বেরিয়ে আসে তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়। হিউস্টনের পুলিশ/প্রধান ট্রয় ফিনার সংবাদ সম্মেলনে বলেন, খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এবং বন্দুকধারীকে ঘিরে ফেলে। পরে পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করে।

সংবাদ সম্মেলনে ডেট্রয়েট শহরের পুলিশ প্রধান জেমস হোয়াইট বলেন, উদ্দেশ্যহীন এবং এলোমেলোভাবে গুলি চালানো হয়েছে। যারা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন, তাদের একজন বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, একজন কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটছিলেন আর একজন ঠিক রাস্তার ওপরে ছিলেন। চতুর্থ ব্যক্তি একটি গাড়ির ভেতর ছিলেন। তিনি জানালা দিয়ে উঁকি দিলে তাকেও গুলি করে ওই বন্দুকধারী। ডেট্রয়েটের মেয়র মাইক ডুগান সাংবাদিকদের বলেছেন, সন্দেহভাজন বন্দুকধারীকে ধরার জন্য একাধিক সংস্থার গোয়েন্দারা কাজ করছেন। শিগগির তিনি ধরা পড়বেন বলে আশা করা হচ্ছে।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
(100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied)
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


আপনি ওদের বইয়ের কথা মনে রেখেছেন।
আপনি ওদের ফর্মের কথা মনে রেখেছেন।
আপনি ওদের সময়সূচি মনে রেখেছেন।
ওদের টিকার কথাও নিশ্চিতভাবে মনে রাখুন।
স্কুল এবং ডে কেয়ারে থাকার জন্য শিশুদের টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক।
এগুলো নিরাপদ এবং গুরুতর প্রতিরোধযোগ্য অসুস্থতা, যেমন হাম, পোলিও, এবং জলবসন্তের ঝুঁকি কমায়। COVID-19 টিকাসমূহ এখন 6 মাস ও তার উধ্বর্বয়সী শিশুদের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে। টিকাকরণ সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা তথ্যসমূহের জন্য আপনার শিশুর স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন বা nyc.gov/health ভিজিট করুন এবং "student vaccines" (শিক্ষার্থীদের জন্য টিকা) লিখে অনুসন্ধান করুন বা 311 এ ফোন করুন।
NYC Health
Eric Adams
মেয়র
Ashwin Vasan, MD, PhD
কমিশনার



যার জন্য সবকিছু ত্যাগ করতে রাজি অপু বিশ্বাস

বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার একসময়ের সফল জুটি ছিলেন শাকিব খান ও অপু বিশ্বাস। পর্দায় তাদের রসায়ন বাস্তব জীবনেও রূপ নেয়। বিয়ে করেন দুজনে। কিন্তু সেই সম্পর্ক বেশি দিন টিকেনি। শেষ পর্যন্ত তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

সম্প্রতি কলকাতার একটি গণমাধ্যমেও এ বিষয়ে মন্তব্য করেন। একই সঙ্গে জীবনের খুশির ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, 'মা হওয়া। ভুল করে হলেও মা হয়েছি'। অপু বোঝাতে চেয়েছেন, বিয়েটা ভুল হলেও মা হয়ে তিনি খুশি। আব্রাম খান জয়ের মতো ছেলের মা হতে পেরে নিজেকে বরাবরই ভাগ্যবতী মনে করেন নায়িকা। অনেকেই তার কড়া সমালোচনা করেছেন।

বাধ্য হয়ে তাই ভিডিওবার্তা দিলেন অপু বিশ্বাস। নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেখানে। জানালেন, তার আবেগ না বুঝে যেভাবে সবাই সমালোচনা করেছেন, তাতে তিনি কষ্ট পেয়েছেন।

অপু বলেন, সন্তানকে নিয়ে আমার যুদ্ধ, পথচলা সব আপনারা দেখেছেন। এ বিষয়ে সবাই জানেন। কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছি– খুব অল্প বয়সে বিয়ে করেছি, বাচ্চা নিয়েছি। হয়তো হুটহাট এই সিদ্ধান্তগুলো ভুল ছিল। স্পেসিফিক আমার সন্তানের জন্য কখনো কোনো ভুল নেই। তার জন্য শুধু ক্যারিয়ার কেন, সব কিছুই সেক্রিফাইজ করতে রাজি আছি।

অপু বিশ্বাস বলেন, 'আমি মনে করি, আমার ক্যারিয়ারের পেছনে আপনাদেরও অনেক সাপোর্ট আছে। আপনাদের কারণেই আমার সন্তান আজ সবার কাছে এত প্রিয়, এত ভালোবাসার। আসলে আমি হয়তো বোঝাতে পারিনি। হতে পারে আমার বলাটা আপনাদের কাছে অন্যভাবে গেছে বলেই আপনারা লিখেছেন। অনুরোধ করব, যারা যারা লিখেছেন, অবশ্যই সংশোধন করে নেবেন।'

ছেলে আব্রাম খান জয়ের জন্য শতভাগ ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি উল্লেখ করে অপু বিশ্বাস বলেন, আমার সন্তানের ঊর্ধ্বে কিছুই নয়। আমার পৃথিবী, আমার জীবন- সব কিছু মিলে আমার ছেলে আব্রাম খান জয়। তার জন্য আমার যত সেক্রিফাইজ করতে হবে, শতভাগ করব। সে আমার সব কিছু। তার জন্য আমি যুদ্ধ করে এসেছি, করছি, প্রয়োজনে ভবিষ্যতেও করব।

'ডেপুটি স্পিকার পরিচয়ে' মেহের আফরোজ শাওনকে ফোন, অতঃপর...

বিনোদন ডেস্ক: জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার, বাণিজ্যমন্ত্রী ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব পরিচয়ে প্রতারণা করত মো. রবিউল ইসলাম। এক্ষেত্রে তার টার্গেট থাকত সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা। তার প্রতারণার শিকার হয়েছেন প্রয়াত কথাসাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের সহধর্মিণী ও অভিনেত্রী মেহের আফরোজ শাওন।



গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানা এলাকা থেকে বুধবার দিবাগত রাত দেড়টায় প্রতারক রবিউলকে গ্রেফতার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গত ২৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার দুপুরে ডিএমপির গোয়েন্দা অফিস কম্পাউন্ডে নিজ কার্যালয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানান অতিরিক্ত উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক (অ্যাডিশনাল ডিআইজি) ও ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ।

তিনি জানান, মেহের আফরোজ শাওনের কাছে ফোন করে নিজেকে (প্রয়াত) ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়া পরিচয় দেন রবিউল। জানান, নুহাশ পল্লীর উন্নয়নে অস্ট্রেলিয়া থেকে একটি বড় ফান্ড এসেছে। যা বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ে জমা আছে। তাকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিবের মোবাইল নাম্বার প্রদান করে ওই নাম্বারে যোগাযোগ করতে বলেন রবিউল।

শাওন ওই মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করলে উপসচিব পরিচয়ে একজন কথা বলেন। অস্ট্রেলিয়া থেকে আসা ফান্ড ট্রান্সফারের জন্য সরকারি ট্যাক্স বা ফি বাবদ ৩১ হাজার ৮৫০ টাকা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রদান করতে বলেন। শাওন সরল বিশ্বাসে টাকা প্রদান করেন। এরপর ওই উপসচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে নাম্বারটি বন্ধ পাওয়া যায়। তখন শাওন প্রতারণার বিষয়টি বুঝতে পারেন। এ ঘটনায় নুহাশ পল্লীর ম্যানেজারের অভিযোগের ভিত্তিতে গত ১২ মে ধানমন্ডি থানায় একটি মামলা হয়। ডিবির সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম বিভাগ মামলাটির তদন্তভার গ্রহণ করে। তদন্তকালে বুধবার তাকে গ্রেফতার করা হয়।

ডিএমপির ডিবি প্রধান বলেন, গ্রেফতারকৃত প্রতারক রবিউল ২০১৯ সাল থেকে বিভিন্ন কৌশলে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম্বার সংগ্রহ করে। এরপর তাদেরকে সংসদের ডেপুটি স্পিকার কখনো বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব পরিচয় দিয়ে ফোন করত। বিদেশি অনুদান প্রাপ্তির প্রলোভন দেখিয়ে সরকারি ভ্যাট ট্যাক্স ও প্রসেসিং ফি বাবদ মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নিয়ে মোবাইল ফোন বন্ধ করে দিতো। এভাবে এই প্রতারক শতাধিক মানুষের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা রিসোর্টের মালিকদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে ডিবির হারুন বলেন, অপরিচিত নাম্বার থেকে ফোন দিলেই যাচাই না করে কোনো লেনদেন করবেন না। কেউ ফোন করলেই সরল বিশ্বাসে টাকা পাঠাবেন না।

ভুক্তভোগী মেহের আফরোজ শাওন বলেন, প্রতারক রবিউল ফোন করে এমনভাবে কৌশলে কথা বলেছে যে আমি তার প্রতারণা ধরতে পারিনি। এভাবে যাচাই না করে টাকা পাঠানো আমার ভুল হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুই আমার নাম দিয়েছিলেন 'বাংলার দীলিপ কুমার'

বিনোদন ডেস্ক: বাংলাদেশের সিনেমার জীবন্ত কিংবদন্তি নায়ক ও নৃত্য পরিচালক জাভেদ অভিনীত সিনেমা সর্বশেষ মুক্তি পায় প্রায় চার বছর আগে। এরপর আর তাকে নতুন কোনো সিনেমাতে অভিনয়ে দেখা যায়নি। কারণ এরপর তিনি শারীরিকভাবেই অনেকটা অসুস্থ হয়ে যান। সেই অসুস্থ অবস্থা থেকে এখনো তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি।

রাজধানীর উত্তরায় তার নিজ বাসভবনে গত ২২ আগস্ট এক ঘরোয়া আড্ডায় মেতে উঠেন তিনি পুরনো দিনের স্মৃতিচারণা নিয়ে।



সেখানে যে বিষয়টি নতুন করে এই প্রজন্মের পাঠক, দর্শককে জানানো জরুরি তা হলো- চিত্রনায়ক জাভেদ যখন নিজেকে নাচে পারদর্শী করে তোলার জন্য তারই নৃত্যগুরু সাধু মহারাজের সঙ্গে ভারতে যান, সেই আসা-যাওয়ার সময়টাতে তিনি তার ভাগ্নেদের বলে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করার কোনো সুযোগ থাকলে যেন তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়।

মূলত জাভেদের ভাগ্নেরা আওয়ামী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার কারণে তখন থেকেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। সেই সময়টাতেই জাভেদের একবার সুযোগ আসে বঙ্গবন্ধুর কাছে যাওয়ার। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর জাভেদ বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে ভারতে নাচের প্রশিক্ষণের জন্য আশীর্বাদ নিতে গেলে বঙ্গবন্ধু তাকে 'বাংলার দীলিপ কুমার' নামে অভিহিত করেছিলেন। সেই সময়ে এ বিষয়টি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রাঙ্গনে বেশ ছড়িয়ে পড়ে।

তখন থেকেই মূলত জাভেদকে 'বাংলার দীলিপ কুমার' নামে অভিহিত করা হয়। জাভেদের বয়স যখন মাত্র ১৪, সেই বয়সেই তিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে পরিবারের সবাইকে ছেড়ে তারই ওস্তাদ সাধু মহারাজের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে আসেন। এখানে এসে তারই ওস্তাদের সঙ্গে সিদ্দিক বাজারে থাকতেন। সেই সময় 'নয়া জিন্দেগী' নামে এক সিনেমাতে অভিনয় করেন তিনি নাসিমা খান ও অঞ্জনার বিপরীতে। কিন্তু সিনেমাটি মুক্তি পায়নি। এরপর আরও বেশ কয়েকটি সিনেমাতে অভিনয় করেন তিনি। তবে ১৯৭০ সালের ৩০ জানুয়ারি মুক্তিপ্রাপ্ত উর্দু সিনেমা মুস্তাফিজ পরিচালিত 'পায়েল' সিনেমাতে দর্শক তাকে লুফে নেয়। এই সিনেমাতে আরও ছিলেন নায়করাজ রাজ্জাক, শাবানা। মূলত এই সিনেমাতে তাকে দেখতে দীলিপ কুমারের মতোই লাগত। ১৯৭০ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত নায়কদের মধ্যে জাভেদ ছিলেন অসম্ভব জনপ্রিয়। নিজে নাচতেন ও নায়িকাদের নাচিয়ে পর্দা কাঁপিয়ে তুলতেন। শাবানা, ববিতা, অঞ্জু ঘোষ, রোজিনা, সুজাতা, সুচরিতা প্রমুখ ছিলেন তার নায়িকা। 'নিশান' সিনেমাতে জাভেদের অভিনয় প্রমাণ করেছিল, তিনিও যে রঞ্জনের মতো এক দুঃসাহসিক নায়ক। নায়ক হিসেবেই নয়, নৃত্য পরিচালক হিসেবেও একসময় ছিল তার ব্যস্ততা।

জাভেদের জন্ম ১৯৪৪ সালে আফগানিস্তানে। পরে তারা পেশোয়ার হয়ে পাঞ্জাবে আসেন। শৈশবে তার প্রিয় নায়ক ছিলেন দিলীপ কুমার। ১৯৭৪ সালের পর থেকে জাভেদ ঢাকাই চলচ্চিত্রে আবার ব্যস্ত হয়ে উঠেন। একে একে নায়ক হিসেবে অভিনয় করেন- মালকা বানু, অনেক দিন আগে, শাহাজাদা, রাজকুমারী চন্দ্রবান, সুলতানা ডাকু, আজো ভুলিনি, কাজল রেখা, সাহেব বিবি গোলাম, নিশান, বিজয়িনী সোনাভান, রূপের রানী, চোরের রাজা, তাজ ও তলোয়ার, নরম গরম, তিন বাহাদুর, জালিম, চন্দন দ্বীপের রাজকন্যা, রাজিয়া সুলতানা, সতী কমলা, বাহারাম বাদশা, আলাদিন আলী বাবা, সিন্দাবাদ প্রভৃতি ছবিতে।

অভিনয়ের পাশাপাশি এসব সিনেমাতে নৃত্য পরিচালক হিসেবেও তিনি কাজ করেছিলেন। 'মনের ঐ ছোট্ট ঘরে আগুন লেগেছে হায়রে', 'নাচো নাচো গো অঞ্জনা', 'চাকভুম চাকভুম চাঁদনী রাতে', 'মালকা বানুর দেশেরে বিয়ের বাজনা বাজেরে', 'ওরে ও বাঁশিওয়ালা' ইত্যাদি জনপ্রিয় গানেরও নৃত্যপরিচালক ছিলেন তিনি। জাভেদ এ পর্যন্ত প্রায় দুই শতাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন- একসময় বছরের পর বছর মুক্তি পাওয়া প্রায় প্রতিটি ছবির নৃত্যপরিচালক ছিলেন তিনিই।



শাকিবের নায়িকা হতে আপত্তি নেই মাহির

বিনোদন ডেস্ক: শাকিব খান সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। শাকিবের ফেরার পরপরই গুঞ্জরিত হতে থাকে তাঁর পরবর্তী সিনেমার নায়িকা হতে যাচ্ছেন নাটকের জনপ্রিয় মুখ সামিরা খান মাহি। শাকিবের হাত ধরেই অনেক নায়িকা ক্যারিয়ারে সাফল্য পেয়েছেন। তার নতুন সিনেমায় নায়িকা ছোট পর্দা থেকে নির্বাচন করা হতে পারে এমন কথা শোনা গেছে।

নিউইয়র্ক সূত্রের বরাত দিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সামিরা খান মাহির শাকিবের সঙ্গে অভিনয়ের বিষয়টি উল্লেখ করে। অবশ্য গণমাধ্যমগুলো খুব শক্তভাবে সম্ভাবনার কথাই বলছিল।

তবে জানা গেছে, শাকিবের কাছে প্রযোজকরা নাটকের বেশ কয়েকজন অভিনেত্রীর নাম প্রস্তাব করেছেন। সেক্ষেত্রে নতুন কারও সঙ্গে কাজের আপত্তি নেই জানিয়েছেন শাকিব। শাকিবের বক্তব্য প্রোজেক্ট আন্তর্জাতিক মানের হতে হবে এবং তা দেশের বাইরে মুক্তি দেওয়ার মতো হতে হবে। শাকিবের সঙ্গে প্রযোজকদের বেশ কয়েকটি মিটিংয়ে সামিরা খান মাহির কথা বারবার এসেছে।

তবে এ বিষয়ে মাহি কিছুই জানেননি। গত ২৬ আগষ্ট শুক্রবার বিকেলে কালের কণ্ঠের সঙ্গে আলাপকালে সামিরা খান মাহি স্পষ্ট জানান তার সঙ্গে শাকিব খান কিংবা শাকিব খানের পক্ষ থেকে কারো সঙ্গেই কথা হয়নি।

প্রস্তাব পেলে অভিনয় করবেন কি না এমন প্রশ্নের জবাবে মাহি বলেন, 'অবশ্যই করবো। এটা নির্ভর করবে সিনেমার গল্পের ওপর, চিত্রনাট্যের ওপর। সবকিছু ঠিক থাকলে কেন করবো না?'

গুঞ্জন ছড়ানোর কারণ না জানলেও নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ছোট একটি ব্যাপার জানালেন। বললেন, "গুঞ্জনের শুরু কীভাবে তাও জানি না। তবে শাকিব খান দেশে আসার পর আমার কাছে একটি ফোন আসে। ফোনে অজ্ঞাত এক ব্যক্তি তার নাম বলার পর আমাকে বলেন, 'একটা সুখবর আছে'। তারপর 'শাকিব খানের সঙ্গে আমাকে নিয়ে কাজের কথা হচ্ছে' বলে জানায়। এরপর আমি 'ওকে' বলে ফোন রেখে দেই।"

সামিরা খান মাহি বর্তমানে নাটকের কাজ নিয়েই ব্যস্ত সময় পার করছেন।

জনপ্রিয়

TiME television

www.timetvusa.com

টাইম টিভিতে চোখ রাখুন

Rediffmail pro | jadoo tv | BTV Around the clock | desh IPTV

Everest | NETcable | STAR | BLUE BOX

SKY Cable | mycable | YUPPTV | World Cable

Jagobd.com

আমাদের অগণিত দর্শক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী

শুভেচ্ছা

যে কোনা লাইভ অনুষ্টান ও বিজ্ঞাপনের
জন্য যোগাযোগ করুন

718-753-0086 /646-291-7408



ABU ZAFAR MAHMOOD
Chairman and CEO
Bangla CDPAP Services Inc
Alegra Home Care Inc

Only for invited guests

BANGLA CDPAP & ALEGRA

Ghazal Night

Get Indulge In A Melodious Evening of Ghazals

Monday, Sep. 5, 2022 @ 7:00 PM

Gulshan Terrace, 59-15 37th Ave, Woodside, NY 11377



Presenter
Sharmina Shiraz Sonia

Singers:
Trinia hassan
Chandan chowdhury
Lemon chowdhury



Location

Corporate Office
72-26 Broadway, 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372
888-212-3237 (Toll Free)

Jackson Heights Office
72-28 Broadway, 1st Floor,
Jackson Heights, NY 11372
718-708-9751, 646-769-0966

Brooklyn Office
544 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
718-675-0209, 646-769-0966

BANGLA CDPAP SERVICES
www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

BANGLA CDPAP SERVICES INC.
ALEGRA HOME CARE INC.

We Have The Best MLTC in The City

banglacdpap.com alegracare.com 888-212-3237 (Toll Free)

ALEGRA® HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com



সাহিত্য সাময়িকী

নেলসন ম্যান্ডেলার ভাই
দুখু বাঙাল

অভিধানের অর্গল ভেঙে স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের নামের
জয়ধ্বনিতে বেরিয়ে পড়ল অগণিত শব্দের মিছিল।
অথচ সেই স্বাধীনতা আর গণতন্ত্র কি-না খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে
এলো সবশেষে। সাতচল্লিশে ভারতবর্ষে, একাত্তরে ফের বাংলাদেশে
ইউরোপ-আফ্রিকায় পৃথিবীর সর্বত্রই একই চিত্র।

বুঝলাম স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের শরীর-স্বাস্থ্য দেশে
কি বিদেশে কোথাও ভালো থাকে না।
নিরাপদ বন্দীশালায়ও এরা রক্তাক্ত হতে থাকে ক্রমাগত
হয়তো নিপীড়ন নির্যাতন আর রক্তাক্ত হবার জন্যই জন্ম এই শব্দ দুটির।

মিছিলের মধ্য থেকে হঠাৎ একটি শব্দ নিজেকে নেলসন ম্যান্ডেলার ভাই
বলে পরিচয় দিয়ে ক্রোধ আর ক্ষোভে হাত তুলে বলতে থাকল-
দোহাই, আমাকে আর সন্ত্রাসী বলো না কখনো, বলো না ডাকাত।
বলো, বিপ্লবী-দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার মহান সৈনিক-
কাশ্মীর কাতালন ইউক্রেন অথবা বর্মায়।

পরিত্যক্ত বাগরাম বিমান ঘাঁটির মতো শূন্যতায় খাঁখাঁ করছে অভিধান
সুস্থ গণতন্ত্র আর সতেজ স্বাধীনতা ছাড়া
আন্দোলিত শব্দেরা ফিরবে না নিজ গৃহে আর কোনোদিন।

যদি বৃষ্টি হতাম
মুস্তফা হাবীব

কোনো অহংকারই থাকতো না তোমার
দিল্লীর আকাশ হতে গড়িয়ে পড়তাম অবয়বে।
ভাবছো, আমি যেসব স্বপ্নসৌধ নির্মাণ করি
সব হৃদয়ঘটিত সময়ের উচ্ছ্বাস মাত্র,
শব্দখেলা, পাড়হীন সমুদ্রে কাগজের নৌকো।

তোমার ভাবনা অমূলক নয়
কোথায় দখিন বাংলার দিলখোলা কবিতা পার্ক!
আর কোথায় পৃথিবীর এক রাজনগর দিল্লী!
ভূতাত্ত্বিক সম্পর্কের দোতনা নেই লেশমাত্র।

তবে আমি যদি বৃষ্টি হতাম
তোমার সব দ্বিধা, সংকোচ মুছে দিয়ে
আষাঢ়ে গল্পকে জীবনমুখী গল্পে রূপ দিতাম ...
দিল্লির আকাশ হতে ঝরতাম অঝোরধারায়
আর আমার প্রতিটি ফোঁটা অমৃত হয়ে
ভেজাতো তোমার চুল, কপোল, ঠোঁট, গ্রীবা,
স্তনযুগল, নাভী এবং তোমার গোপন সব ঐশ্বর্য।

আমি কবি, স্বপ্নের ফেরিওয়ালা বলেই
তুমি রয়ে গেছো অচেনা, স্বর্গকুমারী।
মনিকা, আমি বৃষ্টি হইনি বলে
তুমি আমার ভূবনে এক অপরাজেয় নারী নীলিমা।
দূর থেকে শুধু লাবণ্য ছড়িয়ে যাও,
ছড়াও অহংকার।

প্রতিবিম্ব
জাফরুল আহসান

বিষণ্নতায় যখন দুহাত ভরে আশ্রয় চেয়েছে
স্মৃতির দুয়ারে ঢেউ খেলা চুলে মেঘ কি বৃষ্টি
ছুঁয়েছে?

মেঘ বৃষ্টির খুনসুটি ভুলে অচেনা হয়েছে সময়
মৌন জ্যোৎস্নায় একাকি হাঁটে কি অচেনা
একটি হৃদয়?

বিশ্বাসে ভয়, সন্দেহ বাড়ে আঁধারে নগ্ন বাতাসে,
নির্জনে সেও যৌবনের ভাষা খুঁজে তৃষ্ণা ও সাহসে
মূলত মানুষ নিজের ভেতর নিজেকে লুকায় একাকি।
বেলা অবেলায় হারিয়ে যাওয়া সেইসে হৃদয় পাবে কি!

সন্ধ্যা ঘনালে তৃষ্ণার জলে বিম্বিত যে অন্তর
মৌন জ্যোৎস্নায় জলের ভেতর পাপড়ি মেলেছে অধর।

নিজের কীর্তি
দিলীপ কির্ত্তুনিয়া

নিজের কীর্তিও আমার প্রেরণা।
জীবন জেগে ওঠে
আমি যখন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি -
আর মরে যায় আমার ভেতরের
কত ধরনের মরণ।

দুঃখের দেয়াল সরিয়ে রেখে
আমি সুখী হই।

গোলাপের হাসির মত
আমার পুরোনো
আমাকে নতুন করে
ভরিয়ে তোলে।

আমার নির্মাণ সে
জন্ম জঠর হয়ে যায়
ফিরে পাই নবজন্ম এক।

প্রজাপতি পাখির ডানায়
জেগে ওঠে
আরো কিছু করার খেয়াল।

স্বপ্ন
আবদুল হামিদ সোহেল

স্বপ্নকে স্বপ্ন বলি স্বপ্নতো অলীক নয়
তাই যেন স্বপ্নের থাকি কাছাকাছি,
কি জানি কী ভেবে থাকি সবসময়
স্বপ্নের মাঝে যেন ঠিক বেঁচে আছি।

একদিন স্বপ্নেরা বলবে আমায়
কেন তার থেকে আমি দূরে সরে থাকি,
স্বপ্নেরা নিশ্চুপে কাঁদে নিরালায়
আশা নিয়ে স্বপ্নের শুধু ছবি আঁকি।

আগুনে ভয়, জলেও
ফারুক ফয়সল

অগ্নিকে আমি দূরে রেখে চলি তার বিনাশী রূপের জেরে
জলকে কাছে টানতেও ভয়, ভাসিয়ে নিয়ে যায় স্রোতের তোড়ে
আগুন বড় বিধ্বংসী, পোড়ায় কেবলই, যম হয়ে নেয় কাছে টেনে
বর্ষার প্রমত্তা নদী দুকূল ভেঙ্গে ছাপিয়ে যায় জনপদের উঠোনে
আগুন বড় ছদ্মবেশী, ধিকি ধিকি জ্বলে ছাইয়ের গাদার নিচে
নরম পেলব ছাই মুঠিতে নিলে হাত পোড়ে অসতর্কে
নদী সাগরের জল বাতাসের সহযোগে ঘূর্ণিরূপে বসতি আছড়ে ফেলে
ভাঙ্গনের জল হু হু ঢোকে, দেয়াল ধ্বসে চাল চুলো নেয় কেড়ে

জানি- অগ্নি বিনাশী, জলও হয় প্রাণ সংহারী
আগুনকে ভয় করি বলে সার্থক প্রেমিক হতে পারিনি
কবি দেখেছিলেন- কোনো কোনো জলে কখনো আগুন জ্বলে
নারীর রূপের আগুন তাপে গলতে চাইনি বলে কোমল জলে করিনি স্নান।

বৃন্তচ্যুত
জাফর ওবায়েদ

বেহায়া বিশ্বাসের বেলিফুল। বৃন্তচ্যুত ভাবের পাপড়ি পড়ে আছে আলুথালু।
জড়ো করে কী লাভ বলো! অযথাই সময়ের কেন অপচয়!

পশ্চিমা পালঙ্ক। বুকভরা বিবস্ত্র প্রেমের পরাগ। তার কোলে অসহায় রাত্রি যাপন।

সাপের ফণার মতো ঢেউ তোলা লোভের লতা। বিষের ছোবল হতে কী করে বাঁচি?
আমি কি আগের মতো আছি!

থোক বরাদ্দের জীবন। সে-ও দাঁতাল সময়ের করতলে। কামড়ে খেয়েছে নিদ্রাসুখ,
আড্ডাপ্রাণ সন্ধে।

অনাবাদী জমি, শব্দখামার। আবার কি ভরবে তা ফলে ও ফসলে! আবার কি হবে দেখা
মৌন সবুজ মুখ!

মানুষের চরিত্র বদলে যেতে দেখেছি
হাবিব ফয়েজি

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভাইরাস 'করোনার' ভয়ে
অনেক সিংহ পুরুষকে বিড়াল হতে দেখেছি
ধনী-গরীবের তফাৎ ভুলে গিয়ে তখন
সবাই এক কাতারে দাঁড়িয়েছিলো
প্রায় সকলেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলো-
সবার যাত্রাপথ একটাই-
অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলো 'এক আল্লাহতে'

শীতকালে পাতা ঝরার মতো ঝরে পড়ছিলো মানুষ
ঘন্টায়, মিনিটে মৃত্যু সংবাদে বিচলিত ছিলো পুরো পৃথিবী

বিভৎস ইতিহাসের স্বাক্ষী জীবিতরা
হিংসা-বিদ্বেষ, কিংবা আত্মঅহংকার ভুলে গিয়েছিলো
অথবা সবধরণের পাপকাজ থেকে মুক্ত থাকতে
সবাই যেন প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিলো তখন
কারও মুখাবয়বে সুন্নাতি দাড়ি
কারও মাথায় ওঠেছে টুপি, হাতে তসবিহ
এককথায় পাক্কা ইমানদারের সংখ্যা বাড়ছিলো
অবিশ্বাস্যরকমভাবে গাণিতিক হারে

অতঃপর পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হতে শুরু করলো
মানুষগুলো আবার ফিরে গেল আগের জায়গায়
একে একে খুলতে লাগলো পাপের দরজাগুলো!

বাইফোকাল লেন্স

ভয় দেখিয়ে মন জয় করা যায় না

একেএম শামসুদ্দিন

২১ আগস্ট ঢাকার একটি অনলাইন পত্রিকার সংবাদ শিরোনাম দেখে অবাক হয়েছি। অবাক হওয়ার মতো খবরই বটে। 'কলেজে পড়তে হলে বাধ্যতামূলক ছাত্রলীগ করতে হবে'। অনেকে হয়তো বলবেন, এতে অবাক হওয়ার কী আছে! আমার এক বন্ধুও বলেছেন, 'দেশে বর্তমানে রাজনীতির যে সংস্কৃতি চলছে, তাতে এ ধরনের সংবাদে অবাক হওয়ার কিছু নেই'। বন্ধুটি আমাকে প্রশ্ন করে বললেন, 'গত ছয় মাসে যে পরিমাণ রাজনৈতিক পোস্টার দেখেছেন, তাতে কাদের পোস্টারের সংখ্যা বেশি ছিল? দলীয় কিংবা জাতীয় কোনো উপলক্ষ্য হলেই হলো, রাস্তাঘাট, অলিগলি, রেলওয়ে স্টেশন, নদীবন্দর-সর্বস্থানে যে হারে চার রঙা-ছয় রঙা বাহারি পোস্টারে ছেয়ে যায়, তাতে এ দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল ছাড়া অন্য কোনো দলের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ছাড়া অন্য কোনো ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা কোমর সোজা করে দাঁড়াতে পারে কি? দেশের বিভিন্ন শিক্ষালয়ে কেবল ছাত্রলীগের শানিত উপস্থিতিই টের পাওয়া যায়। অন্যদের অবস্থা তো তথৈবচ! তাদের মিটিমিটি উপস্থিতি কতটুকুই বা প্রভাব ফেলতে পারে।'

২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলায় জড়িতদের শাস্তির দাবিতে কক্সবাজার সরকারি কলেজের এক অনুষ্ঠানে কক্সবাজার জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি এসএম সাদ্দাম হোসাইন বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'এ কলেজের ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে ছাত্রলীগের পতাকাতলে আনতে না পারলে সিনিয়রদের নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে হবে।' তিনি বলেন, এ দেশে স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। এ কলেজের উন্নয়ন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনিও ছাত্রলীগের নেত্রী ছিলেন। এ সরকার ছাত্রলীগের সরকার'। সাদ্দাম হোসাইন সাধারণ ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, 'এই কলেজের ক্যাম্পাসে, কলেজের শিরা-উপশিরায় ছাত্রলীগের হক আছে। সুতরাং আপনারা যদি ছাত্রলীগের হকের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ালেখা করতে চান তবে কেন ছাত্রলীগ করবেন না? আপনাদের বাধ্য হয়ে ছাত্রলীগ করতে হবে'। তারপর তিনি কলেজ ছাত্রলীগের নেতাদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'এ কলেজের ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দকে আলটিমেটাম দিয়ে যাচ্ছি, আমরা যদি পরে এসে এ ক্যাম্পাসে কানায় কানায় ছাত্রলীগ কর্মী না দেখি, তাহলে আপনাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেব।' এমন কড়া আলটিমেটামের পর কলেজ ছাত্রলীগ নেতাদের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। তারা সিনিয়রদের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে যখন সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ প্রয়োগ করেন, তখনই অঘটন ঘটে। প্রায়ই শোনা যায়, ছাত্রলীগের কর্মসূচি থাকলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হুমকি-ধমকির ভয়ে, ইচ্ছা না থাকলেও ওইসব কর্মসূচিতে যোগ দিতে বাধ্য হন। যারা যোগ দিতে অস্বীকার করেন, তাদের ওপর নেমে আসে অবর্ণনীয় মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার।

দিন যতই যাচ্ছে, ছাত্রলীগের কতিপয় নেতার দৌরাত্ম্য যেন ততই বেড়ে চলেছে। একটা কেলেঙ্কারি ধামাচাপা পড়তে না পড়তেই আরেকটি সামনে এসে হাজির হয়। সম্প্রতি ইডেন কলেজের ছাত্রলীগের কর্মসূচিতে যোগদান না করায় স্নাতক চতুর্থ বর্ষের কিছু শিক্ষার্থীকে আবাসিক হল থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রলীগের সভাপতি তামান্না জেসমিন ওরফে রীভা। তার সেই হুমকির অডিও রেকর্ডটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে চারদিকে সমালোচনা শুরু হয়। পরে তিনি বাধ্য হয়ে ক্ষমা চান। ক্ষমা চাওয়ার পর, দিনকতক যেতে না যেতেই আবারও তিনি অগ্নিমূর্তি ধারণ করেন। এবার ওই ভাইরাল হওয়া অডিও রেকর্ডটি কে করেছিলেন, তা বের করার জন্য তিনি দুজন ছাত্রীর স্বীকারোক্তি আদায়ে মানসিক নির্যাতন শুরু করেন। নির্যাতনের একপর্যায়ে তার কথামতো স্বীকারোক্তি না দিলে ছাত্রী দুজনকে বিবস্ত্র করে সেই ভিডিও অনলাইনে ভাইরাল করার হুমকিও দেন তামান্না। ছাত্রীনিবাসের একটি কক্ষে সাড়ে ছয় ঘণ্টা নির্যাতনের পর ওই দুজন ছাত্রী তামান্নার কথামতো স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হন। তামান্না ও তার সহযোগীদের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার পর, ভুক্তভোগী একজন ছাত্রী বলেছেন, তামান্না তাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যেতে বাধ্য করেন। অসুস্থ থাকলেও ছাড় নেই। দীর্ঘদিন ধরেই এ নিপীড়ন চলে আসছে। ভুক্তভোগী অপর ছাত্রী কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। সাড়ে ছয় ঘণ্টা নির্যাতনের পর তারা যখন ঘটনার বর্ণনা করছিলেন, তখন তা ভিডিও করা হচ্ছিল দেখে তিনি ভয়ে, আতঙ্কে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'এই ভিডিও বাইরে চলে গেলে আমার নিরপত্তা কে দেবে?' ভুক্তভোগী এ ছাত্রীটি নিজের নিরাপত্তা নিয়ে যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভয়ের যে সংস্কৃতি আমাদের সমাজে শুরু হয়েছে এটা তারই একটি নমুনা। আমরা কি কেউ গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, তামান্না ও তার সঙ্গী-সাথীরা ভুক্তভোগী ওই ছাত্রীর ওপর প্রতিশোধ নেবে না?

ভয়ের সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে মারধরের শিকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী মো. আল-আমিনের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি সুরঞ্জিত প্রসাদ বৃত্ত ও মতিহার হল ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর সাহার ভয়ে ক্যাম্পাস ছেড়ে শরীয়তপুর সদর উপজেলায় নিজের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। তার অভিযোগ, ১৭ আগস্ট ছাত্রলীগের ওই নেতারা বঙ্গবন্ধু হলের ৩৩১ নম্বর রুমে তিন ঘণ্টা ধরে নির্যাতন করে তার ডেবিট কার্ড থেকে ৪৫ হাজার টাকা তুলে নিয়েছেন। এর দুদিন পর ভাস্কর সাহা আরও একটি অপকর্ম করেন। তিনি অর্থনীতি বিভাগের ৪র্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ও একই হলের ২৩২ নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র, সামসুল ইসলামের কাছে ২০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেন। চাঁদা দিতে দেরি করায় ভাস্কর ও তার দুই সহযোগী ১৯ আগস্ট বিকাল ৩টায় হলের ২০২ নম্বর কক্ষে ডেকে নিয়ে তিন ঘণ্টা ধরে লোহার রড ও ক্রিকেট খেলার স্টাম্প দিয়ে সামসুলকে বেধড়ক পেটান। বিষয়টি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতাদের টনক নড়ে। তারা ২০ আগস্ট শনিবার সকাল থেকেই সমঝোতার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। শনিবার দুপুরের পর থেকে সামসুল যাতে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারেন, সেজন্য তার সেল ফোনটি অকেজো করে রাখতে বাধ্য করে। শারীরিক নির্যাতনের পর থেকে সামসুল নিরাপত্তা নিয়ে চরম আতঙ্কের মধ্যে পড়ে যান। এছাড়া তার ওপর ছাত্রলীগের নেতাদের চাপ তো রয়েছেই। শেষ পর্যন্ত ছাত্রলীগের নেতাদের চাপের মুখে সামসুল ভাস্করের সঙ্গে সমঝোতা করতে বাধ্য হন বলে জানা যায়।

এমন পরিস্থিতিতে একজন মানুষ যখন সমঝোতা করতে বাধ্য হন, তখন নিজের বিবেকের কাছে তাকে কত ছোট হতে হয়, তা কেবল ভুক্তভোগীই জানেন। সমঝোতার কথা যখন উঠেছেই, তখন একই ধরনের আরও একটি সমঝোতার ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। বাংলাদেশে শিক্ষক নির্যাতনে কেউ পিছিয়ে নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা, প্রভাবশালী চক্র, ছাত্র কেউই শিক্ষককে মারধর, লাঞ্ছনা ও হামলা করতে পিছিয়ে নেই। শুধু তাই নয়, নির্যাতনের শিকার হওয়ার পরও প্রভাবশালীদের ভয়ে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে নির্যাতনের শিকার শিক্ষক সাহস করে বলতে পারেন না। উলটো নির্যাতনের কথা গোপন করতে বাধ্য হন। রাজশাহীর গোদাগাড়ীর রাজবাড়ী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ সেলিম রেজার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। অধ্যক্ষ সেলিম রেজা রাজশাহী-১ আসনের সরকারদলীয় সংসদ-সদস্য দ্বারা শারীরিক নির্যাতন ভোগ করেও নিজের জীবনের নিরাপত্তার জন্য কষ্ট, অপমান, লজ্জা হজম করে সংসদ-সদস্য তাকে নির্যাতন করেননি বলে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। একজন মানুষ কতটুকু অসহায় হলে লিখিত বিবৃতি দিয়ে প্রকাশ্যে তাকে বলতে হয়, ঘটনা সত্য নয়। অধ্যক্ষ সেলিম রেজার এ ঘটনা আমাদের অনেকের জানা আছে। কাজেই এখানে নতুন করে বর্ণনার প্রয়োজন নেই। সে ঘটনা নিয়ে তখন দেশব্যাপী তুমুল সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। সেসময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের কমিটি ঘটনার তদন্তে নেমেছিল। সেই তদন্ত রিপোর্ট দেশের আর পাঁচটা তদন্তের মতো আজ অবধি আলোর মুখ দেখেনি।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বরগুনা শিল্পকলা একাডেমিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেখানে উপস্থিত পুলিশ সদস্যরা লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হন। পুলিশের এই লাঠিচার্জের ঘটনা নিয়ে সরকারি দলের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও ঘটনাটিতে বাড়াবাড়ি হয়েছে উল্লেখ করে তদন্তের নির্দেশ দেন। তদন্ত শেষে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মহররম আলী, একজন পরিদর্শক, দুজন এসআইসহ ১৩ জন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করে। সুপারিশ মোতাবেক ১৩ জনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। অথচ এ ঘটনার মাত্র কয়েকদিন আগে দক্ষিণাঞ্চলের আরেক জেলা ভোলায় একটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে পুলিশের গুলিতে ২ জন নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটলেও পুলিশের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। এ নিয়ে বিরোধী পক্ষ প্রতিবাদ করলেও বরগুনার ঘটনার পর ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা যেভাবে পুলিশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিলেন, সেভাবে কাউকে সমালোচনা করতে দেখা যায়নি। বরং তারা বিরোধী পক্ষের সদস্যদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণকেই দোষারোপ করেছেন। অথচ বরগুনার পুলিশি অ্যাকশনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন সরকারি দলের সমর্থকরাই। তারাই সামাজিক মাধ্যমে শোরগোল তুলেছিলেন। কারণ, তাদের ধারণাই হলো পুলিশ মারবে বিরোধীদের আর ক্ষমতাসীনদের অংশ হয়ে কাজ করবে। হঠাৎ সেটার ব্যত্যয় ঘটায় তারা তা মেনে নিতে পারছিলেন না।

সরকার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর এরূপ দ্বিচারি আচরণ সমাজে ভুল বার্তা দেয়। এ কারণে অন্যায্য কাজের সঙ্গে জড়িত ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ফলে ক্ষমতাসীনদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পরও ভুক্তভোগীদের সমঝোতায় যেতে হয়। ভুক্তভোগী শুধু নিজের নিরাপত্তার কথাই ভাবেন না। নিজ পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তার কথাও ভেবে সমঝোতা করতে বাধ্য হন। সমাজ ও রাষ্ট্র যখন মানুষের ন্যায্য বিচার পাওয়ার অধিকার দিতে ব্যর্থ হয়, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, আইনের শাসনের যখন চরম অবনতি ঘটে, তখন সমাজের ক্ষমতাশালী এসব লোক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখায়। এ ধরনের দুর্বৃত্তায়নের পরও যখন রাষ্ট্রীয় যন্ত্র অন্ধ থাকে, তখন মানুষের ভেতর একধরনের ভয়ের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, মানুষ ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নিতেও ভয় পায়।

এভাবে একটা দেশ বেশিদিন চলতে পারে না। দেশে আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে হবে। এ সমাজ থেকে ভয়ের সংস্কৃতি দূর করতে হবে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ভয় দেখিয়ে মানুষের মন জয় করা যায় না। মানুষের মন জয় করতে হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের এ অসংগতিগুলোকে দূর করতে হবে। আমরা আশা করি, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাই আরও বেশি সচেতন হবেন।

Jalalabad Association of America, Inc.
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, ইন্‌ক

Inauguration Ceremony 2022

Venue: Joya Hall, 63-108 Woodhaven Blvd. Queens, NY 11374
Date: Monday, August 29, 2022 at 6:00pm
Welcome Speech: 07:00pm, Inauguration: 08:00pm
Dinner: 09:00pm, Cultural Attraction: 10:00pm

Dear Members and Honorable Guests
We would like to cordially invite you, our friends and family to the inauguration ceremony of Jalalabad Association of America, Inc. on Monday, August 29th 2022 at 6:00 pm.

Chief Guest- Dr. Mohammad Monirul Islam
Consulate General of the People's Republic of Bangladesh, New York

Moinul H. Helal Chowdhury
President (860-938-6718)

Mizanur R. Chowdhury Shefaz
General Secretary (917-622-7776)

Badrul H Khan
President, Elect (646-824-4814)

Moinul Islam
General Secretary, Elect (917-535-4131)

Newly Elected Committee

Md Lukman Hossain (Luku) - Vice-President (Sylhet), Mohammod Shaheen Kamali - Vice-President (Sunamganj), Md Shafi Uddin Talukdar - Vice-President (Habiganj), Basir Khan - Vice-President (Maulvibazar), Rukon Hakim - Asst. General Secretary, Muhammed Alim - Treasurer, Iftal Chowdhury - Organizing & Membership Secretary, Foysal Alam - Publicity & Office Secretary, Hussain Ahmed - Literature & Cultural Secretary, Manna Muntasir - Sports & Youth Secretary, Burhan Uddin - Law & Int'l Affairs Secretary, Jahid Ahmed Khan - Social Welfare Secretary, Sutipa Choudhury Shompa - Women Affairs Secretary, Halim Uddin - Executive Member (Sylhet), Shamim Ahmed - Executive Member (Sunamganj), Md Dhaluar Hossain Manik - Executive Member (Habiganj), Mizanur Rahman - Executive Member (Maulvibazar)

বাংলাদেশী-আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের

‘সিডিপ্যাপ অ্যান্ড এলোগ্রা হোম কেয়ার বাংলা মেলা’য় প্রবাসীদের ঢল

হোম কেয়ার সার্ভিসের গুরু আমি : আবু জাফর মাহমুদ













বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে বাংলাদেশী-আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সিডিপ্যাপ অ্যান্ড এলোগ্রা হোম কেয়ার সপ্তম বাংলা পথমেলা। গত ১৪ আগস্ট রোববার চমৎকার আবহাওয়ায় দারুণভাবে জমে উঠেছিল ব্রঙ্কসের ওয়াটারবারী এভিনিউ এলাকায় আয়োজিত এ পথমেলা। নেমে ছিল উৎসবমুখর প্রবাসীদের ঢল। উদ্বোধনের পর সময়ের সাথে সাথে মেলায় বাড়তে থাকে শিশু-কিশোর-কিশোরী সহ আবাল বৃদ্ধ-বনিতা তথা সর্বস্তরের প্রবাসীদের ভীড়। স্টেজ মাতিয়ে রাখেন বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী রিজিয়া পারভীন, জনপ্রিয় অভিনেতা আহমেদ শরীফ, জনপ্রিয় শিল্পী বাউল কালা মিয়া সহ মেহেরুন আহমেদ, শাহ মাহবুব, রোকসানা মির্জা, শারমিন তানিয়া ও আমানত হোসেন আমান। নৃত্য পরিবেশন করে নতুন প্রজন্মের ‘নৃত্য কন্যা’ মায়া এ্যানজেলিকা। শিল্পীদের অনবদ্য পরিবেশনায় মাতোয়ারা ছিলেন প্রবাসীরা।

এদিন দুপুরে বেলুন উড়িয়ে জমজমাট এ পথমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি, বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও এলেগ্রা হোম কেয়ার এর প্রেসিডেন্ট ও সিইও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ। আয়োজক সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল হাসিম হাসনু। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাকসুদা আহমদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এটর্নী ব্রুশ ফিশার, বাংলাদেশ সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, বাংলা বাজার বিজনেস এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মো. খলিলুর রহমান, বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটি কাউন্সিলের সভাপতি মোহাম্মদ এন মজুমদার, স্টারলিং ফার্মেসীর জিএম মোহাম্মদ আলী, এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুলের প্রেসিডেন্ট সাইদুর রহমান লিংকন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশী আমেরিকান ডেমোক্রেটিক সোসাইটির সভাপতি সোলেমান আলী, রাজনীতিক মোমিনুল ইসলাম মোমেন, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা’র প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জুনেদ আহমদ খান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রিয়াজ উদ্দিন কামরান, সাইফুর রহমান খান হারুন, বশির উদ্দিন, হাজী মনির উদ্দিন, মির্জা মামুনুর রশীদ, মনজুর হোসেন চৌধুরী জগলুল, জামাল হোসেন, সামাদ মিয়া জাকারিয়া, গোলাম মোদাব্বির চৌধুরী সুলেমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আজ থেকে ১৫ বছর আগে আমি হোম কেয়ার সার্ভিস চালু করি। এই সার্ভিসের গুরু আমি। আমি সেবার মানকে হিমালয়ের চূড়ার সাথে তুলনা করি এবং সেই সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি বলেন, আমরাই প্রথম সিলেটে বন্যা হওয়ার আগেই অর্থ পাঠিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি। দেশকে ভালোবাসতে হবে। তিনি প্রবাসীদেরকে সাধ্যমতো অর্থ নিয়ে দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই আমেরিকাতেও অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। এগুলো আমাদের কমিউনিটিকে গ্রহণ করতে হবে।

উদ্বোধনের পর সময়ের সাথে সাথে মেলায় বাড়তে থাকে প্রবাসীদের ভীড়। একদিকে কেনা-কাটা, হৈ-হুল্লোড়, অন্যদিকে স্টেজ মাতিয়ে রাখেন দেশ ও প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা। মেলায় শিশুদের বিনোদনের জন্য ছিলো ফ্রী কিডস রাইডের ব্যবস্থা। মেলা প্রাঙ্গনে বিভিন্ন ইনস্যুরেন্স কোম্পানী, হোম কেয়ার সার্ভিস, শাড়ি-কাপড়, গহনা, খাবার স্টলগুলোতেও ছিল ক্রেতা-দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভীড়। দুপুরে শুরু হওয়া মেলা শেষ হয় সন্ধ্যা ৮ টায়। আয়োজকদের দাবী মেলায় প্রায় দশ হাজার লোকের উপস্থিতি ছিল। মেলা উপলক্ষ্যে ‘সাত সমুদ্র তের নদী বাঙালিয়ানা নিরবধি’ স্লোগানে ‘মোহনা’ নামে রঙ্গীন একটি সুভেনির প্রকাশিত হয়।

সবশেষে আয়োজক সংগঠনের সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মাকসুদা আহমদ মেলায় আগত সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

বাংলা মেলার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন মেলা কমিটির আহবায়ক সৈয়দ ইলিয়াস খছরু, সদস্য সচিব ফয়ছল আহমদ, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম ভূইয়া, সহ সভাপতি মোহাম্মদ সাদি মিন্টু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ কামাল উদ্দিন, আলমগীর কবির শামীন, কোষাধ্যক্ষ শাহ বদরুজ্জামান রুহেল, সাংগঠনিক সম্পাদক এম ডি আলাউদ্দিন, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক চৌধুরী মোমিত তানিম,প্রচার ও গণসংযোগ সম্পাদক সোহেল আহমদ, স্কুল, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সালমা সুমি, কার্যকরী সদস্য মোহাম্মদ করিম রনি ও মোহাম্মদ রাজু।

রাগের কুফল ও পরিত্রাণের উপায়

(শেষের পাতার পর)

মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তাই সে যে কোন অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারে। রাগের কারণে ব্যক্তি শারীরিকভাবে ষ্টোকের সম্মখীন হতে পারে কারণ রাগের কারণে তার রক্তের চলাচল অনিয়মিত হয়ে পড়ে। ফলে ষ্ট্রোকসহ অন্য যে কোন মারাত্মক অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে। রাগ পারিবারিকভাবে স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটায়। পিতা-পুত্রের মধ্যে দুরত্ব সৃষ্টি করে, সন্তান পিতার সাথে বেয়াদবী করে. পিতা সন্তানকে পারিবারিকভাবে বয়কট করে। সামাজিকভাবে প্রতিবেশী প্রতিবেশীর মধ্যে ঝগড়া হয়, পরস্পর আহত বা নিহত হয়। আন্তর্জাতিকভাবে জনপদের জনপদ রাগের আগুনে ঝলসে যায়। অসংখ্য নিরাপরাধ মানুষ দুরাবস্থার শিকার হয়। রাগ মানুষকে প্রতিশোধ পরায়ণ করে তুলে। যতক্ষণ প্রতিশোধ নিতে পারে না ততক্ষণ সে শান্তিতে কোন কাজ করতে পারে না। এমনকি রাতে সে ঘুমাতে পারে না। পরিপুষ্টিতে বাঁধার সৃষ্টি করে। এভাবে রাগের বিধ্বংসী ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক এবং বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি করে।

রাগ একটি নীরব ঘাতক। গবেষণা থেকে জানা যায় যে, অতিরিক্ত রাগ শরীরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অতিরিক্ত রেগে গেলে শরীরে অ্যাড্রিনালিন হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। উচ্চ রক্তচাপম বুকে ব্যথা, তীব্র মাথাব্যথা, মাইগ্রেন অ্যাসিডিটির মতো অনেক শারীরিক রোগ দেখা দিতে পারে। দেখা দিতে পারে ডিপ্রেশন বা বিষণ্তা। বাড়তে পারে স্ট্রেস। এর ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। অতিরিক্ত রাগ মানুষের আয়ুকাল কমিয়ে দেয়। কারণ গবেষণায় দেখা গেছে সুখী মানুষ দীর্ঘদিন বাঁচে।

রাগ থেকে সৃষ্টি হয় অনীহা, অনীহা থেকে সৃষ্টি হয় ঘৃণা। ঘৃণার কারণে মানুষ হিংস্র আচরণ করে। রাগের কারণে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন আক্রমনাত্মক আচরণ প্রকাশ পায়। পারিবারিক কলহ, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের সাথে বিবাদ, সহকর্মীদের সঙ্গে মারমুখো আচরণ এ সবের অন্তর্ভুক্ত। গরেষকরা বলেছেন, মানসিকভাবে পৃথিবীর ৮৫ ভাগ মানুষ অন্যায়কারীর ওপর প্রতিশোধ পরায়ণ হয়। কেউ প্রতিশোধ নিতে পারে, আবার কেউ নিজের ব্যর্থতা ও অক্ষমতার কারণে ক্ষমা করে। চরম প্রতিশোধ পরায়ণ হলে শুক্রকে ভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করার চিন্তা তার মাথায় সারাক্ষণ ঘোরপাক খায়।

মানব প্রকৃতির ভেতর জন্ম থেকেই রাগ-ক্রোধ বিদ্যমান। একে সমূলে উৎপাটন করা যায় না। হাত যেমন মানবের রক্ষার অস্ত্র তদ্রুপ ক্রোধও একটি অস্ত্র। আর সেটা যথাস্থানে প্রয়োগ করলে পূণ্য, অসদ্ব্যবহারে পাপ। এর অন্যায় প্রয়োগ একটি ঘৃণ্য অপরাধ। অত্যধিক রাগ মানুষকে উদ্ধত, বদমেযায়ী এবং অহংকারী করে তোলে। অত্যধিক রাগ ও রাগহীনতার মাঝামাঝি পন্থার নাম বিনয় ও নম্রতা। এ চরিত্রের ভূষণ এবং সর্বোত্তম পন্থা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"যারা বড় বড় পাপ এবং অশ্লীল কার্যকলাপ হতে বেঁচে চলে এবং রাগান্বিত হয়ে ক্ষমা করে।"(আশ শূরা:৩৭) আল্লাহ বলেন,"যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।"(আলে ইমরান:১৩৪)

রাগ মানুষকে আরো ছোট করে তোলে। ক্ষমা আরো মহৎ ও আরো বড় করে তুলে। রাগ যখন কারো মধ্যে প্রবেশ হয় তখন তার মানবীয় গুণাবলী তার থেকে সাময়িক প্রস্থান করে। রাগ মানুষের ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয় যেমনিভাবে তিক্ত ফল মধুকে নষ্ট করে দেয়। রাগ কোন সমস্যা সমাধান করে না। বরং সমাধানের পথকে জটিল করে তুলে। রাগ মুর্খতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এটি মানুষের বুদ্ধির বিভ্রাট ঘটায় এবং এটি দৃষ্টিশক্তি, বোধশক্তি, শ্রবণশক্তিকে হরণ করে। রাগের পরিণতি শুধুই লজ্জা আর আপসোস। আপনি যদি শক্তিশালী এই রাগকে সত্যি সত্যি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তাহলে সারা পৃথিবী আপনার নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন,'তোমার রাগের জন্য তোমাকে শাস্তি দেয়া হবে না, তোমার রাগই তোমাকে শাস্তি দিবে।'

রাগ থেকে পরিত্রানের উপায়:

প্রথম উপায়: রাগ থেকে পরিত্রানের জন্য প্রথম ও প্রধান উপায় হলো, মহান আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা। অর্থাৎ তাউযু তথা "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম" পাঠ করা। সুলাইমান ইবনে সুরদ রা: হতে বর্ণিত। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মুখেই দু'ব্যক্তি গালাগালি করছিল। আমরাও তাঁর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম, তাদের একজন অপরজনের প্রতি এতটাই রেগে গিয়ে গালি দিচ্ছিল যে, তার চেহেরা রক্তিম হয়ে গিয়েছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি এমন একটি কালিমা জানি, যদি এ লোকটি তা পড়তো, তবে তার রাগ দূর হয়ে যেতো। অর্থাৎ যদি লোকটি "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম' পড়তো। তখন লোকেরা সে ব্যক্তিকে বলল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেছেন, তা কি তুমি শুনছো না? সে বলল: নিশ্চয়ই পাগল নই।"(বুখারী:৬১১৫, তাও: পাব: আ:প্র:৫৬৭৫ ইফা:৫৫৭২, কিতাবুল আদাব, বাবুল হাযারে মিনাল গাযাবে...,,,)

দ্বিতীয় উপায়: রাগ থেকে পরিত্রানের দ্বিতীয় উপায় হলো, নিজের অবস্থার পরিবর্তন করা অর্থাৎ দাঁড়ানো অবস্থায় রাগ হলে বসে পড়তে হবে আর বসা অবস্থায় রাগ হলে শুয়ে পড়তে হবে। হযরত আবু জার গিফারী রা: থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কারো রাগ হয়, দাঁড়ানো থাকলে সে যেন বসে পড়ে। যদি রাগের উপশম হয় তবে উত্তম। তা না হলে সে যেন শুয়ে পড়ে।(মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযি ও আবু দাউদ:৪৭৮৪)

তৃতীয় উপায়: রাগ শয়তানের কাজ। শয়তান আগুনের সৃষ্টি। আগুনকে নিভাতে হলে পানির দরকার। সুতরাং রাগ হলে সে সময় পানি দ্বারা অজু করে নিবে। হযরত আতিয়্যাহ বিন আরওয়াহ রা: হতে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ক্রোধ শয়তান থেকে উৎপন্ন এবং শয়তান আগুন দ্বারা তৈরী। আগুন পানির সাহায্যে নির্বাপিত করা যায়। যখন তোমাদের কারো রাগ উপস্থিত হয়, সে যেনো তখন অযু করে।(আবু দাউদ:৪৭৮৬)

চতুর্থ উপায়: রাগ সংবরণে শক্তিমত্তার পরিচয় দেয়া। রাগের বশবর্তি হয়ে কারো ক্ষতি করে ফেলা বিরত্ব নয়, বরং বিরত্ব হলো, কঠিণ রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা। আবু হোরায়রা রা: হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রকৃত বীর সে নয়, যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং সেই আসল বীর, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।"(বুখারী:৬১১৪, তাও: পাব: আ:প্র:৫৬৭৪ ইফা:৫৫৭১, কিতাবুল আদাব, বাবুল হাযারে মিনাল গাযাবে...,,,)

পঞ্চম উপায়: চুপ থাকা। অর্থাৎ প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা না করে চুপ হয়ে যাওয়া। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা শিক্ষা দাও এবং সহজ করো। কঠিন করো না। যখন তুমি রাগান্বিত হও চুপ থাকো; তুমি রাগান্বিত হও চুপ থাকো; তুমি রাগান্বিত হও চুপ থাকো।'(মুসনাদে আহমাদ) আবু হোরায়রা রাধ হতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বলল: আপনি আমাকে অসিয়ত করুন। তিনি বললেন, তুমি রাগ করো না। লোকটি কয়েকবার তা বললেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক বারেই বললেন'তুমি রাগ করো না।'((বুখারী:৬১১৬, তাও: পাব: আ:প্র:৫৬৭৬ ইফা:৫৫৭৩, কিতাবুল আদাব, বাবুল হাযারে মিনাল গাযাবে...,,,)

আসুন, আমাদের রাগকে নিয়ন্ত্রণ করি। রাগকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উল্লেখিত উপায়গুলো আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করি। ইনশা'আল্লাহ আশা করা যায়, মারাত্মক এ ব্যধি থেকে পরিত্রাণ পাবো এবং আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমুহ সহসাই বাস্তবায়ন করতে পারবো। আল্লাহ তা'আলা ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই রাগ থেকে বা ক্রোধ থেকে দুরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
NYS Licensed Driving School


• Free Pick Up & Drop off
• 5, 10, 15 Lesson Packages
• 5 Hours Class & Certificate
• Car for Road Test
• Early Road Test Appointments (Any day)
• Special for Nervous Students!
SMART DEAL / PACKAGE !
Women Instructor Available
30 Lessons + 3 Road Tests + 5Hrs Certificate
6 HOURS DDC CLASS 35%
SAVE 10% FOR ALL CARS & TLC ALL INSURANCES !
SAVE 4 POINTS ON YOUR LICENSE!
BOSS Driving School Inc.
Tel: 646-991-9653, 718-406-9429
37-22 73rd St. 2nd Fl. (Room # 2A)
Jackson Heights, NY 11372
Email: MIBossNY21@gmail.com


গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সি

জরুরি ভিত্তিতে ইমাম নিয়োগ

IMAM WANTED

ইসলামিক ফাউন্ডেশন অফ নিউ জার্সি-জালালাবাদ জাম-ই মসজিদ প্যাটারসন, নিউ জার্সিতে জরুরিভিত্তিতে একজন পূর্ণকালীন ইমাম আবশ্যক।

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:

শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা:

- কওমি মাদ্রাসা থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি- সার্টিফিকেশন প্রয়োজন
- পবিত্র কুরআনের হাফিজ (অগ্রাধিকার)
- কুরআন, হাদিস এবং ইসলামী ফিকহের উপর ব্যাপক জ্ঞান
- চমৎকার যোগাযোগ এবং সর্ব স্তরের মানুষের সাথে যোগাযোগে পারদর্শী
- যুবক সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সাবলীল ও দক্ষভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা
- ইমাম হিসাবে নুন্যতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা-সার্টিফিকেশন এবং রেফারেন্স প্রয়োজন
- ইংরেজি, বাংলা এবং আরবি ভাষায় সাবলীল/পারদর্শী।

রেসিডেন্সি:

- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক অথবা যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বৈধ বাসিন্দা

কাজের ধরন এবং বেতন ও সযোগ সুবিধা:

- ফুল-টাইম (স্থায়ী)
- যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বেতন এবং বাসস্থানের সুব্যবস্থা আছে।

অপরিহার্য দায়িত্ব:

- প্রতিদিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজ, জুমা, জানাযা এবং ঈদের নামাজের ইমামতি করতে হবে।
- বাচ্চাদের জন্য উইকেন্ড ক্লাস পরিচালনা করা
- বাচ্চাদের জন্য সামার/গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালনা করা
- প্রাপ্তবয়স্কদের জন সাপ্তাহিক তাফসীর প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে
- ফিউন্যারেল সার্ভিস এবং কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান

কমিউটিনেক ধর্মীয় উপদেশ প্রদান করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা জীবনবৃত্তান্ত পাঠিয়ে আবেদন করতে পারেন:

ifnj2022@gmail.com

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য: সেলিম খালিক @ (973) 332-7721

বা সালেহ গনি @ (201) 704-8142

রাজনীতি : এ ছাত্রলীগ লইয়া আ'লীগ কী করিবে?

(১৪ পাতার পর)

ধরনের শাস্তির শিকার হয়ে মারা যান। অভিযোগ উঠেছিল, কী এক কারণে সেখানকার ছাত্রলীগ নেতারা আরও কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে হাফিজকেও শীতের রাতে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করেন। এতে তাঁর প্রাণঘাতী নিউমোনিয়া বেধে যায়।

ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে প্রায় সারাদেশ থেকেই মাঝেমধ্যে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, খুন, অপহরণ ইত্যাদি ফৌজদারি অপরাধে জড়িত হওয়ার অভিযোগ আসে। কিছু ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়; বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নেওয়া হয় না। আসলে ব্যবস্থা নেবে যারা, বিশেষ করে সাংগঠনিক ব্যবস্থা; তারা নিজেরাই তো নানা অভিযোগে অভিযুক্ত। টাকার বিনিময়ে শুধু কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদ নয়; বিভিন্ন জেলা-উপজেলা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া এখনওওপেন সিক্রেট। গত এক যুগে যাঁরাই ঐতিহ্যবাহী এ সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পদ ধারণ করেছেন; তাঁদের সবার বিরুদ্ধে একই অভিযোগ কম-বেশি আছে। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় কমিটি সীমিত হয়ে পড়ে সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে। অর্থাৎ তাঁদের বাইরে কেন্দ্রীয় কমিটির আর কারও কোনো মূল্য তো থাকেই না; কর্মও থাকে না। এমনকি ভাগাভাগির ভিত্তিতে কমিটি হয় বলে সভাপতি চেনেন না সাধারণ সম্পাদকের কোটায় কেন্দ্রীয় পদ পাওয়া লোকদের। সাধারণ সম্পাদক চেনেন না সভাপতির অনুসারীদের। কীভাবে সংগঠনকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের আখের গোছানো যায়, সবাই শুধু সেই পথ চেনেন। প্রধানমন্ত্রী জনগণকে নিয়ে কী ভাবছেন; নিজের ধান্দায় ব্যস্ত ছাত্রলীগ নেতাদের পক্ষে কি তা অনুসরণ করা সম্ভব?

আমরা জানি, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার আগে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল মূলত আওয়ামী লীগের জন্মের পথকে যতটা সম্ভব মসৃণ করার জন্য। ইতিহাস সাক্ষী- ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে সবচেয়ে জোরদার ভূমিকা রেখেছিল ছাত্রলীগ; যে আন্দোলন বাঙালি মুসলমানের পাকিস্তান মোহে একটু হলেও চিড় ধরিয়েছিল। পরবর্তী সময়ে স্বাধীনতার আগে তো বটেই, স্বাধীনতার পরেও বিশেষ করে ১৯৭৫-পরবর্তী সময়ে ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগকে এগিয়ে নেওয়ার কাজই নিষ্ঠার সঙ্গে করেছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এ থেকে জাতিও উপকৃত হয়েছে। কিন্তু সংগঠনটির হাল যা দাঁড়িয়েছে বর্তমানে; তা দিয়ে আওয়ামী লীগের কী লাভ হবে; জাতিরই বা কী লাভ হবে?

লেখক: সাংবাদিক এবং সাবেক ছাত্রনেতা

রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান

(৩০ পাতার পর)

দেখা গেল, আন্দোলন ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে যায়। অং সান সু চির অনুসারীরা মিলিটারি জান্তা সরকারের সমান্তরালে প্রবাসে ন্যাশনাল ইউনিটি সরকার গঠন করে। একই সময়ে রাখাইন অঞ্চলের সশস্ত্র বিদ্রোহী গ্রুপ আরাকান আর্মি ২০২১ সালের প্রথম ভাগে বেশ তৎপর হয়ে ওঠে এবং সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে কয়েকটি সাফল্যজনক অপারেশন করতে সক্ষম হয়। ন্যাশনাল ইউনিটি সরকার ও আরাকান আর্মি ভালো করে জানে, মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে ক্ষমতা দখল করা কখনোই তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই দেশে-বিদেশে দল ভারী করার লক্ষ্যে ঘোষণা দিয়েছে, তারা ক্ষমতায় গেলে রোহিঙ্গাদের সব দাবি মেনে নেওয়া হবে এবং দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। ভূতের মুখে রাম নামের মতো কথা। এনএলডি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় দল বা সু চির পক্ষ থেকে কখনো রোহিঙ্গাদের পক্ষে কোনো কথা বলা হয়নি; বরং বিরুদ্ধে অবস্থান ছিল। আন্তর্জাতিক আদালতে সামরিক জান্তার পক্ষে ওকালতি করেছেন স্বয়ং অং সান সু চি। আরাকান আর্মির বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। মিয়ানমারের দীর্ঘ লিগ্যাসি এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতির বাস্তবতায় ন্যাশনাল ইউনিটি সরকার অথবা আরাকান আর্মির কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তাই বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। কোনো রকম প্রভলেকশন অথবা অপপ্রচারে কান দেওয়া ঠিক হবে না। কেউ যদি মনে করে, ন্যাশনাল ইউনিটি সরকার অথবা আরাকান আর্মির সঙ্গে বাংলাদেশ সংযোগ স্থাপন এবং সহযোগিতা করলে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হবে, তাহলে বুঝতে হবে তারা কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে এসব কথা বলছে, আর নয়তো আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতির কার্যকারণ ও সমীকরণ সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। চলমান আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বাস্তবতায় সব পক্ষের জন্যই যে কথাটি প্রযোজ্য, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ যেভাবেই হোক না কেন, সামরিক পন্থায় রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান খুঁজতে যাওয়া মানে আত্মহত্যা করা।

৬০ বছরের ইতিহাস সাক্ষী, মিয়ানমারের ডজনখানেক জাতিগত সংকটের একটিও সামরিক পন্থায় সমাধান হয়নি; সামরিক বাহিনী বা বিদ্রোহী পক্ষ কেউ তা পারেননি। বরং সামরিক পন্থা অবলম্বন করায় সব জাতিগত সংকটই প্রায় ৬০ বছর ধরে অব্যাহত আছে। তাই মিয়ানমারের সামরিক সরকারের সঙ্গেই বাংলাদেশকে জোরালো ও বিচক্ষণ কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহতভাবে চালু রাখতে হবে। অন্য কোনো বিকল্প নেই, সে রকম ভাবা উচিত হবে না। অবশ্যই নিজ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় স্বার্থই হবে বাংলাদেশের জন্য প্রধান, প্রথম ও শেষ বিবেচনার বিষয়। বাংলাদেশের জন্য বাকি সব বিবেচনা হবে গৌণ, মুখ্য নয়।

লেখক: রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।

নোটারী পাবলিক

ফ্যাক্স সার্ভিস

রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।

রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্ট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম প্রেজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F and MD OCFR



বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের স্পন্দনে
হে জাতির পিতা, তুমি আছো, তুমি রবে চিরকাল

শোকাবহ আগস্ট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদগণ সহ ১৫ই আগস্টের সকল শহীদদের প্রতি

বিনম্র শ্রদ্ধা

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান কোন পথে

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার (অব.)

২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট থেকে ২০২২ সালের ২৫ আগস্ট–পাঁচ বছরে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের পথে মাঝেমধ্যে কিছু আশার কথা শোনা গেলেও সার্বিক বিচারে এই সময়ে তৈরি হওয়া বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে সংকট আরো জটিল আকার ধারণ করেছে। তবে এই ২২ আগস্টে পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে দেখলাম, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রসচিব বলেছেন, চলতি বছরের শেষের দিকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু হতে পারে। কিন্তু বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। মিয়ানমারবিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত নোয়েলিন হেইজার মিয়ানমার সফর শেষে ২২ আগস্ট বাংলাদেশ সফরে আসেন।

তিনি ২৩ আগস্ট কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন করেছেন, কথা বলেছেন রোহিঙ্গাসহ সেখানকার সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে। নোয়েলিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন এবং পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা করেছেন।

নোয়েলিন হেইজার মিয়ানমার সফরের সময় মিলিটারি শাসক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার ফল সম্পর্কিত কিছু জানা যায়নি। তবে ধারণা করা যায়, মিয়ানমার সেনা শাসকদের মনোভাব হেইজার বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে হয়তো জানিয়েছেন। আরেকটি খবর সামান্য আশা জাগায়, তাতে জানা যায় জাতিসংঘসহ চীন, জাপান ও ভারত রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর জন্য মিয়ানমারের রাখাইন অঞ্চলে উন্নত মানের বাসস্থান তৈরি করছে। তবে স্বল্প সময়ের মধ্যে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন প্রসঙ্গে আশাবাদী হওয়া এখন খুব কঠিন বিষয়। কারণ ২০১৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত অন্তত তিনবার রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের সম্ভাবনা তৈরি হয়ে আঁতুড়ঘরেই সেটি মারা গেছে। ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ আলী মিয়ানমার সফরে যান। এর আগে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিয়ানমার ও বাংলাদেশ সফর করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ আলীর সফরের সময় ২৩ নভেম্বর রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে দুই দেশের মধ্যে একটা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। যৌক্তিক কারণে ধরে নেওয়া হয়, উল্লিখিত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পেছনে মিয়ানমারের ওপর এই সময়ে সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী দেশ চীনের সরাসরি ভূমিকা ছিল।

২০১৭ সালের ২৫ আগস্টের প্রেক্ষাপট ও ঘটনা, তাতে মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও রোহিঙ্গা বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষ, মিয়ানমার সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে গণহত্যা, স্মরণকালের বৃহত্তম উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে প্রবেশ এবং এই সংকটের যে দীর্ঘ লিগ্যাসি, তাতে উল্লিখিত রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হওয়া ছিল এক বিশাল ব্যাপার, যা অনেকেই তখন ভাবতে পারেননি। কিন্তু অজানা কারণে সেটি আঁতুড়ঘরেই মারা গেল। কারা পেছন থেকে ছুরি মেরেছে, তখন বোঝা না গেলেও গত পাঁচ বছরে তাদের খানিকটা হলেও চেনা গেছে। তারা রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান চায় না। তাদের লক্ষ্য, রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ব্যতিব্যস্ত এবং সংকটে থাকলে দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে তাদের ষড়যন্ত্রের পথ সুগম হয়। দেশি-বিদেশি বহু পক্ষ ও গোষ্ঠীর চাপ সরকারের ওপর থাকলে তাদের সুবিধা হয়। ২০১৭ সালের ২৩ নভেম্বর স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে মোট ১৯টি দফা ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ১৮তম দফাটি। তাতে বলা হয়, রোহিঙ্গা সমস্যার পূর্ণাঙ্গ সমাধান করা হবে এবং কফি আনানের প্রতিবেদন বাস্তবায়িত হবে। এখানে স্মরণযোগ্য, জাতিসংঘসহ বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সব সময় বলে আসছে, কফি আনানের প্রতিবেদনই রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের উত্তম পন্থা। সুতরাং বড় সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কেন তা ব্যর্থ হয়ে গেল সে সম্পর্কে চীন, মিয়ানমার, বাংলাদেশ কেউ আর কিছু বলেনি।

এরপর ২০১৮ ও ২০১৯ সালে পরস্পর আরো দুটি প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেও শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি। এরপর গত পাঁচ বছরে নাফ নদ দিয়ে অনেক জল প্রবাহিত হয়েছে, যার প্রায় সব কিছুই রোহিঙ্গা সমস্যাকে আরো জটিল থেকে জটিলতর করেছে। প্রথমত, কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোর অভ্যন্তরে বহু ভাগে বিভক্ত সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপের উৎপত্তি ঘটেছে, যাদের কাছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। এই সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো কখনো কখনো গোষ্ঠীস্বার্থের দ্বন্দ্বে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও তারা সবাই এক জায়গায় ঐক্যবদ্ধ, আর তা হলো বহুবিধ অজুহাত ও শর্তের আড়ালে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা, যাতে কোনো রোহিঙ্গা আর কোনো দিন মিয়ানমারে ফেরত যেতে না পারে। তাতে এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর লাভ ও প্রাপ্তি অনেক। ক্যাম্পের ভেতরে চাঁদাবাজি, মাদক ও নারী পাচার ও অস্ত্র চোরাচালানের মতো ভয়ংকর সব অপরাধের মাধ্যমে তারা অঢেল অর্থের মালিক হতে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও অন্যান্য দেশে সম্পদ-সম্পত্তি গড়ে তুলতে পারছে। বৃহত্তর নিরীহ রোহিঙ্গারা সন্ত্রাসী গ্রুপের কাছে পুরোপুরি জিম্মি হয়ে আছে।

২০১৮ ও ২০১৯ সালের প্রত্যাবাসনের উদ্যোগ অস্ত্রধারী এই সন্ত্রাসীরাই মূলত বাস্তবায়িত হতে দেয়নি। এমন খবরও পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, যেসব পরিবার প্রত্যাবাসনের জন্য তালিকাভুক্ত হয়েছে, রাতের বেলায় তাদের অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে বলা হয়েছে, রাখাইনে ফেরত যেতে চাইলে গুলি করে মারা হবে। কক্সবাজারের রোহিঙ্গা নেতা মহিব উল্লাহ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে যেসব তথ্য-উপাত্ত প্রকাশ্যভাবে মিডিয়ায় এসেছে সেটি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের পথে বড় জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে বলে আমার মনে হয়। পত্রিকায় প্রকাশিত খবর মতে, মহিব উল্লাহ ছিল রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের পক্ষে। মিয়ানমার মিলিটারি জান্তার কাছে সবচেয়ে ওয়ান্টেড বড় সন্ত্রাসী গ্রুপ আরসার (ARSA@Arakan Rohingya Salvation Army) সদস্যরা মহিব উল্লাহকে হত্যা করেছে। শুনেছি, হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত কয়েকজনকে বাংলাদেশ পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের পরিচয় সম্পর্কে পত্রিকায় কোনো খবর আমি দেখিনি। আরসার সদস্যরা যদি বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ যদি তাদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সেটাই হবে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়। রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ভেতরে থাকা সব সন্ত্রাসী গ্রুপের সবাইকে গ্রেপ্তার এবং অস্ত্র উদ্ধার খুবই জরুরি। এই সন্ত্রাসীরা সক্রিয় থাকলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন কখনো হবে না। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা স্পষ্ট। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জঙ্গি-সন্ত্রাসী দমনে যেমন জিরো টলারেন্স, তেমনি প্রতিবেশীসহ কোনো রাষ্ট্রেরই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কোনো ধরনের আশ্রয়-প্রশ্রয় বাংলাদেশের মাটিতে হবে না, এখানেও জিরো টলারেন্স। সুতরাং রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের পথকে সুগম করার জন্য রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের বেলায়ও জিরো টলারেন্সের ঘোষণার বাস্তবায়ন জরুরি। মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও সামরিকতন্ত্রের লিগ্যাসি উপলব্ধি করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সেখানকার সামরিক বাহিনীর হাতেই থাকবে। মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ এই সমীকরণ গত প্রায় ৬০ বছর অটুট আছে এবং তা আগামী দিনেও থাকবে। সেই সূত্রেই ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারিতে অং সান সু চির দল ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসিকে (এনএলডি) হটিয়ে সামরিক বাহিনী সরাসরি ক্ষমতা দখল করে নেয়। ফলে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে রাস্তায় বিক্ষোভ-আন্দোলন শুরু হয়। প্রথম দিকে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেকে আশাবাদী হয়ে ওঠেন। কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

নোয়েলিন হেইজার মিয়ানমার সফরের সময় মিলিটারি শাসক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার ফল সম্পর্কিত কিছু জানা যায়নি। তবে ধারণা করা যায়, মিয়ানমার সেনা শাসকদের মনোভাব হেইজার বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষকে হয়তো জানিয়েছেন। আরেকটি খবর সামান্য আশা জাগায়, তাতে জানা যায় জাতিসংঘসহ চীন, জাপান ও ভারত রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানোর জন্য মিয়ানমারের রাখাইন অঞ্চলে উন্নত মানের বাসস্থান তৈরি করছে।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49/lb
লাইভ বাফেলো	$3.49/lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99/lb
দেশী রুই	$1.79/lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49/lb
Porgy	$1.49/lb

শাইক কার্টকিস, স্নাপার, ব্লুফিস বাস, সীবাস, স্কেট, হ্যাডক, ফ্লাউন্ডার, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

দেশী খাসমাংস রাইস	$ 17.99
আমিল খাসমাংস রাইস	$ 17.99
আমিল শাকসবজিসহ রাইস	$ 9.99
স্পেশাল খাসমাংস রাইস	$ 18.99
পাকার খাসমাংস রাইস	$ 13.99
মুলাকাশা খাসমাংস রাইস	$ 12.99

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com





আটলান্টিক মহাসাগরের পাড়ে প্রবাসীদের মহামিলন

(শেষের পাতার পর)

দেশীয় স্বাদের আহারে ব্যস্ত ছিলেন শত শত বাংলাদেশী। মেলায় প্রবাসের শিল্পীছাড়াও বাংলাদেশের কিংবদন্তী শিল্পী তপন চৌধুরীর সংগীত পরিবেশনা ছিল দর্শকের কাছে খুবই আনন্দায়ক। মেলার অধিকাংশ সময় প্রবাসী সংগীত শিল্পীদের গান উপস্থিত দর্শক-শ্রোতা প্রাণভরে উপভোগ করেন। বাংলাদেশ মেলায় ছিল রকমারী স্টল সহ ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশী পণ্যের সমাহার। মেলায় সবচেয়ে বড় আকর্ষন র‍্যাফেল ড্র। কারন মেলার র‍্যাফেল ড্রয়ের প্রথম পুরষ্কার ছিল দুই ভরি ওজনের গলার হার।

গত ২৪ আগষ্ট মঙ্গলবার আয়োজিত মেলা'য় প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও আবদুল কাদের মিয়া ফাউন্ডেশন এর চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের মিয়া। মেলায় অন্যান্য অতিথীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিউজার্সী অঙ্গরাজ্যের সিনেটর ভিনস প্যালিস্টিনা, নি-উজার্সীর কংগ্রেসম্যান জেফ ভেন ড্রর প্রতিনিধি মোহাম্মদ উমর, এসেম্বলীম্যান ডন গার্ডিয়ান, আটলান্টিক কাউন্টির ডেমোক্রটিক পার্টির চেয়ারম্যান মাইক সোলায়মান, আট-লান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল, প্লেজেন্টভিল সিটি মেয়র জুডি এম ওয়ার, নর্থফিল্ড সিটির মেয়র আরল্যান্ড চোও, এগ হারবার সিটির মেয়র লিসা, এবসিকন সিটির মেয়র কিম্বারলী হরটন, আটলান্টিক সিটির কাউন্সিলম্যান আনজুম জিয়া, আটলান্টিক সিটির কাউন্সিলম্যান জর্জ টিবিটসহ ডেমোক্রেট এবং রিপাবলকান পার্টির যুক্তরাষ্ট্রের মেইন স্ট্রীমের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের হাউজিং প্রতিষ্ঠান 'পুষ্পধারা প্রোপার্টিজ লি:' এর যুক্তরাষ্ট্র চ্যাপ্টারের প্রধান মিজানুর রহমান, প্রতিনিধি আব্দুস সালাম ও মোখলেসুর রহমান।

মেলায় প্রবাসী শিল্পীদের মধ্যে সংগীত পরিবেশন করেন আটলান্টিক সিটির জনপ্রিয় এবং এনটিভির ক্লোজআপ ওয়ান খ্যাত শিল্পী নিলাদ্রী চৌধুরী, জয়ন্ত সিনহা, জলি দাস এবং ইসরাত শর্মীর গান। স্থানীয় শিল্পীদের গানের তালে তালে পুরো ষ্টেডিয়ামস্থল ছিল মুখরিত। গানের ফাঁকে ফাঁকে মূল ধারার রাজনীতিবিদদেরকে হাজারো বাংলাদেশীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির সভাপতি শহীদ খান এবং সাধারণ সম্পাদক সোহেল আহমেদ। নিউইয়র্কের বিশিষ্ট উপস্থাপক বুলবুলের উপস্থাপনায় মেলার পরিবেশ হয়ে উঠে অতিথীদের কাছে খুবই আনন্দদায়ক ও প্রানবন্ত। সাংস্কৃতিক কমিটির সদস্যা নিবেদিতা ভট্টাচার্যের কোরিওগ্রাফিতে নতুন প্রজন্মের ছোট ছোট মেয়েদের দেশীয় গানের সাথে নৃত্য পরিবেশনা ছিল দেখার মত।

মেলায় সামাজিক উন্নয়ন এবং লিডার শিপসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে অবদান রাখার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গকে আয়োজকদের পক্ষ থেকে সন্মাননা প্রদান করা হয়। লিডার শিপ এওয়ার্ড প্রদান করা হয় বিপ্লব দাস, আহসান হাবিব জয়ন্ত সিনহা, শেখ সেলিম, ফরহাদ সিদ্দিক, হাবিব চৌধুরী, মনির হোসেন, মিল্টন চৌধুরী, মোহাম্মদ সোহেল আহমেদ এবং সামাজিক উন্নয়ন এওয়ার্ড প্রদান করা হয় হাজি আবদুল কাদির মিয়া এবং রানা কবিরকে।

এছাড়াও দেশে এবং প্রবাসে সামজিক উন্নয়ন খাতে অভুতপূর্ব অবদান রাখার জন্য কংগ্রেসম্যান জেফ ভ্যান ড্র এবং ডিষ্ট্রিক-২ নিউজার্সী ষ্টেট সিনেটর ভিনস প্যালিস্টিনার পক্ষ থেকে কংগ্রসোনাল প্রোক্লেমেশান প্রদান করা হয় যথাক্রমে হাজি আব্দুল কাদের মিয়া, আকবর হোসাইন, শহীদ খান, কাঞ্চন বল, সৈয়দ মোঃ কাউছার, সোহেল আহমেদ, কৃষ্ণ গোপাল চৌধুরী, আলী হোসেন, সাঈদ আলম মুকুল, মিরাজ খান, মোহাম্মদ সেলিম এবং মোহামদ ইসলাম টফিকে।

মেলায় প্রবাসী কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা প্রদানের দায়িত্বে ছিলেন জয়শ্রী দে এবং রওশন উদ্দিন। জয়শ্রী দে'র পরিচালনায় অর্ধ শতাধিক ছাত্রছাত্রীদেরকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

মেলার উদ্বোধনী বক্তব্যে আবদুল কাদের মিয়া বলেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী সংস্কৃতির বিকাশের জন্য বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে মেলার মাধ্যমে যে প্রচেষ্ঠা চলছে তাকে আরও বেগবান করাই হচ্ছে আমার মূল লক্ষ্য। আমি গত এক যুগ ধরে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির সাথে সম্পৃক্ত থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সীর আট-লান্টিক কাউন্টিতে আমার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। এছাড়াও বাংলাদেশ মেলার মাধ্যমে বিদেশে বেড়ে উঠা নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলাদেশের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি তুলে ধরার যে ধারাবাহিক প্রচেষ্ঠা শুরু হয়েছে তার সাথে আমি নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে খুবই ধন্য মনে করছি। তিনি বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির বিভিন্ন কর্মকান্ডের প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিয়ে ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ও আটলান্টিক সিটির সাবেক মেয়র ডন গার্ডিয়ান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫১তম বছরে পদার্পণে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং বাংলাদেশের স্থপতি 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

অপরদিকে মেলার আয়োজকবৃন্দ সাউথজার্সীতে বসবাসরত নতুন প্রজন্মকে মেলায় নিয়ে এসে বাংলাদেশের সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে মেলার আয়োজন করেন বলে জানান। মেলার আহবায়ক মোঃ আলী হোসেন এবং সদস্য সচিব ফরহাদ সিদ্দিকী জানান, দীর্ঘ একটি বছর ধরে আটলান্টক কাউন্টির বাংলাদেশীরা অপেক্ষায় থাকেন এই মেলার জন্য। যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী রাজ্যের আটলান্টিক সিটিসহ পার্শ্ববর্তী সিটিতে বসবাসরত প্রায় দশ থেকে বারো হাজার প্রবাসী। বাংলাদেশীদের প্রত্যাশা পূরন করতে পেরে অন্যান্য বারের মত এইবারও তারা আনন্দিত এবং উল্লসিত বলে জানান। তারা আরও বলেন এইবারের বাংলাদেশ মেলাকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউনটির সভাপতি শহীদ খান এবং সোহেল আহমেদের নেতৃত্বাধীন প্রায় ৫০ জনের বিশাল বহর রাত দিন তাদের কার্যক্রম চালিয়েছিল। এইবারই প্রথম 'বাংলাদেশ মেলা'কে ঘিরে আটলান্টিক কাউনটিসহ সমগ্র নিউজার্সীতে বাংলাদেশীদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত ছিলো। এইবারের মেলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল এক যুগ পূর্তি উপলক্ষ্যে মেলার সার্বিক তত্ত্বাবধায়ক মিরাজ খানসহ দশ সদস্যের সম্পাদনায় প্রথমবারের মত স্মরণিকা 'প্রত্যাশা' প্রকাশ।

মেলার প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দ মোঃ কাউছার বলেন, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির সকল নেতাকর্মীদের সহযোগিতায় মেলা সফল হয়েছে। মেলার মাধ্যমে আয়কৃত টাকার অধিকাংশই এসোসিয়েশনের জন্য নিজস্ব ভবন ক্রয়সহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যাদি সম্পাদনে ব্যয় করা হবে। মেলাকে ঘিরে সকল নেতৃবৃন্দের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরী হয়েছে তা অতীতের ন্যায় আগামীতে সফল ভাবে কাজে লাগানোর জন্য তাদের সংগঠন কাজ করে যাচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সংগঠনের ট্রাষ্টিবোর্ড প্রধান কাঞ্চন বল জানান, মেলা আয়োজনের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সকলের আন্তরিকতাই মেলার সফলতার মূলমন্ত্র ছিল।

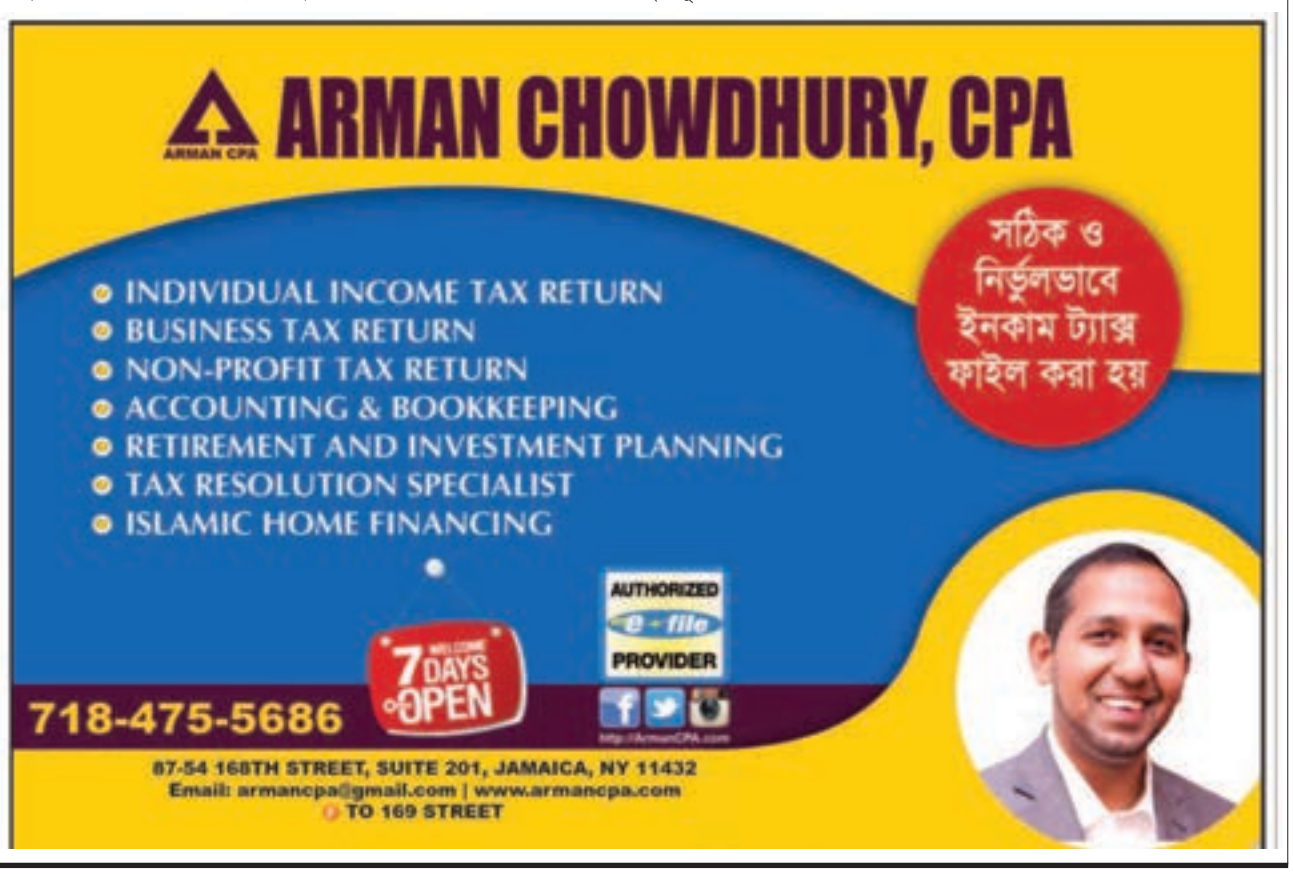
সার্বিক পরিচালনা প্রধান আহসান হাবিব জানান, সকলের মতামতের ভিত্তিতে বর্তমান কমিটি গঠন করার কারনে সকল নেতাকর্মী তাদের সবটুকু উজাড় করে কাজ করেছে। তারা বলেন, আর্থিক বিষয়ের ব্যাপারে সবাইকে অবহিত করন, প্রতিদিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে মেলা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে কাজ করার অংগীকারই তাদের সংগঠনের মূল লক্ষ্য।

সোহেল আহমেদ জানান, সকলকে সাথে নিয়ে কাজ করার মজাই আলাদা। তিনি সকল বাংলাদেশীদেরকে মেলায় আসার জন্য ধন্যবাদ জানান।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মেলায় বাংলাদেশ প্রেসক্লাব অব আটলান্টিক সিটি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি আকবর হোসাইন, বাংলাদেশ প্রেসক্লাব অব আটলান্টিক সিটির সাধারণ সম্পাদক ও যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক এবং নিউজার্সী ষ্টেট কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ শাহীন, বিএনপি অব নিউজার্সী ষ্টেট সাউথ সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ কাউছার এবং সাধারণ সম্পাদক রহমান বাবুল, সাউথজার্সী মেট্রো আওয়ামীলীগ সভাপতি শামসুল ইসলাম শাহজাহান, বিশিষ্ট রিয়েল ষ্টেট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি নেতা হারুন ভূইয়া, সাংবাদিক এবং কমিউনিটি নেতা সাঈদ দোহা, সাংবাদিক ও অনলাইন পত্রিকা এবিএনএ নিউজ-এর সম্পাদক শওকত আলী শিমুল, আটলান্টিক সিটির সিটি হলের কমিউনিটি এফেয়ার্স কর্মকতা মিল্টন চৌধুরী, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা খসরু কামাল এবং বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির সাবেক সভাপতি সেলিম সুলতান, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউনটির ট্রাষ্টিবোর্ড প্রধান কাঞ্চন বল, সাউথজার্সী মেট্রো আওয়ামীলীগ প্রাক্তন সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসেন ভূইয়া, সাউথজার্সী মেট্রো আওয়ামীলীগ প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আহসান হাবিব এবং বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব পেনসেলভেনিয়ার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এইবারের মেলায় আপ্যায়ন কমিটির প্রধান রেজাউল ইসলাম খালিদ, হাবিব চৌধুরী, শেখ সেলিম, ফরহাদ সিদ্দিক, কৃষ্ণ গোপাল চৌধুরী, আহসান হাবিব এবং আলী হোসেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ছিলেন খুবই সক্রিয়।

মেলার শেষাংশে বাংলাদেশের প্রযিতযশা গীতিকার কবির বকুলের উপস্থিতিত হয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। সবশেষে রাত ১১টার দিকে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির সভাপতি শহীদ খান এবং সোহেল আহমেদ এর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে মেলার সমাপ্তি ঘটে।





নুসানতারা-বেইজিং ঘনিষ্ঠতা



মো: বজলুর রশীদ

ইন্দোনেশিয়ার নতুন রাজধানী নুসানতারা ও চীনের বেইজিং বিআরআই প্রকল্পগুলো নিয়ে আরো ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। নুসানতারাকে ভবিষ্যৎ রাজধানী শহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে। ইন্দোনেশীয় ভাষায় আবু কোটা নুসানতারা সংক্ষেপে আইকেএন। এই পরিকল্পিত রাজধানীটি ২০২৪ সালে জাতীয় দিবস উদযাপনের সময় উদ্বোধন করা হবে। জোকোভি ২০২৪ সালে পদত্যাগ করে নির্বাচনে অংশ নেবেন, তার আগে এটির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে আগ্রহী।

১৯৪৫ থেকে রাজধানী হিসেবে স্বীকৃত জাকার্তার সবকিছু নুসানতারায় স্থানান্তরিত ও প্রতিস্থাপিত হবে। নুসানতারা পুরনো জাভানিজ শব্দ যার আক্ষরিক অর্থ 'বাইরের দ্বীপ'। ইন্দোনেশিয়ায়, এটি সাধারণত ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জকে বোঝায়, মালয়েশিয়ায় একই শব্দটি মালয় দ্বীপপুঞ্জকে বোঝায়।

নুসানতারা শহরটি ৯৯০ বর্গমাইল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এখানে পাহাড়ি আড়াআড়ি বন এবং একটি উপসাগর রয়েছে। চলতি বছর, ২০২২ সালের জুলাই মাসে নুসানতারার নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। প্রবেশের রাস্তা স্থাপন, সরকারি সেন্ট্রাল এরিয়া জোন, সরকারি অফিস, স্কুল, হাসপাতাল এবং শপিং মলগুলো নিয়ে প্রথম পর্বের কাজ দ্রুত শেষ করা হবে। সমগ্র ইন্দোনেশিয়া থেকে এক লাখ শ্রমিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিদেশী শ্রমিক বাদ দিয়ে দেশের আরো এক লাখের মতো শ্রমিকের জোগান দেয়া হবে।

২০১৭ সালের এপ্রিলে, জোকো উইডোডো বা জোকোভি প্রশাসন জাকার্তা থেকে রাজধানী সরানোর কথা বিবেচনা করে। বর্তমান স্থানটি ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরি থেকে তুলনামূলকভাবে মুক্ত। উন্নয়নমূলক বৈষম্য হ্রাস এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রাথমিক কেন্দ্র হিসেবে জাকার্তার বোঝা হ্রাস করার একটি কৌশলেরও অংশ হবে নুসানতারা। একই সময়ে, জাকার্তাকে আগামী দশকে ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে বাঁচাতে ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করা হবে।

উত্তর পেনাজাম পাসার এবং পূর্ব কালিমানতান প্রদেশের কুতাই কার্তানেগারা রিজেন্সির ২৫৬ হেক্টর জমির ওপর রাজধানী শহরটি অবস্থিত হবে, জাকার্তা থেকে নগরটি প্রায় ২,০০০ কিলোমিটার দূরে। প্রকল্পে ব্যয় হবে ৪৬৬ ট্রিলিয়ন রুপিয়াহ বা ৩২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইন্দোনেশিয়া সরকার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ বিনিয়োগ খরচ বহন করতে পারবে, মোট বিনিয়োগমূল্যের ৮০ শতাংশ পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ এবং অন্য বিনিয়োগ থেকে উঠে আসবে। পরিকল্পনা এমনই।

বিশাল এ কর্মকান্ড নির্ধারিত সময়ে শেষ করার জন্য চীনের উপর ইন্দোনেশিয়ার নির্ভরতা বেড়েই চলেছে। ইন্দোনেশিয়ার নতুন রাজধানীর জন্য বিদেশী বিনিয়োগ চাওয়া হয়েছে, অন্যতম উৎস হলো চীন। এক টেলিফোন কথোপকথনে জোকোভি প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের কাছে তার আশার কথা জানিয়ে বলেন, চীন নতুন রাজধানীসহ ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অবকাঠামো প্রকল্পের উন্নয়নে চীনের সহায়তা ও বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে চায়।

প্রশ্ন হচ্ছে, নুসানতারা কি আরো বেশি চীনা বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে পারবে? তাৎক্ষণিক উত্তর না, যেহেতু এখন পর্যন্ত বিনিয়োগকারীদের কাছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা পাঠানোর গতি অনেকটা ধীর। যাহোক, প্রকল্পগুলো অবশ্যই রাস্তা, বাঁধ, বিদ্যুৎ, সুপেয় জল, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, হাউজিং, রিয়েল এস্টেট এবং অফিস বিল্ডিং নির্মাণের মতো মৌলিক অবকাঠামো হতে হবে যেখানে চীনা বিনিয়োগের জন্য প্রকল্পগুলোতে নতুন সুযোগ উন্মুক্ত করতে পারে। এগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে হবে না, ববং উভয় পক্ষের স্বার্থ মেলে কি না তার উপর নির্ভর করবে। চীন ও ইন্দোনেশিয়ার প্রত্যেকের যদি এমন কিছু থাকে যা অন্যরা চায়, তবে তারা নতুন নুসানতারায় বিনিয়োগ চুক্তিতে একমত হতে পারে। এসব কিছুতে বেল্ট ও রোড ইনিশিয়েটিভ-বিআরআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, ইন্দোনেশিয়ায় চীনা বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্দোনেশিয়ান ইনভেস্টমেন্ট কো-অর্ডিনেটিং বোর্ডের তথ্যের উপর ভিত্তি করে ২০১৩ সালে ২৯৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার থেকে বেড়ে ২০২০ সালে ৪.৮৪ বিলিয়ন ইউএস ডলারে দাঁড়িয়েছে।

চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ-বিআরআই-এ অংশগ্রহণের অংশ হিসেবে সম্প্রতি চীনা বিনিয়োগকারীদের কাছে ৯১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ২৮টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে।

সরকার বালিতে স্টিয়ারিং কমিটির প্রথম বৈঠকে সমুদ্রবন্দর ও শিল্প এস্টেট, বিদ্যুৎকেন্দ্র, স্মেল্টার এবং পর্যটন এস্টেটসহ এসব প্রকল্পের প্রস্তাব দিয়েছে। এই প্রকল্পগুলো আঞ্চলিক সমন্বিত অর্থনৈতিক করিডোর হিসেবে মনোনীত চারটি স্থানে শুরু হবে।

বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভটি ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং উন্মোচন করেছিলেন। সরকারি সূত্রে প্রকাশ, চীন ছাড়াও অনেক বিনিয়োগকারী নুসানতারায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ আরো কয়েকটি দেশ ব্যক্তিগতভাবে বা কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে নুসানতারায় অবকাঠামো প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে চায়।

এই চারটি স্থান হলো উত্তর সুমাত্রা, নর্থ কালিমানতান-নুসানতারা এলাকা, নর্থ সুলাওয়েসি এবং বালি। এই অবস্থানগুলোর নিজস্ব সুবিধাও আছে যে কারণে চীনা বিনিয়োগকারীদের সহজে আকৃষ্ট করবে। যেমন, উত্তর সুমাত্রা মালাক্কা প্রণালীর কাছাকাছি এবং ইন্দোনেশিয়ার পাম তেল শিল্পের কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নুসানতারা এলাকার উত্তর কালিমানতানের নদীগুলো জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার বিবেচনা করে যে ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুলাবেসি চীনের কাছাকাছি হওয়ায় এটি চীনা বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় হবে। সরকার জানায়, ২৮টি প্রকল্প ছাড়াও ইন্দোনেশিয়ান ও চীনা ব্যবসায়ীরা করিডোরে এবং মধ্য জাভায় ৮.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের আরো সাতটি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়েছে।

এই প্রকল্পগুলো নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আগে চীনা বিনিয়োগকারীদের অবশ্যই সরকারের চারটি শর্ত মেনে চলতে হবে। প্রথমটি হলো, ইন্দোনেশিয়ার সব উন্নয়ন প্রকল্পের স্থায়িত্ব বজায় রাখার অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে চীনা বিনিয়োগকারীদের অবশ্যই এসব প্রকল্পের জন্য পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রকল্পগুলোতে স্থানীয় শ্রমের সর্বাধিক ব্যবহার করতে হবে। যদি চীনা বিনিয়োগকারীরা তাদের নিজস্ব শ্রম ব্যবহার করে, তবে স্থানীয় শ্রমিকদের কাছে তাদের দক্ষতা হস্তান্তর করার আগে এটি কেবল প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে অনুমোদিত হবে। তৃতীয় শর্তটি সরকার চীনা বিনিয়োগকারীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের স্থানীয় অংশীদারদের কাছে প্রযুক্তি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান স্থানান্তর করতে অনুরোধ করে। চতুর্থটি, প্রকল্পগুলো অবশ্যই ইন্দোনেশিয়ার আপস্ট্রিম এবং ডাউনস্ট্রিম শিল্পের জন্য অতিরিক্ত মান তৈরি করতে হবে যাতে খনির মতো নিষ্কাশনমূলক শিল্পের উপর দেশের নির্ভরতা হ্রাস করা যায়, পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনীতি উপকৃত হয়।

বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভটি ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং উন্মোচন করেছিলেন। সরকারি সূত্রে প্রকাশ, চীন ছাড়াও অনেক বিনিয়োগকারী নুসানতারায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ আরো কয়েকটি দেশ ব্যক্তিগতভাবে বা কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে নুসানতারায় অবকাঠামো প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে চায়।

পরিকল্পনামন্ত্রী সুহারসা মনোয়ার এমন ধারণা নাকচ করে দেন যে, নুসানতারা প্রকল্পটি একচেটিয়াভাবে চীনা ঠিকাদারদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। সরকার চীনের বিনিয়োগের বিষয়ে অনেকটা সতর্ক, কারণ ইন্দোনেশিয়া-চীন বা চীনা ইস্যুগুলো রাজনৈতিকভাবে সেখানে সংবেদনশীল। কিছু কিছু চীন-বিরোধী মনোভাব সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত। বিভিন্ন চীনা প্রকল্পে চীনা শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার কারণে স্থানীয়রা চীনবিরোধী বিক্ষোভে ইন্ধন যুগিয়েছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, চীনারা তাদের চাকরি চুরি করছে এবং তাদের পাওনা বিদেশে চলে যাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়ায় ৪০ হাজার চীনা কাজ করছে বিপরীতে ইন্দোনেশিয়ায় বেকার কর্মী রয়েছে ১০ মিলিয়ন। সমালোচকরা বলছেন, চীনা সংস্থাগুলোর সাথে জড়িত অংশীদারিত্বগুলো এড়ানো যাবে না যদি সরকার অগ্রগতি দেখতে চায়। কোনো বিনিয়োগকারীকে দেয়া প্রকল্প সম্প্রদায়ের উপকারে আসবে কি না এবং পরিবেশ রক্ষা করবে কি না তা নিশ্চিত করা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের অংশ।

এখন জিনিইমিন বা নতুন চীনা অভিবাসী নিয়ে জার্কাতায় বিরোধী পক্ষগুলো নানা কথা তুলছেন। ২০১৩ সালে বিআরআই চালু হওয়ার পর থেকে ইন্দোনেশিয়ায় নতুন মূল ভূখণ্ডে চীনা অভিবাসীদের আগমন ঘটতে থাকে ও চীনা ব্যবসাগুলো বিকশিত হতে থাকে। আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী, ২০০৮ সালে সারা বিশ্বে ১০.৩ মিলিয়ন জিনিইমিন ছিল, যার মধ্যে প্রায় ৮ মিলিয়ন চীনের মূল ভূখন্ড থেকে এসেছিল। চীন থেকে আগতদের মধ্যে মাত্র ২০ শতাংশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গেছে। এ বিষয়ে সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন কারণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় কোনো দেশই এই সম্পর্কিত পরিসংখ্যান প্রকাশ করেনি। ইন্দোনেশিয়ার শ্রমমন্ত্রী হানিফ ঢাকিরির মতে, ২০১৭ সালে ইন্দোনেশিয়ায় ২৪,৮০০ চীনা শ্রমিক ছিল, যাদের অধিকাংশকেই দক্ষ শ্রমিক হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছিল।

ইন্দোনেশিয়ায় নতুন অভিবাসনের ওপর অনেক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় শ্রমিকদের সাথে বিদেশী শ্রমিকদের অনুপাত এক থেকে দশ। যেসব শ্রমিকের দক্ষতা ইন্দোনেশিয়ায় পাওয়া যায় না, তারাই কেবল পারমিট পেতে পারেন এবং তাদের প্রকল্প শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। পারমিট সাধারণত ছয় মাসের জন্য হয়। এটি 'আদিবাসী ইন্দোনেশীয়দের' অর্থনৈতিক কল্যাণের সমর্থনে শক্তিশালী জাতিগত-জাতীয়তাবাদ এবং সংরক্ষণবাদী নীতির কারণে। অনেক 'আদিবাসী ইন্দোনেশীয়' এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে এবং তারা বিদেশীদের, বিশেষ করে চীনাদের প্রতি জোরালো সন্দেহ এবং কুসংস্কার পোষণ করে। আরো খারাপ ব্যাপার এই যে, বিরোধী রাজনীতিবিদরা প্রায়ই নিজেদের স্বার্থে জাতিগত পরিচয়কে রাজনীতিতে ব্যবহার করে এবং চীনা নতুন অভিবাসীদের ওপর আক্রমণ চালায়। জাতিগত কুসংস্কারগুলো কেবল নতুন অভিবাসীদের বিরুদ্ধেই নয়, চীনা ইন্দোনেশীয়দের প্রতিও রয়েছে, যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেখানে বাস করে আসছে। চীনা অভিবাসীদের প্রতি কঠোর নীতি যাই হোক না কেন, ইন্দোনেশিয়ার অনেক জায়গায় জিনিইমিন রয়েছে। এসব চীনা শ্রমিক ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে মাঝে মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।

উদাহরণস্বরূপ, ২০১৫ সালে, বান্টেন প্রদেশের লেবাকের একটি সিমেন্ট কারখানায় ৭৯৯ জন চীনা অভিবাসী শ্রমিককে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল, প্রধানত অদক্ষ কাজ করার জন্য। এসব শ্রমিক পরিবেশের ক্ষতি করেছে দাবি করে স্থানীয় লোকজন তাদের ওয়ার্কপারমিট প্রত্যাহারের দাবি জানায়। বালি ও কালিমানতানের যৌথ প্রকল্পের সংস্থাগুলো অনুমোদিত শ্রমিকের চেয়ে অনেক বেশি চীনা অভিবাসী শ্রমিক নিয়োগ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়। আসলে রাজনৈতিক ফায়দা লাভের জন্য এসব ছোটখাটো বিষয়কে ইস্যু বানানো হয়।

কিছু সমালোচক যুক্তি দেন যে নুসানতারা প্রকল্পে চীনকে আমন্ত্রণ জানানো ইন্দোনেশিয়াকে চীনের উপর আরো নির্ভরশীল করে তুলবে। জাপানের সফটব্যাঙ্ক গ্রুপ ইন্দোনেশিয়ার নতুন মূলধন প্রকল্প থেকে বেরিয়ে আসে ফলে এই প্রকল্পের অর্থনৈতিক কার্যকারিতা সম্পর্কে বিনিয়োগকারীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বর্তমানে জাপানের সাথে চীনের সম্পর্ক তেমন ভালো যাচ্ছে না। এর আগে আলিবাবা ক্লাউডও বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু তারাও মত পরিবর্তন করেছে। বিনিয়োগকারীরা তাদের ভবিষ্যতের বিনিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করতে এবং সুস্পষ্ট কার্যকারিতা ও বিনিয়োগ রিটার্ন নিশ্চিত করতে চায়। একই যুক্তি চীনা বিনিয়োগকারীদের জন্যও প্রযোজ্য।

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, মন্ত্রণালয় প্রস্তুত করে, নতুন নুসানতারার বর্তমান মাস্টার প্ল্যান এখনও চূড়ান্ত প্রকল্প নয়। তাই এটি আরো কঠোরভাবে মূল্যায়ন করা দরকার। মাস্টার প্ল্যানের অধীনে তালিকাভুক্ত প্রকল্পগুলোর সংখ্যাও সতর্কতার সাথে নির্বাচন করা দরকার। কারণ, সবগুলো প্রকল্প অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর নয় বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করেন।

ইন্দোনেশীয় প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদো সম্প্রতি চীনে রাষ্ট্রীয় সফর করেন, সেখানে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সাথে বেইজিংয়ে মতবিনিময় করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ঐকমত্যে পৌঁছেছেন বলে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবৃতি দিয়েছে।

দুই রাষ্ট্রপতি একমত হন যে, চীন-ইন্দোনেশিয়া কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ ২০১৩ সাল থেকে উন্নয়নের একটি শক্তিশালী গতি বজায় রেখেছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, অভূতপূর্ব বৈশ্বিক পরিবর্তন সত্ত্বেও সামুদ্রিক প্রকল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে অংশীদারিত্ব প্রদর্শন করা সম্ভব হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সহযোগিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাইলফলকের কথা স্বীকার করে নিয়ে দুই রাষ্ট্রপ্রধান দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যের পরিমাণ আরো বাড়ানোর বিষয়ে একমত হন। বিবৃতিতে বলা হয়, বিআরআই এবং গোবাল মেরিটাইম ফুলক্রাম (জিএমএফ) এর সমন্বয়ের মাধ্যমে চীন ও ইন্দোনেশিয়া গভীরভাবে এবং উচ্চমানের সহযোগিতা পরিচালনা করবে এবং চীন ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বের বাস্তবায়নের জন্য একটি নতুন পঞ্চবার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের গতি বাড়াবে। সামুদ্রিক বিষয়ের সংস্থাগুলোর মধ্যে যোগাযোগ জোরদার করবে।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার



ঋণ করে ঘি খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই

খন্দকার হাসনাত করিম

রবি ঠাকুরের উপেন বড় মনোকষ্ট নিয়ে বলেছিল- 'শুধু বিঘে দুই, ছিল মোর ভুঁই, আর সবই গেছে ঋণে। বাবু কহিলেন, বুঝেছ উপেন, ও জমি লইব কিনে।' ঋণ দায়ে মানুষ যে কিভাবে দেউলিয়া হয় রবি ঠাকুরের উপেন তা চোখের জলে জানান দিয়ে গেছে। আজ সেই একই ঋণদায়ে পথে বসার উপক্রম করেছে লেবানন ও শ্রীলঙ্কা। ঋণে ঋণে জর্জরিত দেশ দু'টিতে দুর্নীতিরও সর্বগ্রাসী বসত। ফলে ঋণদায়, অব্যবস্থাপনা এবং দুর্নীতি এক জোট হয়ে লেবাননের পর শ্রীলঙ্কাকেও 'কুরুক্ষেত্রে' পরিণত করেছে। বলা চলে, লেবাননের দুর্গতিরই যেন আজ পুনরাবৃত্তি ঘটছে শ্রীলঙ্কায়। মার্কিন ডলারের বিপরীতে শ্রীলঙ্কার রুপি এখন বিশ্বের উচ্চতম হারসম্পন্ন। অর্থাৎ রুপির মান সর্বকালের নিচে। ২০২০ সালে একই ঘটনা ঘটে লেবাননে। লেবাননকে মাত্র পাঁচ দিনের মধ্যে ১.২ বিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধ করতে হয়। লেবাননের এই "টহঢ়ৎবপবফবহঃবফ ঝড়াবৎ-বরমহ উবভধঁষঃ" দেশটির কোমর ভেঙে দেয়। লেবাননের মতো শ্রীলঙ্কাও গৃহযুদ্ধে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত একটি দেশ। তদুপরি দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা এবং কাঠামোগত সংস্কারের অকার্যকারিতায় হঠাৎই যেন দেশটির অর্থনৈতিক 'হার্ট অ্যাটাক' ঘটল।

লেবাননের বৈশ্বিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় দেশটির মোট বার্ষিক দেশজ উৎপাদনের ১৫০% গুণ। লেবাননের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অযোগ্যতা দেশটিকে লাটে তোলে। শ্রীলঙ্কার অবস্থাও ঠিক সেরকমই। শ্রীলঙ্কাও এখন 'ইম্পোর্ট' বিল দিতে পারছে না। বাংলাদেশের সেখানে সরকারের ঋণ বা সার্বভৌম ঋণ এক লাখ ৯ হাজার ৩৪৪ বিলিয়ন ডলার। তফাৎ হলো বাংলাদেশের বিদেশী মুদ্রার মজুদ এখনো সন্তোষজনক; শ্রীলঙ্কা যেখানে দেউলিয়া। ঋণী হতে দোষ নেই, যদি ঋণ পরিশোধের সঙ্গতি থাকে। যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সার্বভৌম ঋণের পরিমাণ যথাক্রমে দুই কোটি ৮০ লাখ ৪৭ হাজার ২৮৬ মিলিয়ন এবং এক কোটি ৩০ লাখ ৫৩ হাজার ৬৫৮ মি-লিয়ন ডলার। ধনী, মধ্যবিত্ত ও গরিব দেশ- সবাই নিজ দেশের ভেতর থেকে বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল থেকে ধার করে চলে। তবে 'ঋণদায়' এবং 'ঋণ বিপর্যয়' এক কথা নয়।

ঋণ ব্যবস্থাপনা টেকসই বা সন্তোষজনক কি না, তা নিরূপণেরও ব্যবস্থা আছে। এ ক্ষেত্রে প্রধান সূচক হলো ঋণ ও 'জিডিপি'র অনুপাত। যাদের বা যেসব দেশের ঋণ-জিডিপির আনুপাতিক বেশকম ব্যাপক তাদেরই ঋণখেলাপি হওয়ার শঙ্কা বেশি থাকে। এই অনুপাতে তাদেরই ঋণখেলাপি হওয়ার শঙ্কা বেশি থাকে। এই অনুপাত সূচকের পরই আসে দেশটির স্থিতিশীল বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ ও উপার্জন ধারা। খোদ যুক্তরাষ্ট্র বা জাপান সরকারও নিজস্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (যেমন ফেডারেল রিজার্ভ বা ব্যাংক অব জাপান) কাছ থেকে সার্বভৌম ঋণ নিয়ে থাকে। তবে তাদের সরকারের ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা অনেক। লেবানন, শ্রীলঙ্কা বা সুদানের সেই ক্ষমতা না থাকায় তারা বিশ্ব ব্যাংক বা আইএমএফের মতো দাদনদাতার কাছে ধার খেয়ে বসে থাকে। শ্রীলঙ্কা কম সুদেই ধার নিয়েছে; তবে অর্থের পরিমাণ বিশাল। ঋণ পরিশোধের আগেই তাদের আর্থিক কাঠামো প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম করে। সেই বিনিয়োগে তারা এমন সব উচ্চাভিলাষী ভারী অবকাঠামো গড়েছে, যা থেকে উপার্জন আসা সুদূর পরাহত এবং পরিশোধ করতে করতে ধারের টাকা সুদাসলে এত বেশি হয়ে যাবে যে, পরিশোধের ইচ্ছা থাকলেও সংস্থান বা সঙ্গতি থাকবে না।

বাংলাদেশের মেগা-প্রকল্পগুলোর কথা এ জন্যই সর্বমহলে আলোচনায় উঠে আসে। এই যে এত বিশাল বাজেট হলো, কৃষক কী পেল? কৃষিতে ভর্তুকি না বাড়ালে জিনিসপত্রের দাম কমবে কিভাবে? জ্বালানিতে ভর্তুকি না দিলে পরিবহন ব্যয় বাড়বে। তাহলে উপায়? খবরের কাগজেই হিসাব কষে দেখানো হয়েছে রাজধানীর একটি সাধারণ আয়ের ছোট পরিবারেরও ম্যাসিক খাদ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় ২১ হাজার টাকা বা কিছু বেশি। ক'জন মানুষের আয় ২১ হাজার টাকা? তাছাড়া মানুষ কি কেবল ভাত তরকারিই খায়? ঘরভাড়া, লেখা-পড়া, ওষুধপত্র, চিকিৎসা, পানি-গ্যাস-বিদ্যুৎ-ইউ-টিলিটিজ বিল পরিশোধ, ঋণ পরিশোধ, এগুলো আসবে কোত্থেকে? সঞ্চয় বা বীমার কথা না হয় বাদই দেয়া গেল।

২০০৭ সাল থেকে শ্রীলঙ্কা স্রেফ ধার করেই চলেছে। ১৪ বছরে সেই অজস্র ঋণ পরিশোধের 'জিডিপি' : বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের' অনুপাত আশঙ্কাজনক হারে কমেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ ঋণ পরিশোধ বাবদ ৬৮ হাজার ৫৮৯ কোটি টাকার বরাদ্দ রেখেছে। এটি তুলনামূলক বিচারে স্বস্তিদায়ক তবে দুর্নীতি, দুঃশাসন, জনগণের ওপর করভার চাপানো এবং অপ্রতিরোধ্য দুর্নীতি, অর্থপাচার চলতে থাকলে সাফল্যের সূচকগুলো মুখথুবড়ে না পড়ার কোনো নিশ্চয়তা থাকবে কি? অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট দেখে ড. মনজুর আলম খান পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে দেখিয়েছেন, বিদেশী ঋণের ক্ষেত্রে সমন্বিত গড় সুদের হার ১ শতাংশ, অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে ৯.৭ শতাংশ এবং মোট কর্জের ক্ষেত্রে ৫.৮ শতাংশ হারে পড়ছে। শ্রীলঙ্কার বিদেশী ঋণের সুদের হার বাংলাদেশের তুলনায় চারগুণ বেশি। বাংলাদেশের সরকার ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে যে ধার করেছে, তার গড় ঋণ পরিশোধ সময়সীমা ১০.৪ বছর; শ্রীলঙ্কার এই সময়সীমা বাংলাদেশের তুলনায় ৬.৩৪ শতাংশ বেশি। তাহলে ধীরে সুস্থে আয়েশের সাথে ঋণভার লাঘবের প্রসঙ্গটি বাস্তবতার সাথে মেলে না। এখন শ্রীলঙ্কাকে বাঁচাতে পারে চীন বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) যৌথভাবে বা এককভাবে হলেও স্বতন্ত্র হিসেবে।

২০০৭ সাল থেকে শ্রীলঙ্কা স্রেফ ধার করেই চলেছে। ১৪ বছরে সেই অজস্র ঋণ পরিশোধের 'জিডিপি' : বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের' অনুপাত আশঙ্কাজনক হারে কমেছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ ঋণ পরিশোধ বাবদ ৬৮ হাজার ৫৮৯ কোটি টাকার বরাদ্দ রেখেছে। এটি তুলনামূলক বিচারে স্বস্তিদায়ক তবে দুর্নীতি, দুঃশাসন, জনগণের ওপর করভার চাপানো এবং অপ্রতিরোধ্য দুর্নীতি, অর্থপাচার চলতে থাকলে সাফল্যের সূচকগুলো মুখথুবড়ে না পড়ার কোনো নিশ্চয়তা থাকবে কি? অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট দেখে ড. মনজুর আলম খান পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে দেখিয়েছেন, বিদেশী ঋণের ক্ষেত্রে সমন্বিত গড় সুদের হার ১ শতাংশ, অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে ৯.৭ শতাংশ এবং মোট কর্জের ক্ষেত্রে ৫.৮ শতাংশ হারে পড়ছে। শ্রীলঙ্কার বিদেশী ঋণের সুদের হার বাংলাদেশের তুলনায় চারগুণ বেশি। বাংলাদেশের সরকার ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে যে ধার করেছে, তার গড় ঋণ পরিশোধ সময়সীমা ১০.৪ বছর; শ্রীলঙ্কার এই সময়সীমা বাংলাদেশের তুলনায় ৬.৩৪ শতাংশ বেশি। তাহলে ধীরে সুস্থে আয়েশের সাথে ঋণভার লাঘবের প্রসঙ্গটি বাস্তবতার সাথে মেলে না। এখন শ্রীলঙ্কাকে বাঁচাতে পারে চীন বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) যৌথভাবে বা এককভাবে হলেও স্বতন্ত্র হিসেবে।

দীর্ঘদিন কৃত্রিম শ্বাস গ্রহণ করে বেঁচে থাকা রোগীর ব্যাপারে ডাক্তার যেমন হাল ছেড়ে দেন, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফও তেমনি শ্রীলঙ্কার ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিতে চলেছে। লেবাননের তুলনায় শ্রীলঙ্কা দীর্ঘদিন গৃহযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গেছে। দেশে হানাহানি অশান্তি হলে ঋণদাতারা লাভবান হয়; সরকারগুলো বিপদে পড়ে। আমাদের দেশে তাই গণতান্ত্রিক শাসন ধারা সবারই শিরোধার্য করে নেয়া উচিত। এবারের বাজেট নির্বাচনী বছরের বাজেট। নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হওয়া বা ব্যাপক অর্থে অংশগ্রহণমূলক হওয়া দরকার। তুলনামূলক কম ঝুঁকিপূর্ণ না হওয়া মানেই কিন্তু আদৌ সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্ত দাবির শামিল বা সমার্থক নয়।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকিপূর্ণতা কমবেশি থাকতে পারে। এই পরিপূর্ণতার পেছনে আর যে 'ফ্যাক্টরগুলো' ভূমিকা রাখুক না কেন তার ভিত্তিভূমি হওয়া উচিত মানুষের দুঃখ, অনটন, অভাব, প্রশমিত করা। জনগণের 'নির্বাচিত' সরকার দাবিকারীদের মোটেই উচিত নয় বণিকদের সুরক্ষা ও সাধারণ মানুষের জন্য আগ্রাসী এবং নিবর্তনমূলক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া। অর্থনীতির সাথে রাজনীতির সম্পর্ক হলো ভায়রা ভাইয়ের মতো স্পর্শকাতর সম্পর্ক। এ সম্পর্ক উপরে উপরে খুবই মোলায়েম; তবে সম্পর্ক ঠিক না রাখতে পারলে সাপে-নেউলে! সুস্থ ঋণ ব্যবস্থাপনায় ভবিষ্যতের অঙ্ক বর্তমানে কষতে হলে ঋণের সুস্থতা ও ঋণ বিমারের হেতু ঠাহর করতে হবে। ঋণের দায়ভার কাঁধে নেয়া খুব কঠিন বিষয় নয়। আমরা নিজেরা সেই ডায়াগনসিস করতে পারলে 'আইএমএফ'-এর গতানুগতিক প্রেসক্রিপশন মেনে নেব কেন? আইএমএফের ঋণকৌশল হলো রবি ঠাকুরের দরিদ্র গৃহস্থ উপেনের বসতবাড়ি দখলে জমিদার বাবুর অভিলাষের মতো।

তাই কর্জ করার আগে কর্জ পরিশোধের কৌশলপট তৈরি করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ বা ঋণ পরিশোধের কাঠামোগত সমাধান তো আর শেয়ারবাজারের অনিশ্চিত ফলাফলের মতো বা নিশ্চিত বিপর্যয় নয়। আগে দেখতে হবে, যে বাবদ ঋণ নিচ্ছি, তা কতখানি বাস্তবসম্মত ও অপরিহার্য। কর্জ করে ঘি খাওয়ার কোনো দরকার নেই। সাধ্য হলে ভোজ্যতেল খাবো, নয়তো পানিতে ডিম, আলু সিদ্ধ করে আলুভর্তা খেয়ে দিন গুজার করব। বিদেশী দাদনে খেলাপি হওয়ার কোনোই সুযোগ নেই। সেই অবকাশ রাখেনি মহাযুদ্ধপরবর্তীকালে সম্পাদিত 'ব্রেটন উড' চুক্তি, যে চুক্তিরই ফসল বিশ্ব ব্যাংক বা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল।

শর্তসাপেক্ষে আইজিপির ভিসা প্রাপ্তি দেশের জন্য অবমাননাকর - মির্জা ফখরুল

ঢাকা ডেস্ক: বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, জাতিসংঘে পুলিশ প্রধানদের সম্মেলনে 'শর্তসাপেক্ষে' আইজিপি ড. বেনজির আহমেদের যুক্তরাষ্ট্রের ভিসাপ্রাপ্তি দেশের জন্য অবমাননাকর। রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি শনিবার দুপুরে এসব কথা বলেন। এতে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ও ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমান।

মির্জা ফখরুল বলেন, সরকার জতিসংঘকে যে ডেলিগেশনের তালিকা দেয়, সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করার জন্য বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের গুম, খুন, বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডের মতো ভয়ংকর মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শর্তসাপেক্ষে ভিসা দিয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের পুলিশ প্রধান জাতিসংঘের নির্দিষ্ট সম্মেলন ছাড়া অন্য কোনো কর্মকান্ডে অংশ নিতে পারবেন না।

বিএনপি মহাসচিব আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জাতিসংঘের ১৯৪৭ সালের চুক্তি অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি শুধু জাতিসংঘের সুনির্দিষ্ট সম্মেলনে যোগ দিতে পারবেন। তার অবস্থান সীমিত থাকবে জাতিসংঘের প্রাঙ্গণেই। এক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত পুলিশ প্রধানের অন্তর্ভুক্তি সরকারের অপরিণামদর্শী ফ্যাসিবাদী সিদ্ধান্ত। সরকারের এ ধরনের দায়দায়িত্বহীন আচরণে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে।

মির্জা ফখরুল বক্তব্যে জ্বালানি তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ও বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ের প্রতিবাদে ২২ আগস্ট থেকে জেলা-উপজেলা-ইউনিয়ন পর্যায়ে চলমান কর্মসূচিতে হামলার ঘটনা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, হামলা-মামলা করে বিএনপির আন্দোলন দমানো যাবে না। বিএনপি আন্দোলন শুরু করেছে।



বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো হলো গাইবান্ধা সোসাইটি'র বনভোজন









নিউইয়র্ক: গাইবান্ধা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক'র বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২১ আগষ্ট নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডের হামস্টেট লেকে এই বনভোজনের আয়োজন করা হয়। বেলুন উড়িয়ে এবং ফিতা কেটে বনভোজনের শুভ উদ্বোধন করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধা, একুশে পদকপ্রাপ্ত জীবন্ত কিংবদন্তি শিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায়।

সংগঠনের সভাপতি শাজাহান সরকারের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক রেজা রহমান, বনভোজন কমিটির আহবায়ক শফিউল আজম ও সদস্য সচিব মেহেদী ইসলাম মিথুন। এসময় অতিথি হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট রাজনীতিক সৈয়দ শামসুল আলম হীরু, যুক্তরাষ্ট্রে চ্যানেল আই প্রতিনিধি রাশেদ আহমেদ, আইবিটিভি'র প্রতিনিধি হাসান জামান, সংগীত শিল্পী শাহ মাহবুব, মোস্তাকুর রহমান রেজভী ও নুরুন্নবী প্রধান সবুজ।

এছাড়া শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মাহফুজুর রহমান, উত্তরবঙ্গ ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এম ডি কাশেম ও সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান আশরাফ, হিরো চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক এডামসের এশিয়ান এডভাইজার মনোনীত হওয়ায় ফাহাদ সোলায়মানকে সম্মাননাপত্র ও ফুলের গুচ্ছ দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। এ পর্বে সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন মুক্তি সরকার, আউয়াল দুলাল, জিয়াউর রহমান হেনরী, আব্দুল হক আকাশ, শফিউল উদ্দিন উৎপল, তুষার তরফতার, মিলন সরকার ও দীলিপ মোদক।

অনুষ্ঠানে দিনভর ছিল বিভিন্ন বয়সীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন ক্রীড়া সম্পাদক মাহফুজ তুহিন, মোফাজ্জল হোসাইন, মহির উদ্দিন চুন্নু, প্রতীমা সরকার, বিপুল সাহা ও মোস্তানছিরুর রহমান জুয়েল।

গাইবান্ধাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ পর্বে অংশ নেন ফারজানা সুলতানা লোপা, মাহমুদা মনি, ফাহমিদা চৌধুরী লুনা, মঞ্জুরুল হক, ফাতেমা মেহরীন ইমনি, সুলতানা তহামান বকুম, হোসনে আরা বেগম রত্না, উদয় ইসলাম ও নাসিরা আকতার স্বপ্না। রাফেল ড্র'র মধ্য দিয়ে পিকনিকের সমাপ্তি হয়। রাফেল ড্র'র দশটি পুরস্কার ছিল-প্রথম নিউইর্য়ক-ঢাকা-নিউইর্য়ক বিমানের টিকেট, ২য় ও ৩য় পুরস্কার টিভি, ৪র্থ শাড়ী, ৫,৬ ও ৭ম ল্যাপটপ এবং ৮,৯ ও ১০ম পুরস্কার ছিল মোবাইল। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ব্যাংকে সরকারি আমানত পৌনে তিন লাখ কোটি টাকা

ঢাকা ডেস্ক: দেশের বিভিন্ন ব্যাংকে গত জুন পর্যন্ত সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় পৌনে তিন লাখ কোটি টাকা। এ টাকা সংস্থাগুলোর উন্নয়নে বা অন্য প্রয়োজনে সরকারি খাতে যাওয়ার কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। ব্যাংকগুলো এই টাকা খাটাচ্ছে। বিপুল এ আমানতের ৫৯.৬১ শতাংশ রয়েছে ঢাকার বিভিন্ন ব্যাংকে। আর ঢাকার বাইরে আছে ৪০.৩৯ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি আমানত রাখা হয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে। বাংলাদেশ ব্যাংক গত সপ্তাহে অর্থ মন্ত্রণালয়ে ব্যাংকগুলোর আমানত নিয়ে একটি প্রতিবেদন পাঠায়। তাতে এই তথ্য উঠে এসেছে।

জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক এবং মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম বলেন, এ টাকাগুলো সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সাময়িক সময়ের জন্য ব্যাংকে রেখেছে। প্রয়োজন হলে প্রতিষ্ঠানগুলো কলমানি মার্কেট থেকে তুলে নেয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, বিশাল এ টাকা সংস্থাগুলোর উন্নয়নে বা অন্য প্রয়োজনে সরকারি খাতে যাওয়ার কথা। এ টাকা ব্যাংকে রাখার কারণে সংস্থাগুলো কিছু সুদ হয়তো পাচ্ছে। তাতে তাদের নিজেদের ছাড়া অন্য কারো উপকার হচ্ছে না।

অর্থ বিভাগ সূত্রে জানা যায়, ব্যাংকগুলোতে সরকার, বিভিন্ন সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, বীমা কম্পানি ও পাবলিক পেনশন ফান্ড ইত্যাদির আমানত রয়েছে। গত জুন শেষে এসব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় দুই লাখ ৭৬ হাজার ১৬৯ কোটি ৮৯ লাখ টাকা। এর মধ্যে ঢাকায় রয়েছে এক লাখ ৬৪ হাজার ৬২৫ কোটি ৫৩ লাখ টাকা। ঢাকার বাইরে রয়েছে এক লাখ ১১ হাজার ৫৪৪ কোটি ৩৪ লাখ টাকা।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশাল এ আমাতের বেশির ভাগই রয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত ছয়টি বাণিজ্যিক ব্যাংকে। এর পরিমাণ এক লাখ ৬৬ হাজার ৮৩৯ কোটি টাকা। এটি মোট আমানতের ৬০.৪১ শতাংশ। ৪১টি বেসরকারি ব্যাংকে রয়েছে ৮৭ হাজার ৪৯০ কোটি টাকা, যা মোট আমানতের ৩১.৬৮ শতাংশ। রাষ্ট্রায়ত্ত তিনটি বিশেষায়িত ব্যাংকে রয়েছে ১৭ হাজার ৫১২ কোটি টাকা, যা মোট আমানতের ৬.৩৪ শতাংশ। এ ছাড়া বাংলাদেশে কার্যক্রম চালানো ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংকে রয়েছে চার হাজার ৩২৮ কোটি টাকা।

প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, সবচেয়ে বেশি আমানত রেখেছে সরকারি অনার্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো। এর পরিমাণ এক লাখ ৪১ হাজার ৯৬০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান/স্বায়ত্তশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এদের আমানতের পরিমাণ প্রায় ৬৭ হাজার ১০৯ কোটি টাকা। সরকারি আমানত আছে ৩২ হাজার ২৪৭ কোটি ৮৩ লাখ টাকা। এসব গচ্ছিত আমানত থেকে ব্যাংকগুলো ঋণ দেয়। দেশের ব্যাংক খাতে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত খেলাপি ঋণের পরিমাণ এক লাখ ২৫ হাজার ২৫৭ কোটি টাকা। এর আগে এত পরিমাণ খেলাপি ঋণ আর হয়নি।

মানবাধিকার নিয়ে জাতিসংঘের উদ্বেগে বাংলাদেশ নেই

ঢাকা ডেস্ক: সদ্য বাংলাদেশ সফরকারী জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার মিশেল ব্যাচেলেটের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী জাতিসংঘের দৃষ্টিতে মানবাধিকার বা অন্যান্য বিষয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো উদ্বেগ প্রকাশিত হয়নি। যেসব দেশ ও অঞ্চলে মানবাধিকার ও মানবিক অধিকার নিয়ে সমস্যা ও উদ্বেগ রয়েছে, সেটি জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিসের প্রধান মিশেলের গতকালের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে সেই দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ নেই। জাতিসংঘের এই রিপোর্টে গুম-খুনের মতো বিশেষ মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা যেসব দেশে বিরাজমান, সে বিষয়টিও উল্লেখিত হয়েছে। এসব দেশের মধ্যে বাংলাদেশের নাম আসেনি। মিশেলের রিপোর্টে বরং রোহিঙ্গা ইস্যুতে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক মানবাধিকারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে প্রকারান্তরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এসব ক্ষেত্রে নানা যুগান্তকারী অর্জনকে বিশেষভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

সম্প্রতি জাতিসংঘের মানবাধিকার টিমের বাংলাদেশ সফরকালে সরকার এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মানবাধিকার বিষয়ে যেসব তথ্যউপাত্ত দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো তারা গুরুত্বসহকারে আমলে নিয়েছেন বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। এই রিপোর্টে সেটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

আগামী ৩১ আগস্ট মিশেলের জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিসের প্রধান হিসাবে চার বছরের মেয়াদ পূর্ণ হবে। এ উপলক্ষ্যে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার গতকাল প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে এই রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তার এই রিপোর্টে মূলত জাতিসংঘের দৃষ্টিতে এই চার বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির একটা মূল্যায়ন ফুটে উঠেছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার অফিসের প্রধান হিসবে বাংলাদেশসহ যেসব দেশে মিশেল সফর করেছেন, তার একটা তালিকা উল্লেখ করেছেন। দেশগুলো হলো-বুর্কিনা ফাসো, নাইজার, আফগানিস্তান, চীন, বসনিয়া অ্যান্ড হার্জেগোভিনা, পেরু ও বাংলাদেশ।

মিশেল তার রিপোর্টে উল্লেখ করেন, তার এই মেয়াদকালে পৃথিবীর মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। বৈশ্বিক কোভিড মহামারীর অপরিসীম নেতিবাচক প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং ইউক্রেনে যুদ্ধের কারণে পৃথিবীর দেশে দেশে তীব্র খাদ্য, জ্বালানি ও আর্থিক সংকট-এই তিনটিই হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের প্রধান তিন ইস্যু। তার রিপোর্টে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মৃত্যুদণ্ড প্রথা বাতিল করার ক্ষেত্রে নানা উদ্যোগ, অগ্রগতি ও প্রতিবন্ধকতার তথ্য উঠে আসে কোন কোন দেশে কী কী অগ্রগতি হয়েছে, সে কথাও এসেছে এই রিপোর্টে।

নিজের দেশে দুইবার রাষ্ট্রপতির দায়িত্বের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি উল্লেখ করেন-রাষ্ট্র পরিচালনা অনেক কঠিন কাজ। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সবসময়ই নানা দাবি, সংকট ও সমস্যা থাকে। রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকলে সব সংকটই অতিক্রম করা যায়।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, মানবাধিকার সম্পর্কিত অ্যাডভোকেসি অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল আনে।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশ কলোম্বিয়ায় একটি মানবাধিকারকেন্দ্রিক ড্রাগ পলিসি কীভাবে সেখানকার চলমান সামাজিক- রাজনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি পেতে পারে, সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

মিশেল তার চার বছরের মেয়াদকালে যেসব দেশে গেছেন, যেসব মানবাধিকার কর্মী ও মানবাধিকার লংঘনের ভিকটিমদের সঙ্গে কথা বলেছেন, সে বিষয়ে একটি সারসংক্ষেপ প্রকাশ করেন।

রিপোর্টে বাংলাদেশের কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পের কথা বিশদভাবে উঠে আসে।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND
EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

সরব হচ্ছে চায়ের রাজ্য

ঢাকা ডেস্ক: শ্রমিকদের কর্ম ব্যস্ততায় আগের মতো কি মুখরিত হচ্ছে চা বাগান। ২৭ আগস্ট দিনভর এমন প্রশ্ন ছিল চায়ের রাজধানী হিসেবে খ্যাত মৌলভীবাজার জেলাবাসীর। এমন প্রশ্নের সহজ সমাধান আসলো প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মালিকদের বৈঠক শেষে ঘোষণায়। ওইদিন বিকালে চা বাগান মালিকদের সঙ্গে বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস জানান, চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য আনুষাঙ্গিক সুবিধাগুলোও বর্ধিত করা হচ্ছে। জানানো হয় পরবর্তীতে ভিডিও কনফারেন্সে চা শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী। এখন থেকে তাদেরকে কাজে যোগ দিতেও তিনি বলেছেন। এই ঘোষণায় চা শ্রমিকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও প্রধানমন্ত্রীর এমন হস্তেক্ষেপ ও মজুরি নির্ধারণে অধিকাংশ শ্রমিকরাই খুশি। গত ২০ দিন ধরে ৩০০ টাকা মজুরির দাবিতে চা বাগানের গণতিঘর, ফ্যাক্টরির সামনে, রাজপথ কিংবা খোলা মাঠ সবখানেই বক্তব্য আর দাবি আদায়ের নানা বিক্ষুব্ধ স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে বাগানগুলো। জেলার ৯২টি চা বাগানসহ দেশের ১৬৭টি চা বাগানে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চলে ৩শ' টাকা মজুরি বৃদ্ধির কঠোর আন্দোলন ও ধর্মঘট।



শ্রমিকরা কাজে যোগদান না করে পঞ্চায়েত ও ভ্যালী কমিটির নেতৃত্বে রেলপথ ও সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। ওই সময় বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভায় চা-শ্রমিকরা তাদের বক্তব্যে বলেন, বার বার রাতের আঁধারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ইউনিয়নের নেতারা প্রধানমন্ত্রীর কথা বলে আমাদের ধোঁকা দিয়েছে। আমাদের বিভ্রান্ত করেছে। ওরা আমাদের নেতা নয় দালাল।

তাদেরকে চিনতে আমরা ভুল করেছি। আর ইউনিয়নের চাঁদা দেবো না। ওই দালালদের সঙ্গে কোনো সম্পর্কও রাখবো না। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরাই আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবো। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বাবা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের ভোটাধিকার দিয়েছেন। তার সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২০ টাকা মজুরিতে আমাদেরকে কাজ করার কথা বলবেন তা আমরা বিশ্বাস করি না। শুধু ওদের মুখে প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনি। কই প্রধানমন্ত্রীতো নিজে কখনো সরাসরি কোথাও এমন ঘোষণা দেননি। তিনি সরাসরি ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত আমরা তা বিশ্বাস করি না। দ্রব্যমূল্যের এই ঊর্ধ্বগতির বাজারে এই মজুরি দিয়ে সংসার চালাতে পরি না। দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের নিশ্চয়তা পাইনা। এজন্য আমরা কাজ ছেড়ে রাস্তায় না খেয়ে নেমেছি। চোখের সামনে চা পাতাগুলো নষ্ট হচ্ছে। এজন্য মালিক পক্ষই দায়ী।

আমরা আর না খেয়ে মরতে চাইনা। তাই দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরে যেতে চাইনা। তাদের এমন দৃঢ় আন্দোলনে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব চরম চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন। কিছুতেই ওদের এমন দৃঢ় আন্দোলন থামানো না গেলে ২৭শে আগস্ট বিকালে বিষয়টি সুরাহা করতে প্রধানমন্ত্রী চা বাগান মালিকদের সঙ্গে গণভবনে বৈঠকে বসেন। ওইদিন মজুরির বিষয়ে সাধারণ শ্রমিকরা প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করেন। ১৭০ টাকা ঘোষণা আসায় তারা অনেকেই কাজে যোগ দেয়ার আগ্রহ দেখিয়েছেন। রোববার চা বাগানগুলোতে সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় সোমবার থেকে তারা কাজে যোগ দেবেন বলে একাধিক চা বাগান পঞ্চায়েত কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এদিকে বাগানের স্টাফ ও মালিকরা জানান, শ্রমিকরা কাজে যোগ না দেয়ায় প্রতিদিনই চা শিল্পের ১৫-১৬ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। আর এখন চা গাছের উপরিভাগের পাতা শক্ত হয়ে যাওয়াতে তা কাজে আসবে না। নতুন করে কাটিং শেষে গজানো পাতার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।



মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান
OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer
APPROVED IATA
KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি
We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER
৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

ফখরুল পুনরায় সভাপতি সানী সাধারণ সম্পাদক

(শেষের পাতার পর)

সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার পুনরায় সভাপতি এবং কমিউনিটির পরিচিত মুখ জে মোল্লা সানি সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছেন। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার ১৬২ স্ট্রীটস্থ রিলায়বল হোম কেয়ার কার্যালয়ে সোমবার (২২ আগষ্ট) সন্ধ্যায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ফ্রেন্ডস সোসাইটির ৪০ সদস্য বিশিষ্ট পূর্নাঙ্গ কমিটির ঘোষণা দেন সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। এসময় সংগঠনের বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আশীন রাসেল সহ উপদেষ্টা ও কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং সঞ্চালনা করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমিন রাসেল। এসময় নূতন কমিটি গঠন ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির অতীত কার্যক্রম এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন পুনরায় নির্বাচিত সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার। সংগঠনটিকে ভবিষ্যতে আরো শক্তিশালী, গতিশীল এবং কার্যকর করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। এক পর্যায়ে উপদেষ্টাবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, উপদেষ্টা ডা. ওয়াজেদ এ খান, ছদরুন নূর, রেজাউল করিম চৌধুরী, মোহাম্মদ শাহনেওয়াজ, অধ্যাপিকা হুসনে আরা, মনির হোসেন প্রমুখ। উপদেষ্টাগণ জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরে বলেন, স্থানীয় বাংলাদেশী কমিউনিটির উন্নয়ন ও কল্যাণে সংগঠনটি বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে এসেছে। নেতৃবৃন্দ, নব নির্বাচিত কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

এছাড়াও ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও বিলাল চৌধুরী এবং নব নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক জে. মোল্লা সানি বক্তব্য রাখেন। নব নির্বাচিত কমিটির উদ্যোগে আগামী ২ সেপ্টেম্বর বিকেলে 'ব্যাক টু স্কুল' প্রোগ্রামের আওতায় ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বুকব্যাগ প্রদান করা হবে। এছাড়া জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির জন্য একটি স্থায়ী ভবন ক্রয়ের ব্যাপারে একটি কমিটি গঠন এবং অন্যান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকরী কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়। নতুন কমিটির কর্মকর্তারা হলেন:

উপদেষ্টা পরিষদ: প্রধান উপদেষ্টা- এবিএম ওসমান গণি। উপদেষ্টা যথাক্রমে ডা. ওয়াজেদ এ খান, ছদরুন নূর, হাজী শামসুল ইসলাম, মনজুর আহমেদ চৌধুরী, সালেহ আহমেদ, সরাফ সরকার, রেজাউল করীম চৌধুরী, দুলাল মিয়া এনাম, মোহাম্মদ শাহ নেওয়াজ, অধ্যাপিকা হুসনে আরা. ডা. টমাস দুলু রায়, ডা. মাসুদুল হাসান, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদেক, জহিরুল ইসলাম, ফয়জুল হক, মোস্তফা কামাল, ডা. আব্দুল লতিফ, এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, মিসবাহ আহমেদ, প্রফেসর শাহাদত হাসান, শেখ আনসার আলী, হুমায়ুন কবীর, ওমর খসরু, সৈয়দ আতিক ও মনির হোসেন।

কার্যকরী কমিটি (২০২২-২০২৩): সভাপতি- মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সহ সভাপতি- এএফ মি-সবাহউজ্জামান, ইফজাল আহমেদ চৌধুরী ও রাসেক মালিক, সাধারণ সম্পাদক- জে মোল্লা সানী, সহ সাধারন সম্পাদক- রিজু মোহাম্মদ, কোষাধ্যক্ষ- আখতার বাবুল, সাংগঠনিক সম্পাদক- বাবুল হাওলাদার, প্রচার ও জনসংযোগ সম্পাদক- এস এম সোলায়মান, ক্রীড়া সম্পাদক- সুমন খান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক-আফরোজা বেগম রোজী, কমিউনিটি আউটরীচ সম্পাদক- আনুভা শাহীন, স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক- এনায়েত মুন্সী, সাহিত্য সম্পাদক- ফয়সল আলিম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক হিমু মিয়া, আপ্যায়ন সম্পাদক গোলাম আজম রকি।

কার্যকরী সদস্য: বিলাল আহমেদ চৌধুরী, সাইফুল ইসলাম, শেখ হায়দার আলী, মোহাম্মদ সেবুল মিয়া, সৈয়দ আল আমীন রাসেল, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম সনি, কাজী আবু নাসের, শাহ জে চৌধুরী, লিটন আহমেদ, রোমান রেজাউল, সৈয়দ লিটন আলী, সহদেব তালুকদার, তরিকুল ইসলাম তুহিন, রেজাউল আলম অপু, বাহরুল ইসলাম রমিজ, কবীর মুন্সী, রাশেদ আল হাসান, মোশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ জসিম, শেখ ফরহাদ, মাহিন আহমেদ ও আমিনুল হক।

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh, Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মোডাসন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"



যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com



সুনির্দিষ্ট তথ্য ছাড়াই কর্মকর্তাদের ওপর

(প্রথম পাতার পর)

দিয়েছে। শনিবার হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে ইনার হুইল ক্লাব আয়োজিত 'পঞ্চম দক্ষিণ এশিয়া সম্মেলন'- শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার যেহেতু বাংলাদেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রমাণ পাননি সেহেতু বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্র যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে তা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয় কি না এমন প্রশ্নে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমি শুধু জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের উক্তিটিই করেছি। অনেকেই অনেক কথা বলেন। আমি সবসময় বলে থাকি তথ্য ছাড়া ও প্রমাণ ছাড়া কিছু বললে তা কেউ বিশ্বাস করে না। মন্ত্রী বলেন, জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার মিশেল ব্যাচেলেট বাংলাদেশে এসেছিলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেছেন। আমাদের কিছু প্রশ্ন আগেই দিয়েছিলেন। সেখানে '৭৬ জন গুম' করার অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল। আমরা ভিডিও প্রেজেন্টেশন করে তাকে বিষয়গুলো দেখিয়েছিলাম এবং কোন দিন কী হয়েছে বিস্তারিত তার কাছে তুলে ধরেছি। এসব দেখে তিনি কোনো প্রশ্ন আমাদের করেননি।

তিনি সবকিছু বিশ্লেষণ করে মতামত দিয়েছেন। বলেছেন, বাংলাদেশ মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে না, বরং খুব যত্ন সহকারে দেশ পরিচালনা করছেন প্রধানমন্ত্রী। সে কথাই তিনি বারবার বলেছেন। সদ্য বাংলাদেশ সফরকারী জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের সর্বশেষ রিপোর্ট অনুযায়ী, জাতিসংঘের দৃষ্টিতে মানবাধিকার বা অন্যান্য বিষয়ে বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো উদ্বেগ প্রকাশিত হয়নি। তাহলে বিএনপি যে বারবার এ বিষয়ে অভিযোগ করে আসছিল, এবার তাদের দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হলো কি না সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, আমরা সবসময় বলে আসছি তারা (বিএনপি) একটা অবস্থা সৃষ্টির জন্য বিভিন্নভাবে রটনা করে যাচ্ছে। যেগুলোর কোনো ভিত্তি নেই এবং সত্যতা দেখাতে পারেনি। ভিত্তি না থাকার কারণে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার আমাদের দেশের মানবাধিকার নিয়ে কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করেননি।

রাতে ভালো ঘুমে করণীয়

(শেষের পাতার পর)

অনিদ্রার কারণে দিনভর কাজের এনার্জি পাওয়া যায় না, সারাক্ষণ ক্লান্ত লাগে। ঘুমের সমস্যা সমাধানে কী করবেন এবং কী করবেন না জেনে নিন।

গ্যাজেট থেকে দূরে থাকুন: বিভিন্ন জরিপ বলছে, মোবাইল বা গ্যাজেট আসক্তির কারণে অনিদ্রার সমস্যা বেড়ে গেছে বর্তমানে। গ্যাজেটের স্ক্রিন থেকে আসা আলো ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। ঘুমানোর আগে তাই গ্যাজেট সঙ্গে রাখবেন না। সম্ভব হলে কিছুক্ষণ মেডিটেশন করুন কিংবা বই পড়ুন।

ঘরের পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ: ঘুমের পরিবেশ তৈরি করুন ঘরে। অন্ধকার, শীতল ও আরামদায়ক পরিবেশ জরুরি ভালো ঘুমের জন্য। বেড রুমে কখনো টেলিভিশন রাখবেন না। জানালা-দরজায় ব্যবহার করুন ভারী পর্দা। চাইলে ওয়ার্ম লাইট জ্বালিয়ে দিতে পারেন ঘুমানোর আগে।

সন্ধ্যার পর ক্যাফেইন গ্রহণ করবেন না: ক্যাফেইন মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে। সন্ধ্যার পর তাই চা কিংবা কফি না খেলেই ভালো।

নজর দিন খাদ্যাভ্যাসের দিকে: ঘুমানোর অন্তত দুই বা তিন ঘণ্টা আগে রাতের খাবার খাবেন। ভারী খাবার খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাতে গেলে হজমের সমস্যা দেখা দিতে পারে। রাতে ভাজাপোড়া বা অতিরিক্ত তেলমসলা আছে এমন খাবার খাবেন না। এর বদলে স্যুপ, সালাদ, সবজি খেতে পারেন।

সময় মতো ঘুমাতে যান: ঘুম আসুক কিংবা না আসুক, প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুমাতে চলে যাবেন। এতে ধীরে ধীরে ঠিক একই সময়ে শরীর ও মস্তিষ্ক নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলবে ঘুমানোর জন্য।

দিনের ঘুমকে বিদায় জানান: অনেকে দুপুরে খাবার পর কিংবা বিকেলে বিশ্রাম নেন বা অল্প সময় ঘুমিয়ে নেন। এই অভ্যাস বাদ দিয়ে দিন রাতে অনিদ্রার সমস্যায় ভুগলে।

শরীরচর্চা জরুরি: প্রতিদিন কিছুক্ষণ ব্যায়াম করবেন। ভালো ঘুমের জন্য এটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

(শেষের পাতার পর)

বনভোজন ৫ সেপ্টেম্বর সোমবার নিউইয়র্কের হেকশেয়ার স্টেট পার্কে (টেলর প্যাভেলিয়ন)।

রাশিয়ার তেলের দাম বেঁধে দিতে চাইছে যুক্তরাষ্ট্র

(৪৬ পাতার পর)

জ্বালানির দাম অনেক বেড়ে যায়। রাশিয়া তখন তেল ও গ্যাস বিক্রিতে অনেক মূল্যছাড় দিলে চীন ও ভারত দেশটি থেকে আমদানি বাড়িয়ে দেয়। এশিয়ার আরো অনেক দেশ রাশিয়ার জ্বালানি কেনায় আগ্রহ দেখায়।

পশ্চিমা পর্যবেক্ষকরা বলছেন, জ্বালানি তেল বিক্রি থেকে পাওয়া অর্থ রাশিয়াকে ইউক্রেনে অভিযান অব্যাহত রাখতে সহায়তা করছে। এ জন্য রাশিয়ার রাজস্ব আয় কমাতে বৈশ্বিক সহায়তা চাইছে যুক্তরাষ্ট্র। অর্থ উপমন্ত্রী ওয়ালি আদেয়েমো নয়াদিল্লিতে গত শুক্রবার সাংবাদিকদের বলেন, 'ভারতীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে মূল্য বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে। এ ব্যাপারে ভারতের বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গেও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।'

বিশ্বের শীর্ষ উন্নত দেশগুলোর সংগঠন জি-৭ সদস্যরা চায়, আগামী ৫ ডিসেম্বরের মধ্যেই রাশিয়ার তেল রপ্তানিতে মূল্য সীমিতকরণ (ক্যাপ) ব্যবস্থা চালু করতে। একই সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নে (ইইউ) সমুদ্রপথে আসা রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল আমদানি নিষেধাজ্ঞাও কার্যকর হবে।

ওয়ালি আদেয়েমো বলেন, 'রাশিয়ার তেলের মূল্য বেঁধে দেওয়ার এ প্রস্তাবের লক্ষ্য হচ্ছে জ্বালানি তেল থেকে দেশটির রাজস্ব আয় কমিয়ে দেওয়া। একই সঙ্গে আমদানিকারক দেশগুলোও সামর্থ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় সরবরাহ পাবে। এ থেকে প্রাপ্ত অর্থ মস্কো ইউক্রেন হামলায় কাজে লাগাচ্ছে।'

ইউক্রেনে হামলা শুরুর কিছুদিন পর থেকেই ভারতীয় কম্পানিগুলো কম দামে রাশিয়ার জ্বালানি তেল, গ্যাস ও কয়লা কিনছে। তারা মূল্য পরিশোধে ডলারের বদলে ইউয়ান, দিরহাম, ইউরো ও হংকং ডলার ব্যবহার করছে। সূত্র : রয়টার্স

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

ইসলামী দলগুলোর সংলাপ, আলোচনায় নতুন জোট

ঢাকা ডেস্ক: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছোট-বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মেরুকরণ দিন দিন দৃশ্যমান হচ্ছে। বিশেষ করে ছোট দলগুলোর মধ্যে জোট গড়া নিয়ে আগ্রহ, উদ্যোগ আর দৌড়ঝাঁপ চলছে। বৈরিতা ভুলে কাছাকাছি আসার উদ্যোগ নিয়েছেন দলগুলোর নেতারা। সবগুলো দলই চাইছে তাদের অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সমমনা ইসলামী দলগুলোকে নিয়ে একটি অভিন্ন প্ল্যাটফরম তৈরি করা এবং এ উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ। এ জন্য সমমনা ইসলামী দলগুলো ইতিমধ্যে নিজেদের মধ্যে সংলাপ শুরু করেছে। মূলত ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে এই সংলাপের উদ্যোগ নেয়া হয়। দলটির মহাসচিব মাওলানা ইউনুস আহমদের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি টিম গঠন করা হয়েছে। তারা সমমনা দলগুলোর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনা করছেন। ইতিমধ্যে খেলাফত আন্দোলন ও খেলাফত মজলিসের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনা করেছেন। এ ছাড়া শিগগিরই ইসলামী ঐক্যজোট এবং বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সঙ্গে সংলাপ হওয়ার কথা রয়েছে।

এদিকে জাতীয় পার্টির সঙ্গেও আলোচনা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। সম্প্রতি ইসলামী আন্দোলনের আমীরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জামায়াত ছেড়ে নতুন দল গঠন করা এবি পার্টির নেতারা। এ ছাড়া নতুন দল গণঅধিকার পরিষদ ও এনডিএমের চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজের সঙ্গেও অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়েছে।

এসব আলোচনায় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং আন্দোলনকে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। ইসলামী দলগুলোর নেতাদের ভাষ্য, অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে 'একলা চল' নীতির ফল ভালো হয়নি ইসলামী দলগুলোর। তাই আগামীতে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামার বিষয়ে আলোচনা করছেন তারা। সূত্রের খবর, ইসলামী দলগুলো জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচনকে প্রাধান্য দিলেও দলীয় কৌশল প্রণয়ন করছে ভিন্নভাবেই। এদিকে দলীয় সরকারের অধীনে আগামী নির্বাচনে অংশ না নেয়ার বিষয়ে বলছে অধিকাংশ ইসলামী দল। তারা বলছেন, ক্ষমতার রাজনীতিতে ইসলামী দলগুলোর তেমন গুরুত্ব না থাকলেও ভোটের মাঠে তাদের একটা প্রভাব আছে। সঙ্গত কারণে দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন সময়ে ইসলামী দলগুলোর সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে অতীতে কোনো জোটে গিয়ে ইসলামী দলগুলোর তেমন লাভ হয়নি। তাই এখন সময় এসেছে নিজেদের মধ্যে ঐক্য তৈরি করা। যে ঐক্যের মধ্যদিয়ে দেশে তৃতীয় একটি রাজনৈতিক শক্তির উত্থান হবে। আর দলীয় সরকারের অধীনে যে কখনো সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন সম্ভব নয় তা গত দুই নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে। তাই নিরপেক্ষ সরকার এবং কমিশনের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলনের জন্য হলেও ইসলামী দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

ইসলামী আন্দোলনের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব গাজী আতাউর রহমান বলেন, আমরা প্রথমে নিবন্ধিত ইসলামী দলগুলোর সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করছি। বাংলাদেশে যারা দেশ ও ইসলামের পক্ষে কাজ করে তাদের সবার সঙ্গেই কথা বলার চেষ্টা করছি। খেলাফত আন্দোলনের নায়েবে আমীর মাওলানা মুজিবুর রহমান হামিদি বলেন, ইসলামী আন্দোলনের নেতারা এসেছিলেন। আমাদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে আলোচনা হচ্ছে, তবে এখনই ফলপ্রসু কিছু হয়নি। আমরা পরস্পরের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করছি। কারণ আমাদের মাঝে কিছুটা দূরত্ব রয়েছে। খেলাফত মজলিসের মহাসচিব আহমদ আবদুল কাদের বলেন, ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের বৈঠক হয়েছে। এটা সৌজন্য সাক্ষাৎ বলা যায়। বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিজেদের মধ্যে কীভাবে সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি করা যায় এসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। জামায়াতের সঙ্গে সংলাপ হবে কিনা তা নিয়েও আলোচনা চলছে। জামায়াতের প্রচার সম্পাদক মতিউর রহমান আকন্দ বলেন, আমরা যেকোনো ধরনের গণতান্ত্রিক, নিয়মতান্ত্রিক ইসলামিক বিষয় নিয়ে যেকোনো দল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা করতে প্রস্তুত। ফরমালি কোনো আলোচনা হয়নি। এমনিতে বিভিন্ন জায়গায় দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কুশল বিনিময় হয়। আমাদের দলের আমীর বিভিন্ন সময় আলেমদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। এটা জামায়াতের নিয়মিত কর্মসূচি।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
গ্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

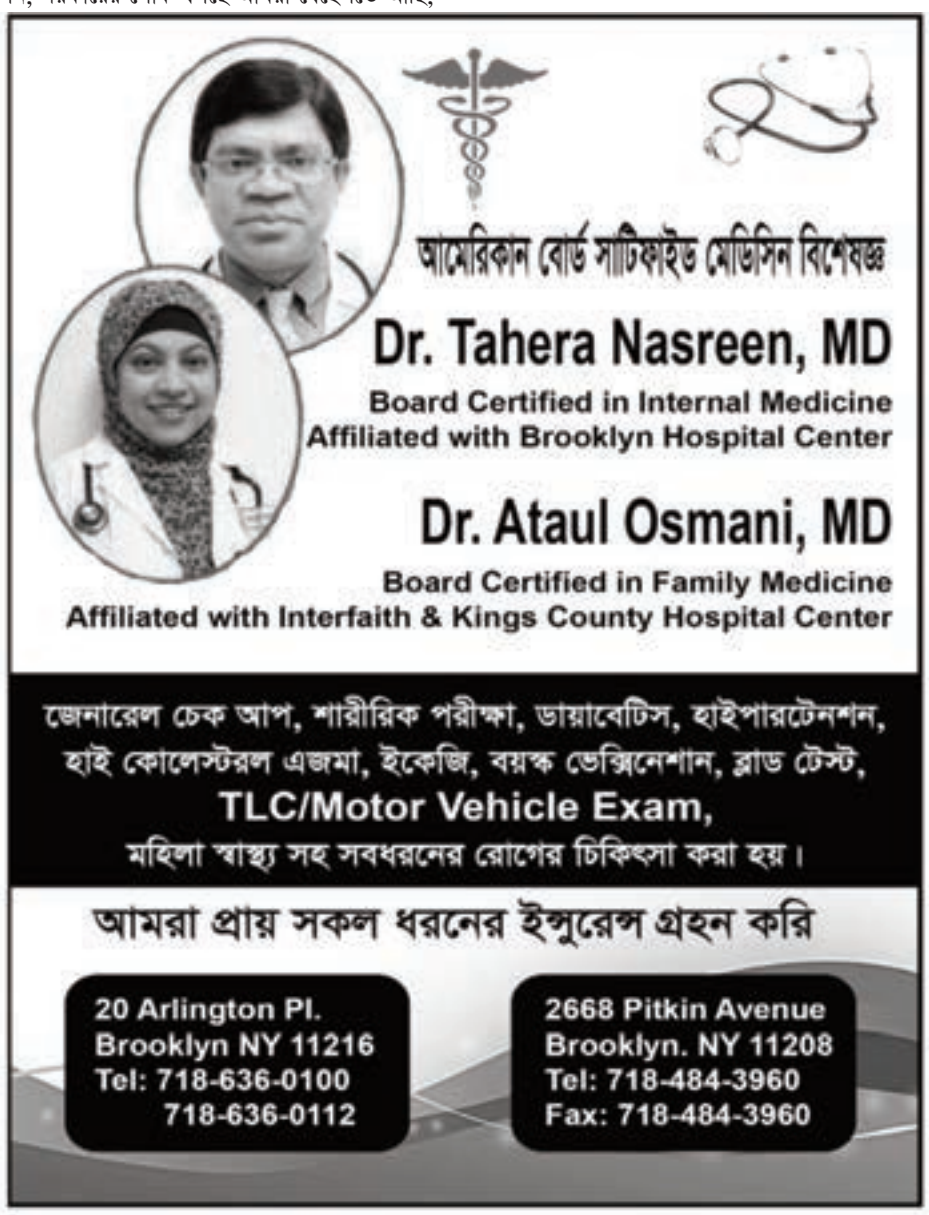
গণতন্ত্র মঞ্চের বিক্ষোভ

সরকারের পতন ঘটিয়ে ঘরে ফিরবো

ঢাকা ডেস্ক: আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সরকার ক্যাসিনো, জুয়া, মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধীদের ছেড়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা। তারা বলেন, সরকার ছাত্রলীগ-যুবলীগের গুন্ডা, মাস্তানদের দিয়ে জনগণকে ভয় দেখিয়ে দমন-পীড়ন করে ক্ষমতায় থাকতে চায়। রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে শনিবার দুপুরে গণতন্ত্র মঞ্চের বিক্ষোভ সমাবেশ ও পদযাত্রা কর্মসূচিতে এসব অভিযোগ করেন সাত দলীয় জোটের নেতারা। এ সময় নেতাকর্মীরা 'সরকার ও শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন কর, জ্বালানি তেলের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার কর ও দাম কমাও-মানুষ বাঁচাও' স্লোগান দেন নেতাকর্মীরা। বিক্ষোভ সমাবেশে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব বলেন, এই সরকার নিষ্ঠুর সরকার। জনগণের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষের প্রতি এদের কোনো ভালোবাসা নেই। চা-শ্রমিকদের বৃটিশ আমলে উড়িষ্যা থেকে এনেছিলো চা বাগান করার জন্য। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ১২০ টাকায় এখন গরিব মানুষের ২ কেজি চালও পাওয়া যায় না। সরকার বলেছিলো ১০ টাকা কেজি দরে চাল খাওয়াবে। সেই চালের কেজি এখন ৬০ টাকা। তিনি বলেন, সরকারের লোক বলছে আমরা বেহেশতে আছি, মা খিদার জন্য তার সন্তানকে বিক্রি করছে। এটার নাম বেহেশত? রব বলেন, সরকার বলছে, আমাদের গায়ে এখনো কাপড় আছে। তারা আমাদের কাপড় খুলে নিতে চাচ্ছে।

জেএসডি সভাপতি বলেন, জ্বালানির দাম বাড়ার কারণে মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত সব জিনিসের দাম বেড়েছে। সাধারণ গরিব মানুষের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। সরকার দলের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, দেশের মানুষ খেতে পারছে না, আর আপনারা দালালি করে বিদেশে টাকা পাচার করছেন। তিনি আরও বলেন, সরকার দলের লোকজন মনে করে আমরা কৃতদাস। আমরা এই সরকার চাই না। সরকারের আয়না ঘর ভেঙে দেয়া হবে উল্লেখ তিনি বলেন, যারা দেশে জুয়া খেলার ক্যাসিনো তৈরি করেছে, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, তাহলে বাংলাদেশের কোর্ট-আদালত কোথায়? বাধা দিলে লড়াই বাধবে। এই ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারী সরকারকে বিদায় করতে হবে। এই অত্যাচারী সরকারকে যারা সাহায্য-সহযোগিতা করছে, তাদেরকে বাংলাদেশ থেকে যেতে দেয়া হবে না। নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, অনেক দেনদরবার করার পর পুলিশের সবচেয়ে বড় কর্মকর্তাকে জাতিসংঘ আমন্ত্রণ জানিয়েছে, ভিসা পেয়েছেন। কিন্তু তিনি এই কনফারেন্সে যোগ দেয়ার বাহিরে কোথাও যেতে পারবেন না। তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, এর চাইতে লজ্জার কিছু হতে পারে? পুলিশকে আজ সারা পৃথিবীর বুকে নিন্দার পাত্র বানানো হয়েছে। তিনি বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম কীভাবে কমবে? কারণ যারা দাম বাড়ায় তারা সরকারের দলের লোক।

যারা জনগণের দুর্ভোগের কারণ তারা সরকারের লোক। সরকার জনগণের দুশমনের মতো, কারণ এখন পর্যন্ত তারা জনগণের ভোটের অধিকার দিতে রাজি নয়। মান্না আরও বলেন, আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাহেব দায়িত্ব নেয়ার পরে এমন ভাব করলো যেন উনি একটা সুষ্ঠু নির্বাচন যেভাবে পারেন করবেন। এখন উনি লেজ গুটিয়ে বলছেন, ১৫০টি আসনে ইভিএম করতে চান। সবক'টি বিরোধী দল যেখানে বলেছেন, ইভিএম চলবে না, ভোট চুরি চলবে না। প্রধানমন্ত্রী এবং সরকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ওই ধান্দা বাদ দেন, ইভিএম হবে না। সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সজাগ হোন, সচেতন হোন। ভোটের অধিকার রক্ষা করার জন্য এই ভোট ডাকাতদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। গণ সংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জুনায়েদ সাকি বলেন, প্রতিদিন নানা জায়গায় বিক্ষোভ, মিছিল ও সমাবেশ হচ্ছে। সেইসব মিছিল-সমাবেশে এই সরকারের গুণ্ডা বাহিনী ছাত্রলীগ-যুবলীগ হামলা করছে। রাষ্ট্রের পুলিশ বাহিনী দিয়েও হামলা করছে। সরকার ভাবছেন হামলা করেই আন্দোলন বন্ধ করে দেয়া যাবে। আমরা বলেছি, হামলা করে আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না। ইতিহাস বলে, যারা এই ধরনের হামলা করে ওই শাসকদের পায়ের নিচে মাটি থাকে না। জনগণের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।







BASEMENT FOR RENT

2 BED ROOM WALKING BASEMENT 3 CLOSETS,LIVING, DINING AND KITCHEN OPEN SPACE & BIG FULL BATH. STREET PARKING AVAILABLE 24/7. $1400 EVERYTHING INCLUDED. SAME HOUSE WALKING BASEMENT 1 CONDO APARTMENT SEPARATE ENTRANCE WITH A SMALL KITCHEN AND STAND SHOWER. IDEAL FOR A BACHELOR OR A STUDENT. $650 EVERYTHING INCLUDED CONTACT INFO : 3474765513 OR 3476055651

SEMI BASEMENT FOR RENT

Semi Basement From Sep 01, 2022 Corner of 200 th Street Hollis Ave 1 Bedroom, Living Room, Full Bath, Separate Entrance Hollis Mosque next block, Q2 Bus, Fine Fare Super Market, Rent $1200 Including everything.

Kamran
917 525 8844
Shimul
646 280 5001

দুটি রুম ভাড়া

১ আগস্ট থেকে এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ এবং ৯ স্ট্রিটের একটি এপার্টমেন্টে সাবলেট একটা ফ্যামিলির কাছে ভাড়া হবে (দুইটা রুম) শেয়ারে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫
আ-০১/০৮

বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

বাসা ভাড়া

সিটিলাইন / ওজনপার্ক এলাকায় এ ট্রেন গ্রান্ট এভিনিউ স্টপ, ২য় তলায় ২ বেডরুমের এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। বড় লিভিং রুম, কিচেন এবং এক বাথরুম। নতুন রিনোভেটেড করা বাসা। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২-৭৪৬৩

বাসা ভাড়া

এক বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম ভাড়া হবে। হিলসাইড এভিনিউ এবং হাইল্যান্ড এভিনিউ এর মধ্যে। ১৬৯ স্ট্রীট।
যোগাযোগ: ৯২৯-৩৯৮-৮২৮৩

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউস্থ এফ ট্রেন সাওয়ে থেকে এক ব্লকের মধ্যে ১৮০ স্ট্রীটে একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০০৬৯
জু-২০/২৭

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডেরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফাস্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

রুমমেট আবশ্যক

168th street হিলসাইডে f train সাবওয়ের সাথে এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এর তৃতীয় তলায় সেপ্টেম্বর মাস থেকে ২ জন রুম মেট আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। মান্নান -৩৪৭-৪২০-২৬৯২

আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে প্রিন্টিং প্রেসে
একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার আবশ্যক।
ফোন: 917-310-8921

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ ৬৩১-২৭৫-৪০০৭

ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।
যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

পাত্র আবশ্যক

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, সুশ্রী, শান্ত স্বভাবের কানাডিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরতা, ২৩ বছর বয়সী, সিটিজেন, নামাজী পাত্রীর জন্য নামাজী উপযুক্ত ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৬৪৭-৬৩৭-৫৭৮৯
মা-০৭/২৮

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

৭১৮-৪৭২-৯৯২৩

HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00
Tel: 718-200-0723

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক

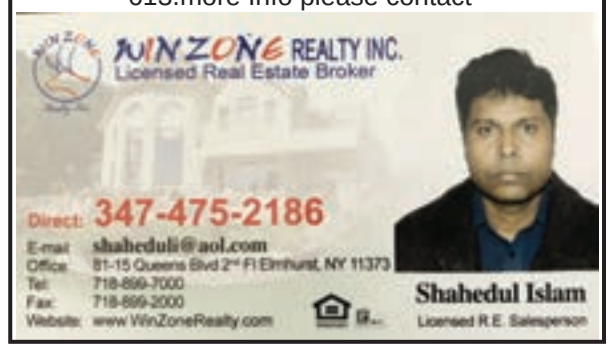
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।
যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

কেনেডি ফ্রাইড চিকেন বিক্রয়

একটি কেনেডি ফ্রাইড চিকেন স্টোর বিক্রয় হবে। গ্রেট লোকেশনে গুডি ইনকাম। মূল্যঃ $120k ঠিকানাঃ ১৭০৮ ড. মার্টিন এল কিং জুনিয়র বুলেভার্ড, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৫৩।
যোগাযোগঃ সাইদ ফোনঃ ৩৪৭-৬৫৪-২৩৬১।

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

সিলেটে জায়গা বিক্রয়

সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444





নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপি আহবায়ক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

(শেষের পাতার পর)

সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলওয়াত ও দলীয় চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার আশু সুস্থতা ও শহীদ জিয়া সহ গনতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদ সকলের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করেন যুগ্ম আহবায়ক আব্দুর রহিম। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম আহবায়ক এ জি এম জাহাঙ্গীর, আব্দুর রহিম, শরিফুল খালিশদার, সৈয়দ গৌছুল হোসেন, এ আর মাহবুবুল হক (চেয়ারম্যান), যুগ্ম সদস্য সচিব কামরুল হাসান, সিনিয়র সদস্য জাফর তালুকদার, মিসেস কাওছার ভূইয়া, শাহ কামাল উদ্দিন, ইমতেয়াজ আহমদ বেলাল, লিয়াকত আলী, মানিক আহমদ, রকি আহমদ, সৈয়দ আজিমুর হক প্রমুখ গভায় আহবাব চৌধুরী খোকন নিউইয়র্ক মহানগর ও স্টেট বিএনপি'র পৃথক তিনটি কমিটি ঘোষনা করায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান, মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকনের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন এমন এক মুহূর্তে নিউইয়র্কে বিএনপির কমিটি প্রদান করা হলো যখন আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ কঠিন সংকটের সম্মুখিন। বিএনপির নেতাকর্মীরা গণতন্ত্র ও মানুষের বাক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কথা বলায় আজ নির্যাতিত, বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশের মানুষের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি করতে গিয়ে আজ অবৈধ সরকারের মিথ্যা ও সাজানো মামলায় গ হ অন্তরীন। মানবতা আজ ভুলুন্ঠিত। বর্তমান স্বৈরাচারী সরকার পুরো বাংলাদেশকে আজ গুম উপত্যক্ষায় পরিণত করেছে। এই অবস্থায় নতুন কমিটি আমাদের দায়িত্ব অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। দেশ ও জাতির স্বার্থে আমরা অচিরেই নিউইয়র্ক মহানগরী থেকে অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পতনের আন্দোলন শুরু করবো ।

সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী বলেন দেশে সাধারণ মানুষের পিঠ এখন দেয়ালে ঠেকে গেছে। দেশে একদিকে চলছে সীমাহীন দূর্নীতি ও লোটপাট অন্যদিকে দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। এই অবস্থায় অবৈধ সরকার প্রধান শেখ হাসিনার পতন ঘটাতে নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপি যে কোন ত্যাগ শিকারে প্রস্তুত ।

সভায় ১ সেপ্টেম্বর বিএনপি'র ৪৪তম প্রতিষ্টা বার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় উদযাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এছাড়া বিএনপি'র নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর শাখার অধীন সকল কমিটি বাতিল ঘোষনা করা হয়। শীঘ্রই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ব্রঙ্কস, ম্যানহাটন ও ষ্টেট্যান আইল্যান্ড বিএনপির নতুন আহবায়ক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি ।

হেরে গেলেন ক্যারোলিন ম্যালোনি

(শেষের পাতার পর)

রাত ৯টা পর্যন্ত বিরতীহীনভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিন ভোটকেন্দ্রগুলোতে ভোটারের উপস্থিতি কম থাকলেও বিকেলের পর থেকে ভোটারদের উপস্থিতি বাড়তে থাকে। বাংলাদেশী-আমেরিকান ভোটারের উপস্থিতিও ছিলো কম। নিরুত্তাপ এই নির্বাচনে আলোচিত আসনগুলোর মধ্যে কংগ্রেশনাল ডিষ্ট্রিক্ট ১২ এর প্রবীণ কংগ্রেসওম্যান ক্যারোলিন ম্যালোনি পরাজিত হয়েছেন। ম্যানহাটনের দীর্ঘকালীন নির্বাচিত রিপাবলিকান ক্যারোলিন ম্যালোনি বিগত তিন দশক ধরে নিউইয়র্ক সিটির আপার ইস্ট সাইডের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। এই আসনে মুখোমুখী হন দুই কংগ্রেস সদস্য ক্যারোলিন ম্যালোনি ও জেরল্ড নেডলার। আরেক প্রতিদ্বন্দ্বি ছিলেন সুরাজ প্যাটেল। জয়ী হন জেরল্ড নেডলার। মূলত ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাপ পরিবর্তনের কারনেই ম্যালোনী পরাজিত হন বলে পর্যবেক্ষকদের ধারনা।

কংগ্রেশনাল ডিষ্ট্রিক্ট-৪ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছেন বাংলাদেশী-আমেরিকান একমাত্র প্রার্থী ডা. মজিবুল হক। এই আসনে চার প্রার্থীর মধ্যে বিজয়ী হয়েছেন লরা গিলেন।

ভিসা শুরু প্রদান শুরু ওমরা পালনে কোন প্রকার বাধা নেই

(শেষের পাতার পর)

নানাবিধ সহযোগিতা দিয়ে আসছে। কর্ণফুলী ট্রাভেল এর স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ সেলিম (হারুন) জানান, প্রতি বৎসরের মত এই বৎসরও আমরা ওমরা হাজীদের পূর্বের ন্যায় সেবা দিয়ে যাচ্ছি, ইতিমধ্যে ৩টি ওমরা গ্রুপ সৌদিতে অবস্থান করছেন। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসেও আমাদের ওমরাহ্ গ্রুপ আছে। যাদেরকে পাঠানোর কার্যক্রম ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ইনশাআল্লাহ্ বিভিন্ন তারিখে পবিত্র ওমরা পালনে যাবতীয় সহযোগিতা দিয়ে যাবো। আমরা ইউএস পাসপোর্ট এবং নন ইউএস পাসপোর্ট বিশেষ করে বাংলাদেশী পাসপোর্ট সাথে গ্রীণকার্ডধারীদের জন্য ভিসার ব্যবস্থা করে থাকি।

তিনি আরো বলেন, ওমরা হজ্ব যাত্রীদের মাথায় রাখতে হবে যে, মক্কা-মদিনায় ফ্লাই করার পূর্বে ৭২ ঘন্টার মধ্যে এরাইভাল রেজিস্ট্রেশন নিয়ে এয়ারপোর্ট যেতে হবে এবং যারা বাংলাদেশে যাবেন তাদের হেলথ ডিক্লারেশন অবশ্যই সাথে রাখতে হবে। ভিসা, ওমরা প্যাকেজ এবং টিকেট সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত জানার জন্য কর্ণফুলী ট্রাভেল অফিসে যোগাযোগ (ফোন: ৭১৮-২০৫-৬০৫০) করতে অনুরোধ করা হয়েছে।

যে ঘটনায় বিচ্ছেদ ব্র্যাড পিট ও অ্যাঞ্জেলিনা জোলি'র

(শেষের পাতার পর)

তবে সবাইকে অবাক করে ২০১৬ সালে তারা বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন। এর পর নানা বিষয় নিয়ে দু'জনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে, সম্পত্তি নিয়ে মামলা গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। বিচ্ছেদের পর সাত বছরের বেশি পার হলেও ব্র্যাড ও জোলির সম্পর্ক এখনো স্বাভাবিক হয়নি। এবার জানা গেল, ২০১৬ সালে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল, যে কারণে ব্র্যাডের সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের ইতি ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জোলি।

ঘটনাগুলো ঘটে একটি ফ্লাইটে। ব্যক্তিগত বিমানে যাওয়ার সময় হঠাৎ জোলির ওপর চড়াও হন ব্র্যাড। জোলিকে বিমানের পেছন দিকে নিয়ে গিয়ে কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে থাকেন ব্র্যাড। চিৎকার করে বলেন, 'তোমার জন্যই পরিবারের শান্তি নষ্ট হচ্ছে।' প্লেনে উপস্থিত সাবেক এই দম্পতির এক সন্তান তখন বলে, 'মা নয়, তোমার কারণেই পরিবারের শান্তি নষ্ট হচ্ছে।' ব্র্যাড তখন সন্তানকেও মারতে যান। জোলি পরে তাকে সামলান। ওই ঘটনা নিয়ে পরে আমেরিকান কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআইয়ের কাছে অভিযোগ করেছিলেন জোলি। এফবিআইয়ের এক এজেন্টের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এসব তথ্য।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্র্যাডের বিরুদ্ধে ওই ফ্লাইটে আরও কয়েকবার জোলিকে শারীরিকভাবে হেনস্তার অভিযোগ উঠে এসেছে। ব্র্যাডের আঘাতে জোলির কনুইসহ আরও কয়েক জায়গায় আঘাত পাওয়ার কথাও উল্লেখ আছে। পরে জোলি বিভিন্ন সময় ব্র্যাডের বিরুদ্ধে মদ খেয়ে মাতলামির অভিযোগ করেন। স্ত্রী, সন্তানের বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করলেও মদ খাওয়ার অভ্যাসের কথা স্বীকার করেছিলেন ব্র্যাড। জানা গেছে, ফ্লাইটের ওই ঘটনার পরই ব্র্যাডের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন জোলি।

২০১৬ সালের আগস্টে করা সেই অভিযোগের পর শিশু নির্যাতনের অভিযোগে ব্র্যাডের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে এফবিআই ও লস অ্যাঞ্জেলেসের শিশু ও পরিবারবিষয়ক দপ্তর। এর পরই ব্র্যাডের সঙ্গে বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন জোলি। পরে এক বিবৃতিতে পানাহার ছাড়ার ঘোষণা দেন ব্র্যাড পিট।



কমিটি গঠন নিয়ে খোকনের বিরুদ্ধে

(শেষের পাতার পর)

অভিযোগ উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন ও সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আখতার হোসেন বাদলে নেতৃত্বে দলীয় নেতা-কর্মীদের এক প্রতিবাদ সভায় বক্তারা উপরোক্ত অভিযোগ করার পাশাপাশি এজন্য কেন্দ্র কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত লন্ডন প্রবাসী কেন্দ্রীয় বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। বুধবার (২৫ আগষ্ট) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে বিক্ষোভ সমাবেশ ও প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তারা সবার আগে দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি গঠনের দাবী জানান। খবর ইউএনএ'র।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি, নিউইয়র্ক ষ্টেট ও সিটি শাখা'র ব্যানারে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন। সভায় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, মূলধারার রাজনীতিক ও বিএনপি নেতা আখতার হোসেন বাদল সহ অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা জাকির হাওলাদার, এম এ খালেক, নিউইয়র্ক সিটি বিএনপি'র সভাপতি সাইফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মাহাবুবুর রহমান নবগঠিত নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ শাখার যুগ্ম আহবায়ক দেলোয়ার হোসেন শিপন, তাজুল ইসলাম প্রমুখ।

সভায় অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি দীর্ঘ দিনের পরীক্ষিত দল। দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে প্রবাসে বিএনপি'র জন্য শ্রম দিয়েছি। কিন্তু আজকের এই বিএনপিতে কি হচ্ছে? আজ দলের নেতা-কর্মীদের মূল্যায়ন হচ্ছ না। যেখানে ১২ বছর ধরে বিএনপি'র কমিটি নেই সেখানে ষ্টেট কমিটি গঠন হচ্ছে। আমরা আগে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি চাই। তিনি বলেন, দলের উপর থেকে তৃণমূল পর্যন্ত পচন ধরেছে। কেউ কেউ দল নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। তিনি বলেন, আমরা দলের বিরুদ্ধে নই, কিন্তু যেখানে অন্যায় আছে, সেখানেই প্রতিবাদ হবে। আমরা দলের গঠনতন্ত্র মোতাবেক নেতা-কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে কমিটি গঠন করতে হবে। তিনি পদ নয়, দল আর দলের আদর্শের জন্য, জিয়া-খালেদা-তারেকের জন্য বিএনপির রাজনীতি করার জন্য নেতা-কর্মীদের প্রতি আহবান জানান।

অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন বলেন, দল দেশ আর নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আর তারেক রহমানকে নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র চলছে। আগামী নির্বাচন ঘিরে ১৫১ আসন নির্ধারিত হয়ে গেছে। তাই বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্ত আর তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে স্বৈরাচার মুক্ত করতে হবে।

আখতার হোসেন বাদল বলেন, আমাদের রাজনীতি প্রিয় বাংলাদেশ, প্রিয় দল বিএনপি'র জন্য। আমাদের আদর্শ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, আমাদের নেতা বেগম খালেদা জিয়া আর তারেক রহমান। সবার মনে রাখতে হবে- 'ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়'। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি কাউকে ইজারা দেওয়া হয়নি। লন্ডন বসে, ডিজিটালসভা করে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি গঠন হবে না। আমরা ক্রিমিনালমুক্ত, ধান্দাবাজমুক্ত বিএনপি চাই। শক্তিশালী কমিটি গঠন করতে হবে ত্যাগী নেতা-কর্মীদের মূল্যায়ন করতে হবে, সবার সাথে বসে মতামতের ভিত্তিতে কমিটি গঠন করতে হবে। তিনি বলেন, তারেক রহমানকে ভুল বুঝিয়ে দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, দলকে ধ্বংস করা হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্র থেকে দলকে রক্ষা করতে হবে। তিনি বলেন, খালেদা জিয়া মুক্ত আর তারেক রহমান দেশে না ফেরা পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। আর খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বেই হাসিনা সরকারের পতন ঘটিয়ে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। আখতার হোসেন বাদল বলেন, আজ ঘরের শত্রুই দলের জন্য বিভিষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা ১/১১ এর সময় সুবিধাবাধী রাজনীতি করেছেন, সংস্কারবাদী ছিলেন, দলের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন তারাই আজ দলের নেতৃত্বে আসছেন। সুবিধাবাদীদের দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপিকে শক্তিশালী করা যাবে না, দলের লাভ হবে না। এজন্য দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের মূল্যায়ন দরকার। তিনিও সবাইকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি গঠনের দাবী জানান।

সভায় অন্যান্য বক্তারা যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি দাবী করে বলেন, কোন ওহি'র মাধ্যমে বা লন্ডন বা দেশে বসে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের কমিটি গঠন করলে চলবে না, যুক্তরাষ্ট্রের কমিটি যুক্তরাষ্ট্রে বসেই ত্যাগী-নেতা-কর্মীদের মূল্যায়নের মাধ্যমে করতে হবে। তাতে কমিটি আর দল শক্তিশালী হবে। সভায় কোন কোন বক্তা নিউইয়র্ক ষ্টেট ও উত্তর-দক্ষিণ শাখা কমিটি গঠনে আঞ্চলিকতা, ত্যাগী নেতা-কর্মীদের অবমূল্যায়ন সহ 'অর্থ বাণিজ্য' হয়েছে অভিযোগ করেন এবং ঘোষিত কমিটির সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই বা পদত্যগ করেছেন বলে জানিয়ে বলেন, এসবের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতা আনোয়ার হোসেন খোকন দায়ী। তারাও ঘোষিত কমিটি বিলুপ্ত করে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র পূর্ণাঙ্গ কমিটি দাবী করেন।

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের খেলোয়াড় হাকিমের দাফন

(শেষের পাতার পর)

তুন উপশহর মসজিদে জানাজা শেষে ঘোপ কবরস্থানে লাশ দাফন সম্পন্ন করা হয়। এর আগে শনিবার রাত ২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রোববার দুপুরে লাশ যশোর শামস্-উল-হুদা স্টেডিয়ামে নিলে ক্রীড়াঙ্গনের নেতাকর্মীরা শেষবারে মতো একনজর দেখার জন্য ভিড় করেন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের এই খেলোয়াড়কে। পরে জেলা ক্রীড়াঙ্গনের বিভিন্ন স্তরের নেতারা ফুলেল শ্রদ্ধা জানান।

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (বিকেএসপি) অবসরপ্রাপ্ত প্রধান হকি কোচ কাওসার আলী বলেন, শেখ আবদুল হাকিম তিন বছর যাবত স্ট্রোকজনিত কারণে অসুস্থ ছিলেন। খুব কম হাঁটা-চলা করতে পারতেন। এজন্য বাড়ি থেকে কম বের হতেন। হঠাৎ গত ২১ আগস্ট রোববার দিবাগত রাতে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন যশোরের একটি ক্লিনিকে নেওয়া হয় তাকে। কিন্তু অবস্থার অবনতি হলে সোমবার সকালে অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আবদুল হাকিমের সংক্ষিপ্ত জীবনী

আবদুল হাকিম ৮০ দশকের সেরা লেফট উইং ব্যাক ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের সদস্য হিসেবে অন্যদের মতোই বিশ্বের দরবারে ক্রীড়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরেন। শেখ আবদুল হাকিম ১৯৪৯ সালের ৪ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত কাজীপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। এক ছেলে ও তিন কন্যা সন্তানের বাবা তিনি। আবদুল হাকিম ১৯৬৩ সালে যশোর উপশহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। শিক্ষা জীবনে ১৯৬৬ সালে যশোর মুসলিম একাডেমি থেকে এসএসসি ও ১৯৬৮ সালে যশোর এমএম কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে ১৯৬৫ সালে যশোর মডেল হাইস্কুলের পক্ষে আন্তঃস্কুল খুলনা বিভাগীয় চ্যাম্পিয়ন হন। ওই বছরই তিনি যশোর জেলা ফুটবল দলের পক্ষে খেলায় অংশ নেন।কর্মজীবনে ১৯৬৮ থেকে ফুটবল খেলোয়াড় সূত্রে খুলনা জুট মিলে পার্সেজ অফিসার হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৮ সালে ইস্ট পাকিস্তান যুব দলে যশোরের একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে তিনি অংশগ্রহণ করার সুযোগ পান। ১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন। তার খেলার মূল পজিশন ছিল রাইট ব্যাক। কিন্তু জাতীয় দলের হয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে খেলেছেন লেফট ব্যাক হিসেবে।

তিনি ১৯৬৮-৬৯ ঢাকা লিগের দিলকুশা স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষে অংশগ্রহণ করেন এবং তার দল রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। ১৯৭০-৭৬ ইপিআইডিসিতে (বর্তমান বিজেএমসি) যোগদান করেন। ওই সময় তিনি ঢাকায় অনুষ্ঠিত আগাখান গোল্ডকাপে অংশ নিয়ে বিদেশি দলসমূহের বিপক্ষে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

১৯৭২ সালে তিনি আসামের বরদুলই শীল্ডে, ওই বছর ঢাকা স্টেডিয়ামে কলকাতা মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দলের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালে ঢাকা ওয়ান্ডারার্স এবং ১৯৭৮ সালে ওয়ারী ক্লাবের পক্ষে ঢাকা প্রথম বিভাগ ফুটবল লীগে কৃতিত্বের সঙ্গে খেলেন। ১৯৭৩ এবং ১৯৭৫ সালে তিনি বাংলাদেশ জাতীয় দলের হয়ে মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত মারদেকা আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেন। শেখ আবদুল হাকিম মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের পক্ষে ভারতের এলাহাবাদ, বিহার, বেনারস, পাঞ্জাবসহ বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী ম্যাচে অংশ নেন। যশোর তথা দেশের ক্রীড়াঙ্গনের গর্বিত সন্তান শেখ আবদুল হাকিম তার সম্মাননা হিসেবে কেবল ১৯৯৬ সালে যশোর চাঁদেরহাট পদক পেয়েছেন।

এদিকে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের খেলোয়াড় শেখ আবদুল হাকিমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন যশোর-৩ আসনের এমপি ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সহসভাপতি কাজী নাবিল আহমেদ, জাসদের কার্যকরী সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা রবিউল আলম, জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা অশোক কুমার রায়, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা ইয়াকুব কবির, জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আসাদুজামান মিঠু, সাবেক জাতীয় দলের ফুটবল ও হকি খেলোয়াড় কাওসার আলী, জেলা ফুটবল রেফারি সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীনিবাস হালদার, সৌখিন ক্রীড়া চক্রের সাধারণ সম্পাদক এবিএম আখতারুজ্জামান।



বর্ণাঢ্য আয়োজনে অভিষিক্ত কুমিল্লা সোসাইটির নেতৃবৃন্দ

সেবামূলক কাজে সামাজিক সংগঠনগুলোকে আরো সহযোগিতার আহ্বান



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বর্ণাঢ্য আয়োজনে অভিষিক্ত হলেন কুমিল্লা সোসাইটি নর্থ আমেরিকার নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃবৃন্দ। এ উপলক্ষ্যে রোববার (২১ আগষ্ট) সিটির উডসাইডস্থ কুইন্স প্যালেসে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কাজী আসাদুল্লাহ'র সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ এবং উদ্বোধক ছিলেন কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপি'র সদস্য সচিব হাজী জসিম উদ্দিন। খবর ইউএনএ'র।

নতুন প্রজন্মের আসিফ দৌলার পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয় এবং একগুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উদ্বোধক হাজী জসিম উদ্দিন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কুমিল্লা সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা সরকার ইসলাম। এরপর বিদায়ী সভাপতি গোলাম মহিউদ্দিন বক্তব্য রাখেন এবং নতুন কমিটিকে (২০২২-২০২৩) স্বাগত জানানোর পর নব নির্বাচিত কমিটিকে শপথ বাক্য পাঠ করান সরকার ইসলাম।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সভাপতি ডা. এনামুল হক, বাংলাদেশ সোসাইটির আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 'নয়ন-আলী' প্যানেলের সভাপতি পদপ্রার্থী কাজী আশরাফ হোসেন নয়ন ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোহাম্মদ আলী, সোসাইটির সাবেক সহ সভাপতি এবং 'রব-রুহুল' প্যানেলের সিনিয়র সহ সভাপতি পদপ্রার্থী দেওয়ান মহিউদ্দিন, আলহাজ বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি ফিরোজুল ইসলাম পাটোয়ারী, সিনিয়র সহ সভাপতি মিয়া মোহাম্মদ দুলাল সহ ইউনুস সরকার, শাহরিয়ার বিদ্যুৎ চৌধুরী, ভিপি জসিম, সারোয়ার খান বাবু, অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান, আল আমীন সুমন প্রমুখ। যৌথভাবে অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন সংগঠনের অন্যতম উপদেষ্টা মনির হোসাইন খান ও মহিলা সম্পাদিকা. ইয়াসমীন আক্তার ইভা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা কুমিল্লা সোসাইটি সহ কমিউনিটির সামাজিক সংগঠনগুলোর কর্মকান্ডের প্রশংসা করে বলেন, প্রবাসীদের সহযোগিতায় এসব সংগঠন দেশ ও প্রবাসে নানা সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে। এসব কাজে প্রবাসীদের আরো অংশগ্রহন এবং সহযোগিতা দরকার। এছাড়াও অধিকাংশ বক্তা এবং একাধিক প্রার্থী সোসাইটির নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান। ফলে বক্তা আর প্রার্থীদের প্রচারনায় কুমিল্লা সোসাইটির অভিষেক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'সোসাইটির নির্বাচনী সভা'য় পরিণত হয়।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বীওম্যান জেনিফার রাজকুমারের পক্ষ থেকে কয়েকজনকে সাইটেশন প্রদান করা হয়। এসব সাইটেশন সংশ্লিষ্টদের হাতে তুলে দেন জেনিফার রাজকুমারের অফিসের প্রতিনিধি মোহাম্মদ আলী। এর আগে হাজী জসিম উদ্দিন ও গিয়াস আহমেদকে প্ল্যাক দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে হাজী জসিম উদ্দিনকে এক গুচ্ছ ফুল দিয়েও শুভেচ্ছা জানানো হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত সদ্য ঘোষিত নি-উইয়র্ক ষ্টেট এবং নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ শাখা বিএনপি'র নেতৃবৃন্দকে পরিচয় কমিয়ে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানস্থলে কভিড টেষ্টেরও ব্যবস্থ ছিলো। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী কুমিল্লাবাসী সপরিবারে অংশ নেওয়ায় অনুষ্ঠানটি কুমিল্লাবাসীদের মিলন মেলায়ও পরিণত হয়।

সবশেষে ছিলো সাঙ্গীতানুষ্ঠান ও নৈশভোজ। এতে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী কৃষ্ণা তিথি ও আজগর আলীম সহ রিপন ও দেলোয়ার।





বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // August 29 // 2022

ভারতের সঙ্গে আলোচনা

রাশিয়ার তেলের দাম বেঁধে দিতে চাইছে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাশিয়ার জ্বালানি তেলের দাম বেঁধে দেওয়ার একটি প্রস্তাব নিয়ে ভারতের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গত শুক্রবার এ কথা জানান যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ মন্ত্রণালয়ের (ট্রেজারি) উপমন্ত্রী ওয়ালি আদেয়েমো। ভারতের সঙ্গে এ বিষয়ে তাদের 'গঠনমূলক' আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। ইউক্রেনে রাশিয়ার হামলা শুরুর পর নিষেধাজ্ঞার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র ইউরোপীয় দেশগুলো বৃহৎ সরবরাহকারী দেশটির জ্বালানি আমদানি কমিয়ে দেয়। এতে সরবরাহ কমে গিয়ে বিশ্ববাজারে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)









নজরুল একাডেমীর 'নজরুল সন্ধ্যায়' মুগ্ধ দর্শক-শ্রোতা

বিশেষ প্রতিনিধি: বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর জন্মবার্ষিকী এবং 'তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতার শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে নজরুল একাডেমী অব ইউএসএ আয়োজিত 'উঠিয়াছি চির বিস্ময়' শীর্ষক 'নজরুল সন্ধ্যায়' দেশ ও প্রবাসের শিল্পদের পরিবেশনায় মুগ্ধ দর্শক-শ্রোতা। ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আলোচনা, কবিতা, গান আর নৃত্যে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয় কবি নজরুল ও তাঁর অমর সৃষ্টির বিভিন্ন দিক। গত ২০ আগষ্ট শনিার সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির ফ্লাসিংস্থ লাগোর্ডিয়া ম্যারিয়ট হোটেলের বলরুমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নজরুল একাডেমী অব ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম দুলাল। এরপর একাডেমীর অন্যতম সদস্য এবং স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস ইনক'র প্রেসিডেন্ট ও সিইও মোহাম্মদ মালেকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয় 'বিদ্রোহী কবিতার শতবর্ষ, আজকের বাস্তবতায় কবিতাটির প্রাসিঙ্গকতা' শীর্ষক সেমিনার। এতে বিদোহী কবিতার বিভিন্ন দিকের পাশাপাশি নজরুলের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন লেখক মাহমুদ রেজা চৌধুরী, কাজী জহিরুল হক ও ফাহিম রেজা নূর। এরপর ছিলো প্রবাসের জনপ্রিয় আবৃত্তিকার ও নাট্য শিল্পী মিথুন আহমেদের কণ্ঠে 'বিদ্রোহী' কবিতার আবৃত্তি। এর ছিলো নতুন প্রজন্মের শিল্পী নীলা জারিন এর নৃত্য।

পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত হয় নজরুল একাডেমীর শিল্পী ও কলাকুশলীনের দলীয় ও একক সঙ্গীত পরিবেশনা। এতে অংশ নেন শিরিন আহমেদ, রুমা আলম, চমক ইসলাম, নজরুল ইসলাম, ঋতুজা ব্যানার্জি, রুবাইয়া শবনম



প্রিয়াঙ্কা, শাহ আলম দুলাল, ডানা ইসলাম, ফারহনা তুলি ও লিমন চৌধুরী।

এরপর কমিউনিটির চারজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। এরা হলেন- মহিউদ্দিন ওমর, লায়ন আহসান হাবিব, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আসিফ বারী টুটুল ও রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নুরুল আজিম।

বাংলাদেশ থেকে আগত প্রখ্যাত দুই বিশিষ্ট নজরুল সঙ্গীত শিল্পী সালাউদ্দিন আহমেদ ও সুজিত মোস্তফা দর্শক সারিতে বসে পুরো অনুষ্ঠান দেখার পর তারা সঙ্গীত পরিবেশন করতে মঞ্চে উঠেন। প্রথমে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ওস্তাদ সালাউদ্দিন আহমেদ। তিনি তার দরাজ গলায় নজরুলের একাধিক গান পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। এসময় তিনি সংক্ষেপে নজরুলের গানের বিভিন্ন দিক ও প্রেক্ষপট সংক্ষেপেও তুলে ধরেন। বলেন, অমি মূলত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিল্পী হলেও নজরুলের গান নিয়ে গবেষণা আর চেষ্টা করে গান করে চলেছি।

রাত ১০টার দিকে এরপর মঞ্চে আসেন আরেক নজরুল সঙ্গীতের আরেক জনপ্রিয় শিল্পী সুজিত মোস্তফা। শিল্পী তার মধুর কণ্ঠে একাধিক গান পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন।

ওস্তাদ সালাউদ্দিন আহমেদ ও শিল্পী সুজিত মোস্তফা'র গান শুনে অভিভুত দর্শক-শ্রোতার অনুরোধ শেষ হচ্ছিলো না। কিন্তু সময় না থাকায় এবং রাত বাড়তে থাকায় শিল্পীদ্বয়ের আরো গান গাওয়া সম্ভব হয়নি।

সবশেষে রাত সাড়ে ১০টার দিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন নজরুল একডেমীর সভাপতি এম কিউ জামান। সমগ্র অনুষ্ঠান যৌথভাবে উপস্থাপনায় ছিলেন আবৃত্তিকার গোপন সাহা ও সাংস্কৃতিক কর্মী ডানা ইসলাম।

অনুষ্ঠানটি উপলক্ষ্যে 'উঠিয়াছি চির বিস্ময়' শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। এটি সম্পদনা করেন রাজিয়া নাজমী আর প্রকাশক এবিএ সালেউদ্দিন। প্রচ্ছদ অংলকরণ করেছেন রাগীব আহসান। সংস্কৃতিক পর্বে শিল্পীদের সাথে সহযোগিতায় ছিলেন তবলায় ছিলেন তপন মোদন, কী বোর্ডে মাসুদ আর মন্দিরায় শহীদ উদ্দিন।













বিএমএমসিসি ইসলামিক

(শেষের পাতার পর)

গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুলের প্রিন্সিপাল মাওলানা রশীদ আহমদ। ইসলামিক স্কুলের কুরআনিক ক্লাসের ছাত্র ইয়াহইয়া মিক্তাদের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্কুলের শিক্ষক হাফেজ তাওহিদুর রহমান তালহ ও হাফেজ মোছাব্বীহ হোসাইন এর যৌথ উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবীদ ও বায়তুল মামুর মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টারের ইমাম ও খতীব মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএমএমসিসি'র সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফাইয়াজ ফয়সল ও বর্তমান সেক্রেটারী মোশাররাফুল মাওলা সুজন। একই সময়ে ক্রমান্বয়ে পৃথকভাবে গার্লস বিভাগের গ্র্যাজুয়েশন প্রোগ্রামটিও প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় তলায় অনুষ্ঠিত হয়। গার্লস সেকশনের প্রোগ্রামটি পরিচালনা করেন সিস্টার ফিরোজা আক্তার পলি ও সুফিয়া খানম ইমু।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাফেজ মিজান উল্লাহ, হাফেজ আলী আকবর, হাফেজ কাজী ফজলে রাব্বী, হাফেজ মাওলানা আবু তাহের, হাফেজ জসীম উদ্দিন, হাফেজ ফাহমিদ আবদুল্লাহ রাইয়ান, সিস্টার আলেয়া বেগম সুমী, হাফেজা ফাতেমা বেরেরী, কানিজ ফাতিমা, মাসুমা ইয়াসমীন ও হাবীবা আহমদ। এছাড়াও বিএমএমসিসির সানী ইমাম মাওলানা আব্দুল মান্নান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আবদুস সাত্তার ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মুহাম্মদ নাসির রহমানসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বেশ সংখ্যক অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ক্লাস ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিযোগীতাও অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠান সফলতার সাথে সামার প্রোগ্রাম শেষ করায় ক্লাস ভিত্তিক প্রথম থেকে ১০ম গ্রেড পর্যন্ত এবং হিফজ শাখার দু'টি গ্রুপ, উইকেন্ড শাখার ৬টি ক্লাসের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ৪৮জন ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রিপোর্ট কার্ড প্রদান করা হয়।

আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি সহ অন্যান্য অতিথিরা শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার ও সনদপত্র তুলে দেন। এবার ২৮৫ জন ছাত্র-ছাত্রী উক্ত সামার সেশনে অংশ গ্রহণ করেন। সুচারুরূপে পাঠ দান করেছেন অভিজ্ঞ ১৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

প্রধান অতিথি ইমাম মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, যদি তোমরা সর্বত্র সালামেরপ্রচলন করতে পারো, পাঁচ ওয়াক্ত সময়মতো নামাজ আদায় করতে পারো, হাসিমুখে কথা বলতে পারো, ধৈর্য্য ও খুলুসিয়াতের সাথে প্রতিটি কাজ সম্পাদন করতে পারো, তাহলে তোমাদের জীবনে সফলতা আসবেই। পাশাপাশি আখেরাতেও কামিয়াবী হাসিল করা সম্ভব। তিনি অভিবাকদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রবাসে ইসলামকে বুঝা বা শেখার জন্য আমাদের সন্তানদের জন্য ইসলামিক স্কুলের বিকল্প নেই। একই সঙ্গে পারিবারিকভাবেও কুরআন ও হাদিসের বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতে হবে। সামার স্কুল থেকে শিক্ষা নেয়ার পর ইসলামের মৌলিক বিষয়ের চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের খাওয়ারের ব্যাপারে হালাল হারাম শিখানো হয়েছে তা তাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে। মা-বাবাদেরও হারাম হালালের জ্ঞান থাকতে হবে, সে অনুযায়ী বাচ্চাদের খাবার পরিবেশন হবে। তিনি আরো বলেন, নতুন প্রজন্মকে আরো বেশী বেশী কুরআন-সুন্নাহর মৌলিক জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করতে হবে। কেননা ঐ কুরআনিক জ্ঞানই পারে মানুষকে সঠিক ও সত্য পথের পথ দেখাতে।

বিশেষ অতিথি বিএমএমসিসির সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফাইয়াজ ফয়সল উপস্থিত অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনাদের সকলের আরো সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে বিএমএমসিসি একদিন নিউইয়র্কের নামকরা বিদ্যাপীঠে পরিণত হবে ইনশা আল্লাহ। তিনি বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুল এই সামারের এই অল্প সময়ে শিক্ষার্থীদের সবকিছু শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। তাই আগামী দিনে শিক্ষার্থীদের স্কুলে পাঠানোর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

বিএমএমসিসির সেক্রেটারী জেনারেল মোশাররাফুল মাওলা সুজন তাঁর বক্তৃতায় বলেন, আমাদের সন্তানদের শিশু বয়স থেকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়া জরুরী। বাসার পাশে ইসলামিক স্কুল হওয়ায় আমাদের জন্য তা অনেক সহজ হয়েছে। সামার স্কুল নিয়ে তিনি আরো বেশী প্রচারের উপর গুরুত্বারোপ করেন, যাতে করে সামার সেশনে মুসলিম কমিউনিটির সকল শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসতে সক্ষম হয়।

প্রিন্সিপাল মাওলানা রশীদ আহমদ তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রতি বছরই ভুর্তুকী দিয়ে ইসলামিক স্কুল পরিচালনা করতে হয়। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, যেন আগামী প্রজন্ম আমেরিকায় বসেও ইসলামের আলোকে জীবন গঠন করতে পারে। তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্য বলেন, নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে নিয়ে আসা এবং ক্লাস শেষে সঠিক সময়ে বাসায় নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন এবং বাচ্চাদের হোমওয়ার্কে ঠিকমতো দেখভাল করা, তাতে স্কুলের শৃংখলা রক্ষা হয় সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন, আগামী ৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ শনিবার থেকে স্কুলের অপর প্রোগ্রাম উইকেন্ড স্কুল শুরু হচ্ছে। তিনি ইসলামের মৌলিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য পাবলিক স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের উইকেন্ড ক্লাসে ভর্তি করার আহবান জানান।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

নিউইর্কের প্রাইমারী নির্বাচন

হেরে গেলেন ক্যারোলিন ম্যালোনি



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: গত ২৩ আগষ্ট মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হলো নিউইয়র্ক রাজ্যের প্রাইমারী নির্বাচন। ইউএস হাউস এবং সিনেটের জন্য এটি ছিলো দ্বিতীয় ধাপ নির্বাচন। প্রাইমারী নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডের সময় নিউইয়র্কবাসী গত জুন মাসে ভোট দিয়েছেন। একজন বিচারক রাজনৈতিক মানচিত্র পুনরায় আঁকার নির্দেশ দেওয়ার পরে ২০২০ সালের আদমশুমারির পরে জেলা ভোট বিলম্বিত হয়েছিল। মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুলের গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন

রশীদ আহমদ: নিউইর্য়কের ব্রুকলীনের বায়তুল মুঘ্নুর মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টারের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'বিএমএমসিসি ইসলামিক স্কুল এর সামার প্রোগ্রাম' এর সমাপনী অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী গত ২৫ আগস্ট বৃহস্পতিবার বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। বিকেল চারটায় সেন্টারের হল রুমে অনুষ্ঠিত উক্ত (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)



বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টি'র 'বাংলাদেশ মেলা'

আটলান্টিক মহাসাগরের পাড়ে প্রবাসীদের মহামিলন

আটলান্টিক সিটি (নিউজার্সী) থেকে আকবর হোসাইন/মোহাম্মদ শাহিন: আটলান্টিক সিটিতে অনুষ্ঠিত হলো বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব আটলান্টিক কাউন্টির উদ্যোগে 'বাংলাদেশ মেলা'। প্রায় ৫/৬ হাজার বাংলাদেশীর এই মহামিলনে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী আটলান্টিক সিটির সেন্ট ক্যাসেল ষ্টেডিয়াম পরিনত হয়েছিল এক খন্ড বাংলাদেশে। পুরো মাঠের চারিদিকে বাংলাদেশী পন্যের সমাহার এবং (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)



রাগের কুফল ও পরিত্রাণের উপায়

জাফর আহমাদ

মানব জীবনে রাগ ভয়ঙ্কর একটি ব্যাধি। রাগের বিধ্বংসী ক্ষমতা অত্যন্ত ব্যাপক। রাগ মানুষকে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন করে। রাগী(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

খেলার খবর

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের খেলোয়াড় হাকিমের দাফন সম্পন্ন

ঢাকা ডেস্ক: স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের খেলোয়াড় শেখ আবদুল হাকিমের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। রোববার (২৮ আগষ্ট) বাদ আসর যশোরের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপি আহবায়ক কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর এর নব-গঠিত আহবায়ক কমিটির প্রথম সভা রোববার (২৮ আগষ্ট) ব্রঙ্কসের এশিয়ান ড্রাইভিং স্কুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব ফয়েজ আহমদ চৌধুরীর (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

অনুষ্ঠান অনুস্মরণিকা

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার নতুন কমিটির অভিষেক ২৯ আগষ্ট সোমবার। ফোবানা একাংশের সম্মেলন ২, ৩, ৪ সেপ্টেম্বর মনট্রিয়েল, কানাডা। ফোবানা একাংশের সম্মেলন ২, ৩, ৪ সেপ্টেম্বর ক্যালিফোর্নিয়া। দিনাজপুর জেলা সমিতি ইউএসএ'র বনভোজন ৪ সেপ্টেম্বর রোববার নিউইয়র্কের হেকশেয়ার ষ্টেট পার্কে (ফিল্ড নম্বর ৩)। জামালপুর জেলা সমিতি ইউএসএ'র (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির নতুন কমিটি ঘোষণা

ফখরুল পুনরায় সভাপতি সানী সাধারণ সম্পাদক



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকার অন্যতম সনামধন্য সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি'র ২০২২-২০২৩ সালের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নতুন কমিটিতে ফ্রেন্ডস (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়



হেলথ টিপস

রাতে ভালো ঘুমে করণীয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য প্রতিদিন পর্যাপ্ত ঘুম ভীষণ প্রয়োজন। কিন্তু অনেক সময় রাতে সময় মতো বিছানায় গেলেও ঘুম আসতে চায় না। আর (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪০পাতায়)

অধ্যাপক দেলোয়ার-বাদলের নেতৃত্বে প্রতিবাদ সভায় বক্তারা

কমিটি গঠন নিয়ে খোকনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আগে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি দাবী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): দীর্ঘ এক যুগ ধরে যেখানে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি নেই সেখানে 'নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি ও উত্তর-দক্ষিণ শাখা কমিটি' গঠনের মধ্য দিয়ে মাছ দিয়ে শাক ঢাকার পাশাপাশি দলের মধ্যে আরো বিভেদ-বিভক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে। এমনকি নিউইয়র্ক ষ্টেট ও মহানগর কমিটি গঠন করতে কেন্দ্রীয় মহাসচিবের 'অনুমোদন' দলের জন্য অসম্মানজনক। এসব কমিটি অনুমোদন করবে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি, কেন্দ্র নয়। অপরদিকে 'নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি ও সিটির উত্তর-দক্ষিণ শাখা কমিটি' গঠন করতে গিয়ে আঞ্চলিকতাকে প্রাধান্য, ত্যাগী নেতা-কর্মীদের অবমূল্যায়ন সহ 'আর্থিক বাণিজ্য' হয়েছে বলে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ভিসা শুরু প্রদান শুরু

ওমরা পালনে কোন প্রকার বাধা নেই

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: উত্তর আমেরিকার নিউইয়র্কে অবস্থিত বাংলাদেশীদের অত্যন্ত জনপ্রিয় ট্রাভেল এজেন্সী কর্ণফুলী ট্রাভেল। স্বনামধন্য এই প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন ধরে তথা ২০০৬ সাল থেকে এয়ার লাইসেন্স টিকেট, ওমরা ভিসা, হোটেল, ট্রান্সপোর্টেশন, ওমরা গাইড এবং মক্কা-মদিনায় ঐতিহাসিক জায়গা পরিদর্শনসহ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিনোদন

যে ঘটনায় বিচ্ছেদ ব্র্যাড পিট ও অ্যাঞ্জেলিনা জোলি'র

বিনোদন ডেস্ক: হলিউডের জনপ্রিয় জুটির মধ্যে অন্যতম জুটি হচ্ছে ব্র্যাড পিট ও অ্যাঞ্জেলিনা জোলি, যা অনুরাগীদের মন কেড়েছে। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

বাসা, বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট এবং কমার্শিয়াল প্রপার্টি/সেলস ক্রয় বিক্রয় এবং ভাড়ার জন্য যোগাযোগ করুন
EXIT REALTY PRIME
Text Ashif to 85377
To get my Digital business card
Ashif A Choudhury
Licenced Realtor
Cell: 917-741-5308
Phone: 718-262-0205
Fax : 718-262-0254
Email : Ashif.Choudhury@gmail.com
189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423
www.EXITPrimeNY.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE., OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com